উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

কবি, গদ্যকার, সাংবাদিক, সম্পাদক, সর্বোপরি এক বিস্ময়কর জনপ্রিয় সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ছিল বহুমাত্রিক। ৯২তম জন্মদিনের আগে ফিরে দেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে।

সেই সুনীল সময়

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

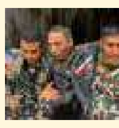

ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে থাকার গান ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৭°	২৬°	২৬°

উমা আসছে ৪০ দিন পর

প্রতি জেলায় দুটি সিএম শ্রী বিদ্যালয় ৫

শিলিগুড়ি ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 6 September 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 110

প্রাণনাশের হুমকিরও অভিযোগ বৃদ্ধার

জমি দখলে ধৃত কাজল

সৌরভ রায় ও কার্তিক দাস

ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : তিনি এলাকায় দুঁদে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হিসেবে পরিচিত। একসময় ঘাসফুল শিবিরের ফাঁসিদেওয়া-২ ব্লক সভাপতি ছিলেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বোর্ড সদস্যর পাশাপাশি স্থানীয় সমবায় ব্যাংকের দায়িত্ব সামলেছেন। এলাকায় প্রচণ্ড রাজনৈতিক দাপট থাকা সেই কাজল ঘোষকেই এক বৃদ্ধার পাট্টার জমি দখল এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ শনিবার তাঁকে বিধাননগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে খড়িবাড়ি থানায় নেওয়া হলেও পরে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাজলকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে বলে খবর।

তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় কাজল ফাঁসিদেওয়ায় প্রচণ্ড দাপট দেখিয়েছেন। বিধাননগর সংলগ্ন এলাকায় বিরোধীরা তাঁকে সন্দেশখালির 'শেখ শাহজাহান'-এর সঙ্গে তুলনা করে পোস্টার-লিফলেটও ছড়িয়েছিল। 'সমাজসেবী কাকু' হিসেবে এলাকায় তাঁর পরিচিতি আছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বিধাননগরের সহদরগছের বাসিন্দা ৭২ বছরের বিধবা কল্যাণী গোস্বামী সম্প্রতি ফাঁসিদেওয়া থানায় একটি সংস্থার নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই বৃদ্ধা জানান, ১৯৮০-'৮১ সালে তিনি সরকারের কাছ থেকে বিধাননগর বড় পাইকপাড়া মৌজায় কৃষিজমি ১.২১ একর ভেস্ট জমির পাট্টা পান। কল্যাণীর দাবি, প্রায় আট-নয় বছর আগে কাজল যোগসাজশ করে জোর করে ওই বৃদ্ধার এক একর জমি দখল করেন। সেখানে একটি বটলিফ কারখানা গড়ে তোলা হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এমন পাট্টা জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায় না।

যে সংস্থার নামে ওই বৃদ্ধার অভিযোগ, কাজলই সেটির মালিক। অভিযোগপত্রে কাজলের স্ত্রী মধুছন্দা ঘোষের নামও রয়েছে। বৃদ্ধার আরও অভিযোগ, জমি দখলে বাধা দিলে তাঁকে সরাসরি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পরে নামমাত্র কিছু টাকা তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে কাজল ঘোষ শাসকদলের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা থাকায় প্রাণভয়ে ওই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন পুলিশের দ্বারস্থ হতে পারেননি। অবশেষে নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে জমি উদ্ধারের আর্জি জানিয়ে থানায় অভিযোগ করেন।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

শনিবার গ্রেপ্তারের খবর ছড়াতেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে ওঠে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই কাজলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও মামলা হওয়ার খবর খুব কমই সামনে এসেছে। এদিন ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও কোনও সমস্যা না হয় তাই কাজলকে ফাঁসিদেওয়া থানায় না নিয়ে গিয়ে রাত ৮টা নাগাদ খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

৬০ কোটির দেনায় শিলিগুড়ি পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই। ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা। কোটি কোটি টাকা দেনার দায়ে ডুবে রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ধারের টাকা মেটাতে গিয়ে রীতিমতো কালঘাম ছুটতে শুরু করেছে প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের। কর্তৃপক্ষের দাবি, তৃণমূল জমানায় আয়ের তুলনায় ব্যয়ের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। খেলা, অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে আর্থিক সহযোগিতা এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ- সবটাই হয়েছে আয় ছাপিয়ে। ফলে ক্রমেই দেনার অঙ্ক লাফিয়ে বেড়েছে। বর্তমানে পুরনিগমের কাঁধে প্রায় ৬০ কোটির দেনা রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পুরকর্তাদের একাংশের আশঙ্কা, পুরনিগমের আয়ের ক্ষেত্রেও নয়ছয় হয়েছে। ফলস্বরূপ দেনার দায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়ে গিয়েছে। ঘটনায় তৃণমূল জমানার আয় ও ব্যয়ের হিসেবনিকেশ ইস্যুতে তদন্তের দাবি উঠতে শুরু করেছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

ভক্তির সাগরে।। জন্মাষ্টমীতে মথুরায় কৃষ্ণ দর্শন। শনিবার। -পিটিআই

উত্তরে ভয় বাড়াচ্ছে সিকিম

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নেপালের বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গের ভয় বাড়াচ্ছে সিকিম। পাহাড়ের মাথায় যে জল জমছে, বাঁধ ভাঙলে সেই জল নামবে তিস্তায়। তিস্তা নামবে কালিম্পংয়ের বুক চিরে। সেই স্রোত কতটা ভয়ংকর হতে পারে তার প্রাথমিক ছবি ২০২৩-এর অক্টোবরে দেখেছে উত্তরবঙ্গ। দক্ষিণ লোনাক হ্রদ ভেঙে যে ভয়াবহ বিপর্যয় হয়েছিল তার ক্ষত এখনও মোছেনি। এই পরিস্থিতিতে সিকিমের হ্রদ নিয়ে সামনে আসা তথ্য কাঁপুনি ধরিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের দুঁদে আধিকারিকদেরও। বিপদের সম্ভাবনার কথা ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কানেও। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সেকারণেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরকন্যায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কালিম্পংয়েও যাবেন। সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে আলাদা বৈঠক করবেন।

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের অনেক বিভাগ নার্সিং প্র্যাক্টিক্যালের প্রচুর সুযোগ
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

তিস্তা এবং তার উপর তৈরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে গবেষণা করছেন বিকাশ থাপা। তাঁর বক্তব্য, 'শুধু পাহাড়ের ধস, রাস্তা বা বসতির ক্ষতি নিয়ে ভাবলে হবে না। সিকিমের ৪০টি বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ থেকে তিস্তা পর্যন্ত একটি একক বিপদ-মানচিত্র তৈরি করে তবেই আলোচনায় বসা উচিত। নইলে কোনও আলোচনারই গুরুত্ব থাকবে না। রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদেরই দায়িত্ব দেওয়া হোক।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কথা, 'বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকেই যাবতীয় বিষয় শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখা হচ্ছে। সবদিক বিবেচনা করে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় যা যা করা দরকার সবই করা হবে।'

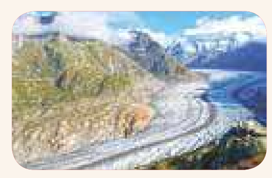

- সিকিমে চিহ্নিত ৪০টি উচ্চ-ঝুঁকির হিমবাহ-হ্রদের মধ্যে ১৬টি সর্বোচ্চ 'ক্যাটিগোরি-এ' ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে
- ১৬টির মধ্যে ১০টির স্বাভাবিক জল বেরোনোর স্পষ্ট পথ নেই এবং ১৪টি হ্রদের উপর তুষারধস বা বরফখণ্ড পড়ার সম্ভাবনাও চিহ্নিত হয়েছে
- গবেষণার মডেলে দেখা যাচ্ছে, খাঙ্চুং হ্রদ ভাঙলে চরম পরিস্থিতিতে প্রতি সেকেন্ডে ৯৫০৪ ঘনমিটার স্রোত নেমে আসতে পারে

অন্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা একই কথা বলেছেন। সিকিমের পাহাড়ের মাথায় ঠিক কী জমছে, তাতে কতটা বিপদ হতে পারে তার একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের। নতুন তথ্য বলছে, সেই বিপদ মানচিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সিকিম সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর চলতি বছর ২৩ জুলাই থেকে ৮ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তর সিকিমের মঙ্গন জেলায় উচ্চ-ঝুঁকির হিমবাহ-হ্রদ নিয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, সিকিম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয়" বিশ্বাসী

এডিশন স্পেশাল

বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর ম্যাপ, প্রস্তাব পাশ

▸▸ নয়ের পাতায়

ডিজিটাল ক্যানভাসে বিশ্বজুড়ে দুর্গাপুজো

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : দুর্গোৎসবেও টেক্কার প্রতিযোগিতা যেন। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ইউনেসকোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ' স্বীকৃতি ঝুলিতে ভরেছিল তৃণমূল শাসনে। সেই দুর্গাপুজোকে আঞ্চলিক উৎসবের গণ্ডি পার করে বিশ্বমঞ্চে সাংস্কৃতিক পর্যটনের 'গ্লোবাল ব্র্যান্ড' হিসেবে তুলে ধরতে কোমর বাঁধছে বিজেপি সরকার।

তাতে সুদূর নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা কিংবা লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাসের আলোয় বাংলার দুর্গাপুজো ঝলমল করে তোলার পরিকল্পনা পাকা। পরবাসে বসেও উপভোগ করা যাবে বাঙালির সেরা উৎসবের আবহ। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ প্রচার কর্মসূচি- 'বিশ্বজুড়ে বাঙালির আবেগ-দুর্গাপুজো গ্লোবাল কানেক্ট ২০২৬'। পরিকল্পনাটি রাজ্য পর্যটন দপ্তরের।

উদ্যোগটি রূপায়ণে মূল হাতিয়ার সমাজমাধ্যম। বিশ্বজুড়ে অন্তত ২৬০০ ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারকে যুক্ত করা হবে এই প্রচারের সঙ্গে। ইনফ্লুয়েন্সার বাছাইয়ের শর্ত একটিই, ওই ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রত্যেকের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ। গোটা প্রচার পরিকল্পনা পরিচালনায় পেশাদার সংস্থা নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে 'রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল' প্রকাশ করেছে পর্যটন দপ্তর।

> **২৬০০ ইনফ্লুয়েন্সারকে কাজে লাগাবে পর্যটন দপ্তর**

অন্তত ২০০ কোটি ভিউ এবং ৫ কোটি মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছোনোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য। মোট ইনফ্লুয়েন্সারের ৬০ শতাংশ হবেন ভ্রমণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যভিত্তিক ব্লগার। বাকি ৪০ শতাংশ খাদ্য, ফ্যাশন, লাইফস্টাইল ও আলোকচিত্রের সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসী বাঙালিদের যুক্ত করতে ১৫ শতাংশ ইনফ্লুয়েন্সার বেছে নেওয়া হবে বিদেশে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে।

অন্তত ১০টি দেশের ২৫টি বাঙালি সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাকে এই কর্মযজ্ঞে শামিল করা হচ্ছে। ভাষাগত দূরত্ব মেটাতে প্রতিটি দেশের জন্য তৈরি হবে পৃথক বিজ্ঞাপন ও ভিডিও। এই উদ্যোগের প্রধান কারণ- বিদেশে বাংলার দুর্গাপুজো ঘিরে কৌতূহল অপরিসীম। প্রতিমা গড়ার নিপুণ কারিগরি থেকে মণ্ডপসজ্জার ভাবনা, আলোকমালা, পুজোর ফ্যাশন ও পেটপুজোর প্রতিটি অধ্যায়কে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ছড়িয়ে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কৃষিচুন মানেই বায়োটিন কৃষিচুন
যা ব্যবহারে জমি চাষের পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে
বায়োটিন কৃষিচুন - ১
একমাত্র কৃষিচুন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

ভূমিক্ষয়ের কারণ নিয়ে রইল উদ্বেগও

ধস সরিয়ে স্বাভাবিক, গড়াল ট্রেনের চাকা

সাগর বাগচী ও হরষিত সিংহ

শিলিগুড়ি ও মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর : স্বস্তির নিঃশ্বাস রেল যোগাযোগে। একের পর এক বাধা ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠা গেল শেষপর্যন্ত। মেরামতির পর শনিবার সন্ধ্যায় ফরাক্কার ধসবিধ্বস্ত রেললাইন আবার স্বাভাবিক হল। ট্রেনের চাকা গড়াল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে। বারবার ভূমিক্ষয়ে ওই রেলপথ মেরামতি করা সত্যিই চ্যালেঞ্জ ছিল রেল কর্তৃপক্ষের কাছে।

কিন্তু বরাবরের মতো রেল দপ্তর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেছে। স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার তাই সম্ভব হয়েছে ৬৫ ঘণ্টার মধ্যে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গগামী বেশকিছু ট্রেন শনিবার সন্ধ্যার পর গন্তব্যে রওনা করানো হয়েছে। তবে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ থেকে শিয়ালদা কিংবা হাওড়াগামী কোনও ট্রেন চলেনি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য জানিয়েছেন, আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে রবিবার উত্তরবঙ্গ থেকে শিয়ালদা কিংবা হাওড়াগামী ট্রেন স্বাভাবিকভাবে চলবে।'

শনিবার যে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে, তা দুপুর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না রেলকর্তারা। বরং শনিবার উত্তরবঙ্গগামী অধিকাংশ ট্রেনের যাত্রা বাতিল ঘোষণা করা ছিল শুক্রবার থেকে। শনিবার সকালেও বেশকিছু প্যাসেঞ্জার ও দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়। কিছু ট্রেন অধিকাংশ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-নিউ ফরাক্কা রুট হয়ে চলাচল করেছে। দুপুরে শিলচর-শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ও মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট রুটে চালানো হয়।

ফরাক্কা স্টেশন এবং ধুলিয়ানের মাঝে ভূমিধসের জেরে মালগাড়ির গতিও বিপর্যস্ত হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, একাধিক দূরপাল্লার মেমু, সাহেবগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মেমু, ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ-মালদা টাউন মেমু, আজিমগঞ্জ-সাহেবগঞ্জ মেমু, আজিমগঞ্জ-বর্ধমান প্যাসেঞ্জার ও আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার। শনিবার দুপুরের মধ্যে ফরাক্কার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথের ধস

কাজ দেখছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে।

মালগাড়িকে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তবে, পচনশীল পণ্যবোঝাই মালগাড়িগুলিকে ঘুরপথে চালানো হয়। রেল কর্তাদের আশা, রবিবার সকাল থেকেই সেগুলি গুরুত্ব অনুসারে এক এক করে রওনা করানো হবে। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক শনিবার বলেন, 'ভূমিধসের জেরে যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও খানিকটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

তবে শনিবারও বাতিল ছিল মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার, মালদা টাউন-সাহেবগঞ্জ পুরোপুরি মেরামত করা সম্ভব হয়।

তারপর শুরু হয় ওই ধসে হেলে পড়া রেললাইনের পাশের বিদ্যুতের খুঁটি আবার সোজা করার পালা। শনিবার বিকালে সেই পর্ব শেষ হওয়ায় পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, 'সন্ধ্যা ছয়টার সমস্ত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদা ও কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলি স্বাভাবিক রুটে স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। ডাউন লাইনের ট্রেনগুলি চালু হলে স্বাভাবিক সময়ে চলবে।'

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে বলেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জন্মাষ্টমীতে প্রসবের ধুম, লক্ষ্মীর আগমন

কৃষ্ণের জন্মতিথি ঘিরে কোচবিহারে এবার যেন পুরাণের গল্পটিই উলটে গেল। শুভদিনে সন্তানের মুখ দেখার তাগিদে সিজারের আবদার। আর সেই জন্মাষ্টমীতেই ঘরে ঘরে এল কন্যা, যেন কৃষ্ণের জন্মরাতের হারিয়ে যাওয়া যোগমায়ারা ফিরল।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : জন্মাষ্টমী মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। আর কৃষ্ণের মতো সন্তান হোক, এমন ইচ্ছে অনেকেরই। সেই বিশ্বাসেই এবার কোচবিহারে জন্মাষ্টমীকে ঘিরে সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা নজর কাড়ল। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে সিজার করানোর জন্য অস্বাভাবিক চাহিদা দেখা গেল।

সম্ভাব্য প্রসবের তারিখ জন্মাষ্টমীর ১০-১২ দিন পরে ছিল। তবু অনেকেই ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নারাজ। আসন্নপ্রসবাদের অনেকে জন্মাষ্টমীর দিনই সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে চেয়েছেন। চিকিৎসকদের কাছে এসেছে একের পর এক অনুরোধ।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ অলক সাঁতরা স্বীকার করেন, 'এবার জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে সিজার করানোর অস্বাভাবিক চাহিদা ছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা দুজনেই এসে অনুরোধ করছেন। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে এবং ৩৭ সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় মানবিক কারণে রাজি হচ্ছি।'

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জন্মাষ্টমীর দিন ১৭টি সন্তান প্রসবের মধ্যে ১০টি সিজার হয়েছে। অলক নিজে পাঁচটি সিজার করেছেন। তিনটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের গাইনিকলজিস্ট ডাঃ ঐশ্বর্য দিবাকরণও এদিন পাঁচটি সিজার করেছেন। তার মধ্যে একটিমাত্র পুত্রসন্তান।

ছবি : এআই

শুধু এই দুই জায়গাতেই নয়। কোচবিহারের বাকি নার্সিংহোমগুলিতেও একই ছবি। চকচকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তিনটি সিজার হয়েছে। তিনটিই কন্যাসন্তান। নরনারায়ণ রোড সংলগ্ন আরেকটি নার্সিংহোমে পাঁচটি সিজারে তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে হয়েছে। মিনি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কেশব রোডের ধারের অন্য একটি নার্সিংহোমে পাঁচটি সিজারে দুটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছে।

পুরাণের গল্পে অবশ্য ছবিটা অন্যরকম। জন্মাষ্টমীর রাতে কৃষ্ণের পাশাপাশি আদিশক্তি যোগমায়ার জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণ মর্ত্যে লীলা করেছিলেন। অন্যদিকে, কংসের হাত থেকে ছিটকে যোগমায়া মিলিয়ে গিয়েছিলেন আকাশে। সেই কাহিনীতে শিশুকন্যাটি ছিল উপেক্ষিত। ২০২৬-এর কোচবিহারে যেন তার উলটো ছবি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দুর্গাপুজো বা ইদ নয়, ফুটবলের টানে ঘরে ফেরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : সব ঘরে ফেরার পেছনে উৎসব থাকে না। কখনো-কখনো একটা ফুটবলও মানুষকে হাজার মাইল দূর থেকে টেনে আনে নিজের মাটির কাছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার হাজিপাড়ায় এখন সেই টানেই ঘরে ফিরছেন সকলে।

কেউ ফিরছেন দিল্লির শ্রমিকপল্লি থেকে, কেউ মুম্বইয়ের ব্যস্ত শহর থেকে, কেউ আবার কেরলের কর্মস্থল থেকে। কারও হাতে পুজোর ছুটি নেই, কারও ঘরে ইদের আয়োজনও নেই। তাহলে এই সময় কেন? ছুটি নেওয়ার কারণ একটাই- ৬ সেপ্টেম্বর হাজিপাড়ার মাঠে ফুটবল ফাইনাল।

দেশের বাইরে নন, ভিনরাজ্যে থাকেন। আসলে পরিযায়ী। তবে গ্রামের স্বজনদের ভাষায় তাঁরা 'বিদেশি'। বিদেশি রাজবংশী, মোহন রাজবংশী, মহম্মদ আলাউদ্দিন, মহম্মদ বাইসুদ্দিন- এঁদের মতো অনেকেই আট-দশ বছর ধরে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছেন। বছরের অধিকাংশ সময় তাঁদের কাটে অন্য শহরে। কিন্তু হাজিপাড়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হলেই মনটা যেন আর সেখানে থাকতেই চায় না। তখন দূর শহরে বসেও তাঁরা শুনতে পান গ্রামের মাঠে ফুটবলে রেফারির বাঁশির শব্দ। সেই শব্দেই ঘরের কথা মনে পড়ে যায়। মোহন তাই বললেন, 'ফুটবল আমাদের গ্রামকে চিনিয়েছে। গ্রামের উন্নয়ন হয়েছে। তাই খেলায় আসতেই হবে।'

হাজিপাড়ার ফুটবলের এই গল্প নতুন নয়। রায়গঞ্জ ব্লকের ৩ নম্বর মহীপুর অঞ্চলের লক্ষ্মীয়া গ্রামের এই টুর্নামেন্ট এবার ৪৬ বছরে পড়েছে। লক্ষ্মীয়া নজরুল স্মৃতিক্লাবের আয়োজনে গত ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী প্রতিযোগিতা। ৬ সেপ্টেম্বর তারই ফাইনাল। গত মঙ্গলবার থেকে ফিরতে শুরু করেছেন তাঁরা। আগামী রবিবারের মধ্যে কয়েকশো তরুণ কর্মস্থল থেকে গ্রামে ফিরবেন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

হাজিপাড়ার ফুটবলের আরও একটি পরিচয় আছে। এই গ্রামে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান- তিন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। কিন্তু মাঠে ধর্মের আলাদা গ্যালারি নেই। একইসঙ্গে উত্তেজনায় গোলের পর চিৎকার ওঠে, একইসঙ্গে হতাশায় মাথা নীচু হয়। ফুটবল এখানে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, একসঙ্গে থাকারও এক ভাষা।

হাজিপাড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্ট।

স্থানীয়দের দাবি, এই ফুটবলেই বদলেছে গ্রামের চেহারা। টুর্নামেন্টকে ঘিরে মানুষের যোগাযোগ বেড়েছে। এসেছে বৈদ্যুতিক আলো, তৈরি হয়েছে রাস্তা। একটা খেলার মাঠ যেন ধীরে ধীরে গ্রামের উন্নয়নেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। টুর্নামেন্ট কমিটির উপদেষ্টা সুব্রত সরকার বলেন, 'এই গ্রামে আমার বাড়ি না হলেও প্রথম থেকেই এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত। এই গ্রামের উৎসব ফুটবল, দুর্গাপুজো নয়। গত দুই-তিন বছর ধরে দেখছি, ভিনরাজ্যে কর্মরতরা খেলার আগেই গ্রামে ফিরছেন। এবছর সংখ্যাটা আরও বেশি।'

আয়োজক কমিটির সভাপতি বদরুল জামাল চৌধুরীর দাবি, ৪৬ বছরের এই টুর্নামেন্টে কোনওদিন রাজনীতির রং লাগেনি। মন্ত্রী, আমলা থেকে বিরোধী নেতা, নেত্রী- সব পক্ষের মানুষই ফাইনাল দেখতে মাঠে আসেন। এবার ২০ থেকে ২৫ হাজার দর্শক সমাগমের আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

মহীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপককুমার বর্মন বলেন, 'হাজিপাড়ার ফুটবল উৎসব এখন আর শুধু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভিনজেলা ও ভিনরাজ্য থেকেও মানুষ ফাইনাল দেখতে আসেন। সেইমতো সব প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে।'

মহারাজাহাটের সমাজকর্মী উত্তম চট্টোপাধ্যায় বললেন, '৬ সেপ্টেম্বরের সব কাজকর্ম বাতিল করেছি। ওইদিন দুপুর থেকেই মাঠে থাকব। হাজিপাড়ার ফুটবল আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।' সেখানকার মলয় সরকার, রামলাল মাহাতোদের সবার মুখেই একই কথা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় সপ্তাহের মধ্যভাগে সামান্য মন্দা নামতে পারে। শ্লেষ্মা, পিত্তঘটিত রোগে কাবু হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের সঙ্গীর ব্যাপারে এই সপ্তাহে কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বহুদিন পর পুরোনো বন্ধুর খোঁজ পেয়ে আনন্দ। সন্তানের পড়োশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে প্রেমের প্রস্তাব পাবেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পরও সংসারে কারও মন জয় করতে পারবেন না। যানবাহন কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন।

বৃষ : সারা সপ্তাহ চলবে কর্মব্যস্ততার মধ্যে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। সমাজের কোনও গুণী মানুষের সঙ্গে সপ্তাহের বেশকিছু সময় কাটিয়ে জীবনে নতুন এক আনন্দলাভ। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বাড়ি সংস্কারে পড়শিদের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। এই বিষয়ে আলোচনা করে নিন। বস্ত্র, লৌহ, পুস্তক ব্যবসয়ে বাড়তি লগ্নিতে কোনও ঝুঁকি নেই। সৃজনশীল কাজে বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ। উচ্চশিক্ষায় শুভ সময়।

মিথুন : সপ্তাহটি খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। বিদেশের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে দামি উপহার পেতে পারেন। পেটের কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। ক্রীড়া ও অভিনয়জগতের ব্যক্তিরা এই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য সুযোগ পাবেন। ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি।

কর্কট : চাকরির ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি এবং পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। প্রিয়জনের সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। কোনও পুরোনো মূল্যবান দ্রব্য কিনে লাভবান হবেন। ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগমে স্বস্তি। প্রেমের ব্যাপারে সমস্যা তৈরি হবে। স্নায়ুরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা করবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বকেয়া পাওনা আদায় হবে। কর্মক্ষেত্রের কোনও কাজ নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে।

সিংহ : চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও পদোন্নতির ব্যাপারে তা বাধা হবে না। এ সপ্তাহে পারিবারিক দিক থেকে আপনি প্রশংসিত হবেন। মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজে সফল হয়ে কর্তাব্যক্তির প্রশংসা পাবেন। যাঁদের হাইপ্রেশার, কিডনি ও আরথ্রাইটিসের সমস্যা রয়েছে তাঁরা এই সপ্তাহে খুব সাবধানে থাকুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসানে স্বস্তি। গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান।

কন্যা : এ সপ্তাহে মিশ্রিত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও দূরবর্তী স্থানে বদলি হতে পারেন। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়বেন। সন্তানের বিদেশগমনের ইচ্ছাপূরণে আনন্দ। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা তৈরি হতে পারে। এ সপ্তাহে কাউকে সাহায্য করতে গেলে অপ্রিয় পরিস্থিতির সামনে পড়তে পারেন। স্নায়ু ও চর্মরোগ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সপ্তাহের শেষদিকে দুর্ভোগ হতে পারে।

তুলা : এ সপ্তাহে আপনার জ্ঞানের জন্যে অনেকের প্রশংসা ও বিশ্বাস অর্জন করবেন। বাড়িতে আনন্দ উৎসবে অতিথি অভ্যাগতদের আগমন। ব্যবসায় বিগত সপ্তাহের আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠে বাড়তি আয় করতে সক্ষম হবেন। সপ্তাহের শেষদিকে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি পাবেন। পরিবার নিয়ে তীর্থভ্রমণের সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে জটিল কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কথাবার্তা সাবধানে বলুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সামান্য কারণেই আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। বিদেশে চাকরিরত সন্তানের ঘরে ফিরে আসার সংবাদে আনন্দ। স্পষ্টবাদিতার জন্যে সমাজে অপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

ধনু : এই সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে আপনার ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াবে। কোনও আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তির সঙ্গে মিশে আনন্দলাভ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। সামান্য অবহেলার জন্য হাতছাড়া হতে পারে নানা সুযোগ এবং অর্থ। জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। দাম্পত্যকলহ কেটে যাবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। একাগ্রতা থাকলেই আশানুরূপ ফল পাবেন।

মকর : সপ্তাহটি ভালোমন্দে যাবে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সন্তানের লেখাপড়ার কৃতিত্বে শান্তি ও স্বস্তিলাভ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সপ্তাহের প্রথম ভাগে চলা মন্দাভাব কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে সামান্য অলসতার কারণে সমস্যা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা সমস্যার সমাধান।

কুম্ভ : শারীরিক সমস্যায় কাজ ভন্ডুল হতে পারে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই। অংশীদারি ব্যবসায় উন্নতি হবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিরোধের আশঙ্কা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের যোগ। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কোনও আইনি সমস্যায় অর্থব্যয় হবে। আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে এ সপ্তাহে কিন্তু সহকর্মীদের সমর্থন হারাতে পারেন। ত্বকের কোনও সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হতে পারে।

মীন : সর্দি-জ্বরে কাহিল হতে পারেন। চাকরিপ্রার্থীরা সুযোগ পাবেন। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মনের তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ শেষ সময়ে এসে বন্ধ হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সপ্তাহের প্রথমভাগেই পদস্থ কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করুন। পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে বিবাদের মানসিক যন্ত্রণা। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কাগজপত্র হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯ ভাদ সংবৎ ১০ ভাদ্রপদ বদি, ২৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৪৯। রবিবার, দশমী সন্ধ্যা ৬।৩২। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৮।৪। অসৃকযোগ দিবা ১০।৫৭। বণিজকরণ দিবা ৭।৪৬ গতে বিষ্টিকরণ সন্ধ্যা ৬।৩২ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৮।৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, সন্ধ্যা ৬।৩২ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।৩ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৩ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৬।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। হরিদ্বার ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমে ভূতপূর্ব মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমদ্ ১০৮ স্বামী গোবিন্দানন্দ গিরিমহারাজের তিরোধান তিথি। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

বুকিং-বিজ্ঞপ্তি নেই, অনিশ্চয়তা জলদাপাড়ায়

মাদারিহাট, ৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ অপেক্ষার পর আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য ফের খুলছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের দরজা। একইসঙ্গে চালু হতে চলেছে কার সাফারি এবং বহু প্রতীক্ষিত এলিফ্যান্ট রাইড। কিন্তু পার্ক খোলার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি থাকলেও চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে পর্যটন মহলে। স্বয়ং বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ সহ উচ্চপদস্থ বনকর্তারা আশ্বাস দিলেও অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের সরকারি নির্দেশিকা আজও জারি হয়নি। ফলে ভ্রমণের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন দূরদূরান্ত থেকে আসতে চাওয়া পর্যটকরা।

সাফারি কাউন্টারে যাতায়াতের রাস্তা।

কেবল টিকিট বুকিংই নয়, জঙ্গল খোলার মুখে একাধিক বিষয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। উদ্যানে প্রবেশের জন্য নতুন করে কী পরিমাণ ফি নেওয়া হবে, তা নিয়েও স্পষ্ট কোনও নির্দেশ পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি গাইডদের সাম্মানিক বৃদ্ধি এবং কার সাফারির গাড়ি ভাড়া পুনর্বিন্যাসের দাবি উঠলেও বন দপ্তর বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। সার্বিক এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে চরম ক্ষোভ জমছে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, নতুন সরকার গঠনের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এখনও জলদাপাড়ার মতো বিশ্বখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের এজেন্ট প্রাণকিশোর দাস জানালেন, উত্তরবঙ্গ সহ দূরদূরান্তের পর্যটকরা নিত্যদিন ফোন করে অনলাইনে জলদাপাড়ার টিকিট বুকিং শুরু হয়েছে কি না জানতে চাইছেন। তাঁরা শুনেছিলেন অনলাইনে টিকিট বুকিং পুনরায় চালু করা হবে। কিন্তু বাস্তবে কোনও নির্দেশিকা না আসায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত পর্যটকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা প্রতিদিন হয়রান হচ্ছেন।

অনুরূপ সুর জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহার গলায়ও। তিনি বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব অনলাইনে টিকিট চালুর পাশাপাশি প্রবেশ মূল্যের বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রয়োজন।' অন্যদিকে, গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ জানান, ২০২৩ সালের পর গাইডদের ট্রিপ পিছু সাম্মানিক আর বাড়েনি। কার সাফারি মালিক সমিতির সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসীও জানালেন, সাফারির গাড়ি ভাড়াও দীর্ঘদিন একই জায়গায় থমকে রয়েছে। সমস্ত সংগঠন লিখিত দাবি জানালেও প্রশাসন নীরব।

এরই মধ্যে সাফারি কাউন্টার ও টুরিস্ট লজে যাওয়ার পেভার্স ব্লকের রাস্তায় বড় গর্ত তৈরি হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.Sc., গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য (ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী) যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/123658)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর বয়সি, প্রাইভেট ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123658)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7365993445. (C/123658)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 28+/5'-2", কায়স্থ, MBBS, সরকারি ডাক্তার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উচ্চশিক্ষিত, যোগ্য পাত্র চাই। ডাক্তার অগ্রগণ্য। 080-69103112. (C/123529)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, দিনাজপুর নিবাসী, ৩০ বছর, সরকারি দপ্তরে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297245916. (C/123658)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৭ বছর, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরের নামী MNC-তে কর্মরতা। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9933199942. (C/123658)

■ ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.A., এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7047934466. (C/123658)

■ পাত্রী 34/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.Tech., IIT, SC, কাশ্যপ গোত্র, Grp. A Officer (WB), জলপাইগুড়ি নিবাসী, পিতা Late School Teacher, মাতা Pensioner,. Smart, চাকরিরত, 34-40'এর মধ্যে পাত্র কাম্য। Caste no bar, অভিভাবক সরাসরি Contact করবেন। Matrimony নহে। Ph : 7318692441. (C/123138)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, 40/5'-4", ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য চাকুরে বা ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য পাত্র চাই। (M) 9434079209. (C/123135)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বদ্যি, ২৭/৫'-৫", এমএসসি, বিএড পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8617632181. (C/123136)

■ বয়স 40, সন্তানহীন, আইনি বিচ্ছেদপ্রাপ্তা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 9832344012, 7866811462. (C/123139)

■ মাঙ্গলিক, দেবারিগণ, বয়স ৩০+, উচ্চতা 4'-9", গ্র্যাজুয়েট, কায়স্থ, ফর্সা পাত্রীর জন্য দাবিহীন উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7679092803. (C/123527)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/123529)

■ কোচবিহার নিবাসী, 23/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গান জানা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9836935367. (C/123529)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, হিন্দু বাঙালি, স্টেট গভঃ-এর হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এ চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/123529)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও ICDS-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি, রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123529)

■ ২৮+, নামমাত্র ডিভোর্সি, একমাত্র মেয়ে, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBA পাশ ও বর্তমানে বেসরকারি কোম্পানীতে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/123529)

■ শিলিগুড়িবাসী, ডিভোর্সি, সন্তানহীন, 42, সুশ্রী, Govt. Emp. পাত্রীর জন্য Govt. Emp. পাত্র চাই। (M) 9749876641. (K)

■ কায়স্থ দে, 34/5'-2", দেবারি, কর্কট, M.A. (History), Music Teacher, 37 মধ্যে চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উচ্চমধ্যবিত্ত, কায়স্থ, সুদর্শন, নেশাহীন পাত্র কাম্য। 6294159523. (C/123661)

■ বালুরঘাট, 32/4'-10", কর্মরতা, কর্মকার, ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অবিবাহিত পাত্র (নেশাহীন এবং দাবিদাওয়াহীন) কাম্য। 8900692735. (C/123671)

■ 25/5'-2", M.Sc., ফালাকাটা নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 8653532785. (C/123531)

■ 37/5'-2", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.A.Pass, Railway-তে কর্মরত, পিতা প্রয়াত, মাতা Pension Holder, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 8653243203. (C/123531)

■ মালদা শহর নিবাসী, 31/5', M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি/উচ্চ বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9475904580. (C/123448)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ ৩৯ বছরের উচ্চশিক্ষিত সমাজসেবী পাত্রী। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, শিব গোত্র, নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্র চাই। Ph : 9046624261. (C/123645)

■ কোচবিহার নিবাসী, 29/5', M.A.(H), D.El.Ed., পাঠরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9800217337. (C/122670)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", M.A., B.Ed., NET, SET, CTET qualified, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9434633821. (C/123321)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 28, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 8637896519. (C/123655)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123655)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, ফর্সা, সুন্দরী, B.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, গৃহকর্মে নিপুণা। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9382435745. (C/123655)

■ APD Jn. নিবাসী, মোদক, 31+/5'-3", M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 7407254124. (U/D)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, 55+, পাত্রী চাই। Ph : 7863934822 (যোগাযোগ রাত্রি ৮ থেকে ৯টা পর্যন্ত)। (C/113894)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব নিবাস, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, ২৮+/৫'-৯", B.Tech.+MBA, Big 4 Co.-তে কর্মরত (Hydrabad), এরূপ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬ বছর, সুশ্রী, চাকরিজীবী (কর্পোরেট) পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক ফোন করুন। (M) 6294206860, 8927797817. (C/113895)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর, B.Tech., সরকারি PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123658)

■ 42, কায়স্থ, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সঃ কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330041156. (K)

পাত্রী চাই

■ কলিঃ নিবাসী, ৪০ বছর, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/123658)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, Ph.D., সরকারি কলেজের প্রফেসর, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123658)

■ বৈদ্য পাত্র, 30, উঃ বঙ্গ রায়গঞ্জ নিবাসী, মাল্টিন্যাশনাল ফর্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 27, স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 9434246967. (C/123494)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩২, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123658)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, B.Tech., সরকারি দপ্তর PWD-এ কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123658)

■ কায়স্থ, 27+/5'-11", প্রতিষ্ঠিত দাবিহীন, M.Sc. পাশ পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 8942971640. (C/123663)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, M.A. Beng. Hons., D.El.Ed., Computer Pass, সুন্দর, একমাত্র ছেলে, মা সরকারি পেনশন হোল্ডার, বাবা প্রাইভেট স্কুলে চাকরিরত, দুইটা বাড়ি, ১টা দোতলা, ছেলে বাড়ি ভাড়া পায় এবং অন্য ব্যবসা আছে। পাত্রী উত্তরবঙ্গ নিবাসী হতে হবে। যোগাযোগ নং-8670897763. (C/A)

■ রাজ্য সরকারি, গ্রুপ-A, কলেজ প্রফেসর, 34/5'-10", (ডিভোর্সি) কোচবিহার, শিলিগুড়িতে বাড়ি। রাজবংশী, চাকরিরতা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9531632466, 9647177998. (K/D/R)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, গন্ধবণিক, একমাত্র পুত্র, 26/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832026818. (C/123137)

■ নাথ, B.A., 24, নিজ Flat ভাড়ায়, দ্বিতল বাড়ি, পাঁচ কাঠা জমি, সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান। আয় ৫০ হাজার মাসে। পিতা-পুত্র ও পাঁচজন পরিচারকের সংসার। সুশ্রী, ফর্সা, সুস্থ নিরোগ, ঘরোয়া গৃহকর্মে নিপুণা, স্বঃ/অসবর্ণ, কর্মরতা অগ্রগণ্য পাত্রী চাই। (M) 6294613257. (C/123133)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, বয়স 36, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রেলওয়েতে কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 080-69141300. (C/123529)

■ জলপাইগুড়ি, 33/5'-8", M.Tech., SBI-এ কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। চাকরিজীবী হলে ভালো। পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, মাতা গৃহবধূ। জলঃ/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7864909898. (C/123132)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), Auction ব্যবসা। 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/123669)

■ 38/5'-9", ব্রাহ্মণ, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার। বনেদি পরিবারের একমাত্র সন্তান, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 080-69141303. (C/123529)

■ SC, বয়স 36+, উচ্চতা 5'-2", B.Com. পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832315359. (C/123528)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", M.Tech., Govt. Bank উচ্চ পদে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9804043468. (C/123529)

পাত্রী চাই

■ দত্ত, 29/5'-7", MBA, বেসরকারি ব্যাংক ম্যানেজার, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, সুদর্শন, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি ব্যতীত ফর্সা, স্লিম, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9434352584. (C/123529)

■ 38/5'-9", ব্রাহ্মণ, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার। বনেদি পরিবারের একমাত্র সন্তান, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 080-69141303. (C/123529)

■ 32/5'-8", কায়স্থ, MBA, Govt. Bank-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন নেশাহীন ভদ্র পরিবার পাত্রের জন্য শান্ত স্বভাবের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/123529)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 30/5'-8", B.Tech., নামী MNC কোম্পানীতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (Yearly Pakage 30 lac). 9593965652. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, হিন্দু বাঙালি, গভঃ ব্যাংক-এ হেড ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/123529)

■ জলপইগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯৪, M.Tech. পাশ ও CPWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪২+, ডিভোর্সি, রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 32/5'-10", M.Tech., 60 LPA, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত, সুদর্শন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 080-69072089. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি পাত্র, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরিরত। যোগ্য নির্ঝঞ্ঝাট পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/123529)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (মিনিস্টার অফ অ্যাগ্রিকালচার)। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/123529)

■ 31/5'-8", B.Tech., M.Tech., Finance ডিপার্টমেন্ট Govt. of India-এ কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, একমাত্র পুত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 7047525883. (C/123531)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 30/5'-9", MBA পাশ ও সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিত ও সুশ্রী পাত্রী চাই। 080-69103014. (C/123529)

■ 35/5'-8", M.Tech., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সরকারি Bank-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 7319346146. (C/123531)

■ পাত্র সাহা, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123237)

পাত্রী চাই

■ মালদা নিবাসী, 38, ব্রাহ্মণ, B.A. পাশ, 5'-6", নিজস্ব রিহ্যাব সেন্টার আছে। 34-এর মধ্যে ফর্সা, শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য, কর্মরতা হলেও চলবে। (M) 8167225660. (C/123639)

■ M.Tech., শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন Govt. Bank কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘোষ পরিবারের একমাত্র সন্তানের (৩৫ বছর, ৫'-৮") জন্য সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 9083065544. (C/123660)

■ কলকাতা নিবাসী, বিপত্নীক, 48/5'-8", চাকরিরত, এক কন্যাসন্তান আছে, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি, বিধবা পাত্রী কাম্য। APD/COB অগ্রগণ্য। (M) 9088756369. (C/123641)

■ জলঃ নিবাসী, নমশূদ্র, SC, ৩৫+/৫'-৬", B.Tech., সরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। মোবাইল নম্বর : 9851602840. (C/123637)

■ কুণ্ডু, বালুরঘাট, 34, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের 28 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 6294166458. (C/123651)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, বয়স ২৮/৫'-৮", একমাত্র সুদর্শন পুত্র, ব্যবসায়ী, কোচবিহারে নিজস্ব দোতলা দোকান সহ তিনটে বাড়ি। ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষিদ্ধ। (M) 8906704055. (C/122672)

■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারোবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/123322)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৪, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123655)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৩, B.Tech., সেন্ট্রাল Govt. চাকরিজীবী। এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9242547789. (C/123655)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩০, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই, কাস্টবার নেই। 9382435745. (C/123655)

■ পাত্র Gen., 33+/5'-9", B.Tech. Civil., Hardware Business, Whole/Retail sale, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের 26-28/5'-3"/5", মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9064438054. (U/D)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায় পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/123527)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ বিয়ের সুবর্ণ সুযোগ! 1 বছর আনলিমিটেড যোগাযোগ মাত্র 999/- (ISO Certified). 9038408885. (C/122960)

কোচবিহার রাজবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান নয়, লাটাগুড়িতে নতুন ভাবনা

পিছু হটলেন পর্যটনমন্ত্রী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার রাজবাড়িকে দেশের আর পাঁচটা প্যালেসের মতো ওয়েডিং ডেস্টিনেশন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার শংকরের সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান খোদ রাজপরিবারের উত্তরসূরি কুমার মৃদুলনারায়ণ। এদিন সমাজমাধ্যমে তিনি কোচবিহার রাজবাড়িকে নিজেদের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে, হেরিটেজ স্থাপত্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন বৃদ্ধিতে আপত্তি নেই। কিন্তু এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়, যেখানে কোচবিহারের স্থানীয় মানুষের ভাবাবেগে আঘাত লাগে।

এ ব্যাপারে শংকর জানিয়েছেন, কোচবিহার রাজবাড়িকে ওয়েডিং ডেস্টিনেশনের অংশ করে মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় তাঁর নেই। তিনি বলেন, 'আমরা কোচবিহার রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে পর্যটনের প্রসার করতে চাই। সেখানকার মানুষের আপত্তি থাকলে কোনওভাবেই ওয়েডিং ডেস্টিনেশন করা হবে না।'

অন্যদিকে, পর্যটন দপ্তরের লোগো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকেই একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল। ভিডিওটিতে রোমের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা থেকে মিশরের পিরামিড, ব্রাজিলের বিখ্যাত ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, লন্ডন আই—কী নেই? কলকাতার বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ ছাড়া বাংলার অফুরান সৌন্দর্যের ছবি কোথাও নেই রাজ্য পর্যটনের বিজ্ঞাপনে। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, কেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন প্রসারে এই ভিডিও ব্যবহার হবে? মন্ত্রীর দাবি, ওটা ভুলবশত চালানো হয়েছিল। পরে তাঁরা ভুল বুঝতে পেরে নতুন ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। সেখানে রাজ্যের পাহাড়, সমতল থেকে সমুদ্র, টয়ট্রেন, রাজবাড়ি, চা বাগান এবং স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ছিল। শংকর বলেন, 'গ্রাফিকসের কিছু ত্রুটি থাকায় প্রথম দিকে একটা ভিডিও প্রকাশ পেয়েছিল। পরে সেটাকে পালটে দেওয়া হয়েছে।'

■ পর্যটনের প্রচারে প্রকাশিত ভিডিও নিয়ে বিতর্ক, ভুলবশত দেখানো হয়েছে দাবি শংকরের

■ বিতর্ক তৈরি হয়েছে পর্যটন দপ্তরের নয়া লোগো নিয়েও, কেন্দ্রীয় ও অন্য রাজ্যের লোগোর প্রসঙ্গ টেনে সাফাই দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী

> আমরা কোচবিহার রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে পর্যটনের প্রসার করতে চাই। সেখানকার মানুষের আপত্তি থাকলে কোনওভাবেই ওয়েডিং ডেস্টিনেশন করা হবে না।
>
> **শংকর ঘোষ**
> *পর্যটনমন্ত্রী*

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দপ্তরের নয়া লোগোটিও। সেখানে শুধুমাত্র 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' শব্দটিকে অন্যভাবে লেখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, লোগোতে রাজ্যের পর্যটনস্থল কিংবা সংস্কৃতির কোনও ছাপ নেই কেন? এ ব্যাপারে শংকরের যুক্তি, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া থেকে গোয়ার লোগোতেও শুধু শব্দগুলি অন্য স্টাইলে লেখা হয়েছে। সেই থেকেই অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়। তাছাড়া, ছোট জায়গায় এত কিছু বোঝানো সম্ভব নয়। বরং, 'হোয়ার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট' ট্যাগলাইনে জোর দেওয়া হচ্ছে।

মৃদুলনারায়ণের দাবি অনুযায়ী, রাজবাড়িকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হোক, বিয়ের আসর নয়। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই শংকরের ব্যাখ্যা, 'আমরা শুধুমাত্র একটি রাজবাড়ি নিয়ে কিছু ভাবিনি। সমস্ত রাজবাড়ি, পুরোনো বাংলো নিয়েই ভাবনা রয়েছে। যদি স্থানীয় মানুষ না চান, তবে হবে না।'

মৃদুল জানাচ্ছেন, কোচবিহারের শেষ প্রশাসক মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল রাজবাড়ি। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই রাজবাড়িতে ছিলেন। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তিনি নানা আর্থিক অনটনে পড়লেও এই রাজবাড়িকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। কারণ, রাজবাড়ি কোচবিহারের আবেগ, গৌরব ও ঐতিহ্যের সাক্ষী। পরে সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষিত স্থাপত্যের স্বীকৃতি পায়। শুধু রাজপরিবারের সদস্যরাই নন, কোচবিহারের অনেক মানুষই রাজবাড়িকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

লাটাগুড়িতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার।

ভ্রমণ ব্যবসায় গাইডলাইন আনবে রাজ্য

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সরকারি জমি, নদীবক্ষ দখল করে রিসর্ট তৈরি সহ পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বারবার। তার উপর সম্প্রতি লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে দেহব্যবসার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তারির ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ব্যবসায় লাগাম টানতে কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন ব্যবসা কীভাবে চলবে, কোথায় কী ধরনের পর্যটন পরিকাঠামো তৈরি করা যাবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখতে হবে—তার জন্য তৈরি করা হচ্ছে নির্দিষ্ট গাইডলাইন। নিয়ম না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার লাটাগুড়িতে ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই বার্তা দেন মন্ত্রী।

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। তার আগে প্রস্তুতি হিসেবে পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় এদিন লাটাগুড়িতে দৌড় প্রতিযোগিতা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন শংকর, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, স্থানীয় বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী জানান, পর্যটনের প্রসারের সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সেই লক্ষ্যেই গোটা রাজ্যে পরিবেশবান্ধব ও নিয়ন্ত্রিত পর্যটনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত জেলা শাসকের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে নেপালের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মন্ত্রী। গত ১৫-২০ বছরে প্রকৃতির উপর পর্যটন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কী প্রভাব পড়েছে, তা স্যাটেলাইট ইমেজিংয়ের মাধ্যমে খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রকৃতির ক্ষতি না করে কীভাবে পর্যটনের বিকাশ ঘটানো যায়, সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

শুধু পরিবেশ রক্ষা নয়, পর্যটকদের পরিষেবা আরও উন্নত করতেও একাধিক উদ্যোগের কথা জানান শংকর। শীঘ্রই রাজ্যের ২৩টি জেলায় পর্যটন হেল্পলাইন চালু করা হবে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পর্যটন ব্যবসাকে ইন্ডাস্ট্রি পলিসির আওতায় আনার উদ্যোগও পুজোর আগেই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডুয়ার্স সহ বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে রিসর্ট ও অন্যান্য পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে ওঠার অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকর বলেন, এই ধরনের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট ও কার্যকর গাইডলাইন তৈরি করা হবে। সেই নিয়মের মধ্যে সকল পর্যটন ব্যবসায়ীকে আসার অনুরোধ জানান তিনি।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে লাটাগুড়ি ইকো পার্কে এদিন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। রবিবার পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য এই আয়োজন থাকছে। অন্যদিকে, এদিন বেসরকারি উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার থেকে লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি হয়ে কলকাতাগামী দুটি বিলাসবহুল স্লিপার বাসের উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী। প্রতিদিন চলবে বাসগুলি। আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, তেলিপাড়া, চালসা, লাটাগুড়ি ও ময়নাগুড়ি হয়ে পৌঁছাবে কলকাতায়।

স্থায়ী ভাসানের ঘাট করমব্রতীদের

জটেশ্বর, ৫ সেপ্টেম্বর : সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আদিবাসী সমাজজুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে করমপুজো। ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা বাগান ও গ্রামে গ্রামে এখন তারই তোড়জোড় চলছে জোরকদমে। কিন্তু উৎসবের আনন্দের আবহেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন করমব্রতীরা। পুরো ফালাকাটা ব্লকে একটিও স্থায়ী করম বিসর্জনের ঘাট না থাকায় চরম ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে।

চা বলয়ের আদিবাসী ঐতিহ্য অনুযায়ী, সারারাত করমপুজো পালনের পরদিন ধামসা-মাদল ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে নদীর ঘাটে নাচগানের মধ্য দিয়ে করম দেবতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজো অনুষ্ঠানের মতো এই ভাসান উৎসবেরও এক বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী কোনও ভাসান ঘাট না থাকায় বাধ্য হয়ে প্রতিটি চা বাগানের স্থানীয় নদীর অস্থায়ী ঘাটে বিসর্জন দিতে হয়। এতে পুজোর জৌলুস যেমন কমছে, তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী সংস্কৃতির মূল আমেজ। ফালাকাটা ব্লকে অন্তত একটি স্থায়ী ভাসান ঘাট তৈরির দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

দলগাঁওবস্তির বাসিন্দা কুশমী লাকড়া ফালাকাটা ব্লকে স্থায়ী করম ভাসানের ঘাট তৈরির জন্য দীর্ঘদিনের দাবির কথা জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা স্থায়ী ঘাটের জন্য বহুবার আবেদন-নিবেদন জানিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও কাজ হয়নি। প্রশাসনের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে স্থায়ী করম ভাসানের ঘাট তৈরি করে দেওয়া উচিত।'

করমপুজো কমিটির তরফে লক্ষ্মণ লাকড়া বলেন, 'ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি, দলগাঁও সহ সমস্ত বাগানে করমপুজো হয়। একেকটা বাগানে বেশ কয়েকটি পুজোর বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু ভাসানের ঘাট না থাকায় প্রতি বছর বিপাকে পড়তে হয়। প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।'

জন্মাষ্টমীতে কাদোখেলা

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ সেপ্টেম্বর : জন্মাষ্টমীতে মেতে উঠল কোচবিহারের আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর শহর চ্যাংরাবান্ধা। জন্মাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ শনিবার চ্যাংরাবান্ধার মন্দিরে মন্দিরে, রাজবংশী সমাজের কাদোখেলা থেকে দইহাড়ি খেলায় মেতে ওঠে ছোটরা। চিতিয়ারডাঙার বাসিন্দা হিরণ্য বর্মন বলেন, 'নন্দ উৎসব উদ্‌যাপন করতে এই লোকক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পাশে গর্ত করে তাতে দই, কাদা এবং জল দিয়ে মেশানো হয়। তার মধ্যে মাখন, দুধ, গঙ্গাজল মিশিয়ে সেখানে নারকেল বা অন্য ফল ফেলে সেই ফল দখলের লড়াই শুরু করে কচিকাঁচারা। রাজবংশী ভাষায় এরই নাম দধিকাদো খেলা। শ্রীকৃষ্ণ এভাবে খেলা করতেন বলে বিশ্বাস। এখনও এই ঐতিহ্য ধরে রেখেছি আমরা।'

এছাড়া চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে মহামায়া পুজো কমিটির তরফে দইহাড়ি খেলা হয়। উঁচু জায়গায় দড়িতে দইযুক্ত হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে এসে পিরামিড আকৃতির দল বানিয়ে তরুণরা ওপরে ওঠেন। এরপর নারকেলের সাহায্যে সেই হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। প্রচুর মানুষ রাস্তার দু'ধারে এই দইহাড়ি খেলা দেখতে ভিড় করেন।

যুদ্ধ যখন পায়ে পায়ে।। শনিবার কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলে মাঠে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

'যৌন হেনস্তা'

কালিয়াগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : বিএসএফ জওয়ানের বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়ে এক তরুণ শনিবার কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কালিয়াগঞ্জ থানার একটি গ্রামীণ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

তরুণের অভিযোগ, ওই রাতে টোটোতে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কয়েকজন বিএসএফ জওয়ান একটি গাড়িতে এসে টোটোটি আটকান। তাঁরা আমার পরিচয় জানতে চেয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিএসএফ জওয়ান বিভিন্ন প্রশ্ন করার ছলনায় আমাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে জোর করে খারাপ কাজ করতে বলেন। রাজি না হওয়ায় তিনি আমার কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে মারধর করতে থাকেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আলু চাষে কাটছে 'ধসা'র আতঙ্ক

দেশীয় ধানের সংরক্ষণে পথ দেখাচ্ছে মোহিতনগর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : একদিকে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির ধানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের আতঙ্ক 'ধসা' রোগ রুখতে উন্নত জাতের আলুর কাটিং চারা তৈরি। এই দুইয়ের মেলবন্ধনে উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে অবস্থিত রাজ্য সরকারের জোনাল অ্যাডপটিভ রিসার্চ স্টেশন। রিসার্চ স্টেশনের যুগ্ম অধিকর্তা ও কৃষি বিজ্ঞানী সৌরভ ঘোষ বলেন, 'উন্নত প্রজাতির উচ্চফলনশীল ও রোগ-প্রতিরোধক আলু ও ধানের গবেষণায় সাফল্য মিলেছে। পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির ধান, যেমন— কালাভাত, পাইজাম, দুধকলম ও ফুলপাপড়ির মতো ধানের গবেষণামূলক পরীক্ষাও সফল হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে শীতের কুয়াশার মরশুমে আলু গাছে মারাত্মক ধসা রোগ দেখা দেয়। এই রোগে গাছ মরে গিয়ে আলুর ফলন নষ্ট হয়, যার জেরে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েন চাষিরা। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং চাষিদের ক্ষতি এড়াতে ফ্যান প্যাড কুলিং নেট হাউস, সাধারণ নেট হাউস ও ব্যাম্বু নেট হাউসে তিন প্রজাতির উন্নত ও রোগ-প্রতিরোধক আলু গাছের কাটিং তৈরি করেছে এই গবেষণা সংস্থা। কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে জি-১ থেকে জি-৩ নম্বর পর্যন্ত উন্নত জাতের আলুর কাটিং চারা তৈরি করে চাষিদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। গত বছর এখান থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার কাটিং চারা বিলি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উদয়, পোখরাজ, সুখ্যাতি ও নীলকণ্ঠের মতো ৯টি রোগ-প্রতিরোধক প্রজাতির গবেষণা এখানে সফল হয়েছে।

মোহিতনগরে ধান গবেষণাগারে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় ধানের চাষ।

আলু ছাড়াও ধানের ক্ষেত্রেও এসেছে বড় সাফল্য। চুঁচুড়ার ধান্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উন্নত জাতের ধানের চারা এনে, তা থেকে কাটিং করে গবেষণায় সাফল্য মিলেছে। পাশাপাশি, এই ইনস্টিটিউটে ফক্সটেল, বার্ন ও ফিঙ্গার প্রজাতির মিলেটের সফল গবেষণাও সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলার দেশীয় বেশ কয়েকটি প্রজাতির ধানের চাষ কৃষকরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। মোহিতনগরের কৃষক রোহিত বর্মনের কথায়, 'কী করে দেশীয় ধানের চাষ করব? মানুষ এখন বাইরের রাজ্য থেকে আসা পালিশ করা চাল বেশি পছন্দ করেন। তাছাড়া এতে উৎপাদনও কম হয়। তবে ইনস্টিটিউটের নির্দেশে নিজের খাওয়ার জন্য এবার জমিতে দেশীয় ধান চাষ করেছি।'

স্কুলে সচেতনতা শিবির

কুমারগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু অধিকার সুরক্ষা এবং কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শনিবার কুমারগঞ্জের এলেন্দরী হাইস্কুলে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জাস্ট রাইটস ফর চিলড্রেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভুবন ঋভু, বিদ্যালয়ের টিআইসি প্রভাত সরকার, কুমারগঞ্জ থানার লেডি এসআই রিনা রবিদাস, জেলা সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান প্রমুখ। শিবিরে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব, শিশু অধিকার, শিক্ষার গুরুত্ব এবং নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি নৃত্য, কুইজ, আবৃত্তি ও পাঠের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। বাল্যবিবাহ রুখতে পরিবার, বিদ্যালয়, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর জোর দেন বক্তারা।

TECHNO INDIA DAMA
HEALTHCARE & MEDICAL CENTRE

রোবোটিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর সুস্থতার শুরু প্রথম দিন থেকেই

দ্রুত নয়, নিরাপদ Recovery-ই মূল লক্ষ্য। সঠিক Physiotherapy-এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন, ভ্রমণ এমনকি Mountain Tour-এও ফেরা সম্ভব।

TKR-এর পর কি Mountain Tour করা যায়?

হ্যাঁ, অনেক রোগী পর্যাপ্ত recovery-এর পর Mountain Tour-এ যেতে পারেন।

"Surgery শেষ হওয়ার পর recovery শুরু করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। Operation-এর দিন থেকেই rehabilitation শুরু হয়ে যায়,"

তীব্র হাঁটুর ব্যথা, হাঁটাচলায় অসুবিধা এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে সমস্যা থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে Robotic Total Knee Replacement বা TKR বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-পদ্ধতি। Robotic technology implant-এর positioning-এ surgical accuracy বাড়াতে সাহায্য করলেও, অপারেশনের সাফল্যের পাশাপাশি recovery-এর জন্য নিয়মিত physiotherapy ও রোগীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Surgery-এর দিন থেকেই সাধারণত ankle movement এবং gentle knee exercise-এর মতো কিছু সহজ ব্যায়াম শুরু করা হয়। রোগীর শারীরিক অবস্থা stable থাকলে medical team-এর সাহায্যে দাঁড়ানো এবং কয়েক পা হাঁটার practice-ও শুরু হতে পারে।

Post-operative Day 1-এ walking practice আরও বাড়ানো হয়। উপযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে physiotherapist stair climbing-এর training-ও শুরু করতে পারেন।

Bed থেকে নিরাপদে ওঠা-বসা, walker বা crutches ব্যবহার, হাঁটা এবং সিঁড়ি ওঠা-নামার সঠিক technique রোগীকে শেখানো হয়।

"Early mobilisation-এর উদ্দেশ্য রোগীকে তাড়াহুড়ো করানো নয়। এর লক্ষ্য knee stiffness কমানো, muscle strength ও balance বাড়ানো এবং ধীরে ধীরে confidence ফিরিয়ে আনা,"

তবে প্রত্যেক রোগীর recovery একই গতিতে হয় না। Pain control, muscle strength, knee movement, balance, বয়স, সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং physiotherapy-এর progress অনুযায়ী rehabilitation-এর সময় নির্ধারিত হয়।

তবে surgeon বা physiotherapist-এর clearance ছাড়া তাড়াহুড়ো করে পাহাড়ে যাওয়া উচিত নয়।

পাহাড়ি পথে steep slope, uneven surface এবং দীর্ঘক্ষণ হাঁটা হাঁটুর ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতে পারে। তাই আগে walking capacity ধীরে ধীরে বাড়ানো এবং প্রয়োজন হলে walking support ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য শুধু হাঁটতে পারা নয়—নিরাপদে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে active ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাই Robotic TKR recovery-এর আসল উদ্দেশ্য।

Prof. Dr. Partha Sarathi Sarkar
MS (Orthopedic Surgery),
Consultant Orthopedic Surgeon,
Special interest in Robotic TKR

All Mediclaims and Govt. Schemes (CGHS, WBHS, ESI etc.) are available

LB-10, Sector-III, Salt Lake, Near Chingrighata Crossing (On Service Road), Kolkata 700 106
Phone : 033-61234567 / 6292191312 (M)
Email : contact.technodama@gmail.com, Website: www.technoindiahealth.com

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শকুন সংরক্ষণে সাফল্য

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : 'মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে— সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে শকুনেরা চরিতেছে...'

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় যে আকাশের বর্ণনা করেছিলেন, সেই আকাশে এখন আর শকুনের দেখা মেলে না। কেবল এশিয়া নয়, উত্তরবঙ্গ তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিপন্ন শকুন। এই পাখিটিকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার' (আইইউসিএন) সংকটাপন্ন বলে ঘোষণা করেছে। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও রোগজীবাণু বিস্তার রোধে শকুনের ভূমিকা অপরিসীম। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শকুন সংরক্ষণে সাফল্য মিলছে রাজাভাতখাওয়ার ক্যাপটিভ ব্রিডিং সেন্টারে। শনিবার, আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ও শিলিগুড়ি বিএড কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় উঠে এল এমনই ইতিবাচক তথ্য।

আগে জানা যাক, কেন শকুনের সংখ্যা কমছে? আসলে গবাদি পশুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত কয়েকটি ওষুধ শকুনের জন্য খুবই বিপজ্জনক। ওই সব মৃত গবাদি পশুর মাংস খেলে শকুনের মৃত্যু অনিবার্য। তবে রয়েছে আরও কিছু কারণ।

রাজাভাতখাওয়া 'ভালচার কনজারভেশন অ্যান্ড ব্রিডিং সেন্টার'-এর সেন্টার ইনচার্জ সৌম্যসুন্দর চক্রবর্তী বলেন, 'শকুন সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়ে কয়েকটি ওষুধ সরকারের তরফে বন্ধ করা হয়েছে। এখন অনেকে প্রাণীর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে মাটিদূষণের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হচ্ছে। এছাড়া গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া শকুনের সংকটাপন্নের অন্যতম কারণ।' এছাড়া খাদ্য সংকট ও অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শকুনের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হতাশার মধ্যেও কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে শকুন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায়।

উত্তরবঙ্গে এখন নয় প্রজাতির শকুন রয়েছে। তবে অনেক দিন 'কিং ভালচার' দেখা যায়নি। রাজাভাতখাওয়ার ক্যাপটিভ ব্রিডিং সেন্টারে হোয়াইট রামপেড, স্লেন্ডার-বিল্ড এবং লং-বিল্ড এই তিন প্রজাতির প্রায় ১৮০টি শকুন রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর দপ্তরের তরফে হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির শকুন উদ্ধার ও পুনর্বাসনের পর আবার ছেড়ে দেওয়া হয়।

২০২১-'২৩ সালের মধ্যে 'সফ্ট রিলিজ'-এর মাধ্যমে ৩১টি শকুনকে ছাড়া হয়েছে। তাদের গতিবিধি ট্র্যাকে রাখার জন্য প্ল্যাটফর্ম টার্মিনাল ট্রান্সমিটার (পিটিটি) ডিভাইস ইনস্টল করে ছাড়া হয়েছে।

সৌম্যসুন্দর বলেন, 'একটা পাখিকে এনক্লোজারের বাইরে ছাড়া হলে তার অবস্থা কেমন রয়েছে সেটা ট্র্যাকে রাখা হয়। পাখিটি কোন লোকেশনে রয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে কি না, সেই তথ্য এই ডিভাইজের মাধ্যমে জানা যায়। আশঙ্কাজনকভাবে শকুন কমে যাওয়ার নেপথ্যে কী কী কারণ রয়েছে এবং কীভাবে সংরক্ষণ করা যাবে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে।'

এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ সারেঙ্গী, ন্যাফের সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার।

বাঘের নিরাপত্তায় রেডিও যোগাযোগ

অভিজিৎ ঘোষ

সংস্কার করা হবে রাজাভাতখাওয়ার প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রটিও।

আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর : বাঘের গর্জন শোনার অপেক্ষায় দিন গুনছে বক্সা। জঙ্গলে রাজার আগমন বলে কথা, আয়োজন রাজকীয় না হলে কি হয়! তাই এই মুহূর্তে বক্সার বাঘবনে যেন উৎসবের মেজাজ। চারদিকে সাজোসাজো রব। পরিকাঠামো উন্নয়নে বন দপ্তরের ব্যস্ততা তুঙ্গে। চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে বাঘের নিরাপত্তা।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, বাঘের নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলে রেডিও টাওয়ার বসানো হচ্ছে। জঙ্গলের ব্ল্যাক স্পট, অর্থাৎ যেখানে ওয়াকিটকি দিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না, সেখানে ওই টাওয়ারগুলো বসানোর কাজ চলছে। এছাড়া উন্নতমানের যন্ত্রাংশ কেনা হচ্ছে রেডিও মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য। কেনা হবে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকিটকি। জঙ্গলে যে বনকর্মীরা পাহারা দেবেন তাঁদের সেগুলো দেওয়া হবে।

এছাড়া জঙ্গলে নজরদারির জন্য বক্সায় পাঁচটি কুনকি হাতি আনা হয়েছে। তেমনই ভাড়া নেওয়া হয়েছে সাতটি গাড়ি। প্রয়োজনে আরও গাড়ি ভাড়া নেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়ে ওই গাড়িগুলো যাতায়াত করবে, সেগুলো সংস্কার করা হবে। আগামী এক সপ্তাহ পর থেকে রাস্তা সংস্কার শুরু হবে। টহল দেওয়ার সময় রাস্তার জন্য যেন বাঘের ওপর নজরদারিতে সমস্যা না হয়, সেজন্য এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, জঙ্গলে বন দপ্তরের যে অ্যান্টি পোচিং ওয়াচটাওয়ার রয়েছে, সেগুলো সংস্কার করা হবে। কোন জায়গায় কী প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে এবার কাজ হবে। পাশাপাশি বনকর্মীদের বিভিন্ন কোয়ার্টার্র সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজাভাতখাওয়ায় বন দপ্তরের প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রটিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে চলেছে। বাঘ এলে সেখানে পর্যটকদের ভিড় বাড়বে এবং বন দপ্তর বিভিন্ন কাজে সেটিকে ব্যবহার করবে বলে ওই ভবন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ শেষ করা হবে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষ কর্তার কথা, ‘বক্সায় আবার বাঘের গর্জন শোনা যাবে। এটা কোনও মামুলি বিষয় নয়। তাই বিভিন্ন প্রস্তুতি করতেই হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। টেন্ডার করেই সব কাজ করা হচ্ছে।’

সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে, আগামী ২ অক্টোবর বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে একটি বাঘিনীকে আনা হবে বক্সায়। বাঘিনীকে নিয়ে আসার জন্য বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই বাঘিনীকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাকে এক হেক্টরের একটি বিশেষ জায়গায় রাখা হবে, যাকে বলে ‘সফট-রিলিজ এনক্লোজার’। সেখানে কিছুদিন থেকে বক্সার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে বাঘিনীটি। এরপর তাকে মুক্ত অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বন দপ্তরের কাছে বাঘিনীর নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। সুরক্ষা বজায় রাখতে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বাঘিনীর শরীরে পরানো থাকবে স্যাটেলাইট কলার। জঙ্গলের আনাচকানাচে বসানো হয়েছে উন্নতমানের ট্র্যাপ ক্যামেরা। সব মিলিয়ে বাঘ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে বক্সায়।

আজ টিভিতে

জন্মাষ্টমী স্পেশাল

তারে ধরি ধরি মনে করি
জমজমাট ১ ঘণ্টা সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, দুপুর ১২.৪৫ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৩.৪৫ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.৪৫ ঘাতক, রাত ১০.০০ মিস কল

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.৩০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.৩০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১১.০০ বলো দুগ্গা মাইকি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অমর প্রেম, বেলা ১১.৩০ স্বার্থপর, দুপুর ২.০০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, সন্ধে ৭.৩০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ১০.০০ দেবাঞ্জলি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

জি সিনেমা : বিকেল ৪.২২ রক্ষা বন্ধন, সন্ধে ৬.০৩ গেম চেঞ্জার, রাত ৮.০০ শীলাবতী-দ্য ঘাটি কুইন, ১১.৪৬ জওয়ান

জি বলিউড : সকাল ১০.৫২ খট্টা মিঠা, দুপুর ১.৫৭ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.১০ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, রাত ৮.০০ সীতা অওর গীতা, ১১.৩১ ত্যাগী

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০২ দুশমন, দুপুর ২.০৬ রাজ, বিকেল ৪.৫৬ সাজন চলে সসুরাল, সন্ধে ৭.৫০ ক্ষত্রিয়, রাত ১১.২৩ পাপ কি দুনিয়া

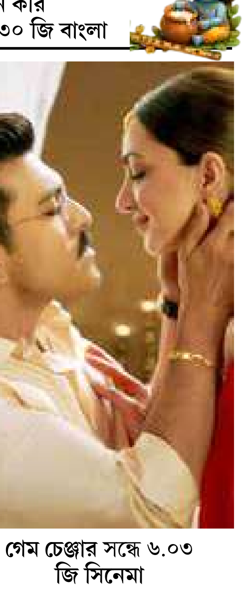

গেম চেঞ্জার সন্ধে ৬.০৩
জি সিনেমা

রাখী পূর্ণিমা
বিকেল ৩.৪৫ জলসা মুভিজ

নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

B.Ed. Admission Notification

Online application Forms will be available from the College Website : www.actrainingcollege.org/online_admission on and from 07/09/2026 to 21/09/2026 for 2 years B.Ed. Course (Session 2026 to 2028). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.

Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : www.actrainingcollege.org/online_admission

Teacher-In-Charge
A. C. Training College
Jalpaiguri

Abridged e-Tender Notice
SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukharjee Road, Hakimpara Siliguri
NIeT No. 02-AEO/SMP/2026-27

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, NIeT is invited by AEO, SMP from the Agencies for some roads repairing work in the different places of Siliguri Mahakuma Parishad. Start Date of Submission of Bid : 05.09.2026 Pre Bid Meeting on : 10.09.2026 at 3.00 P.M. in the 4th Floor SMP Meeting Hall Last Date of submission of Bid : 18.09.2026 as per server clock. All other details will be available from SMP Notice Board and website-**http://tenders.wb.gov.in/**

Sd/- (Manabendra Debnath)
Addl. Executive Officer
Siliguri Mahakuma Parishad

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফানডামেন্টাল রিসার্চ

জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৬-২০২৭
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়ার সায়েন্সে

যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই কার্যক্রমের অনুরূপ জাতীয় মান পরীক্ষা (এনএসই) (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) যেটি ভারতীয় পদার্থবিদ্যা শিক্ষক সমিতি (আইএপিটি)-এর দ্বারা ২০২৬ সালের ২১শে নভেম্বর এবং ২২শে নভেম্বর পরিচালিত হবে, সেই পরীক্ষায় অবশ্যই বসতে হবে। এনএসই-তে যোগ্যতা অর্জন আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৭-এ অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ রূপে গণ্য করা হবে।

যোগদানের জন্যঃ-
এনএসই ঃ **https://www.iapt.org.in** (২১শে অগাস্ট-১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬)
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য : **https://olympiads.hbcse.tifr.res.in, https://www.iapt.org.in**-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 48143/11/0006/2627

চা শিল্পে সিঁদুরে মেঘ

বাগানের কাজে ব্যস্ত মহিলা শ্রমিকরা। নাগরাকাটায়।

ভিনরাজ্যে ‘মরদ’রা, ধাক্কা গুণমানে

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : রোজকার কাজে গরহাজির অন্তত ৪০ শতাংশ পুরুষ শ্রমিক। চা বণিকসভাগুলির দেওয়া তথ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে চা বাগানের চরম সঙ্কট। বাগানের পরিভাষায় ‘মরদ’ অর্থাৎ পুরুষ শ্রমিকদের এই অনুপস্থিতির গেরোয় এখন ভরসা মহিলা শ্রমিকরাই। তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আবার বাগানের বাইরের বাসিন্দা বা বিঘা শ্রমিক। পাহাড়ের পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, কাঁচা পাতা তোলার লোক না মেলায় নষ্ট হচ্ছে ফসল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ওই ‘মরদ’রা এখন বেশি রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। এর জেরে ডুয়ার্স-তরাই, এমনকি পাহাড়ের বাগানগুলিও নিজস্বতা হারাচ্ছে।

চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, ‘গরহাজির শ্রমিকের জায়গায় ঠিকা শ্রমিককে কাজে তো নিতেই হচ্ছে। এদিকে যাঁরা অনুপস্থিত থাকছেন তাঁদের পরিবারের বস্তুগত যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা দিতে বাগানগুলি বাধ্য। ফলে একদিকে খরচ যেমন বাড়ছে অন্যদিকে উৎপাদনের গুণগতমানের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এককথায় এই মুহূর্তে চা বাগানের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই অ্যাবসেন্টিসম-ই।’ ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলছেন, ‘পুরুষ শ্রমিকরা বাইরে চলে যাওয়ায় স্প্রেয়িং-এর কাজ করানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সময়মতো রাসায়নিক স্প্রে না করায় রোগ পোকার তাণ্ডব বাগানগুলিকে শেষ করে দিচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে কাঁচা পাতা তোলার রাউন্ড। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমরা বারবার সহযোগিতা কামনা করে আসছি।’

চা বাগান থেকে মূলত কেরল, দিল্লি, কর্ণাটক, সিকিম, মহারাষ্ট্র বা তামিলনাড়ুতে যাওয়ার প্রবণতাই সবথেকে বেশি। সেখানে কেউ নামী স্যালোঁ, কেউ রিয়েল এস্টেটের নির্মাণ শ্রমিক, কেউ গাড়ি চালক, হোটেল-রেস্তোরাঁ বা গৃহ সহায়কের কাজ খুঁজছেন। নিয়োগকারী এজেন্সিও অনেক সময় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। দৈনিক মজুরি নিদেনপক্ষে ৫০০ টাকা, দক্ষ শ্রমিক হলে ৮০০-১০০০ টাকা। নিজে থিতু হয়ে বাগানের অন্যকেও নিয়ে যাচ্ছেন। জমানো টাকায় জীর্ণ কোয়ার্টারের জায়গায় উঠছে পাকা ছাদের ঘর। কিছু শ্রমিক মহল্লায় ১৮-৪০ বছরের সবাই এখন ভিনরাজ্যে। এমনকী ওমান, দুবাইয়েও পাড়ি দিচ্ছেন অনেকে।

২০২৩ সালের ২ জুন বেঙ্গালুরু থেকে হামসফর এক্সপ্রেসে ফেরার সময় ওড়িশার ভদ্রক ও বালাসোরের মাঝে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন নাগরাকাটা বাগানের ফুটবল লাইনের ১৩ তরুণ। মৃত্যু হয় বছর তিরিশের সাগর খারিয়ার। পরে জানা যায়, ওখানকার বহু ছেলেমেয়েই ভিনরাজ্যে। ডুয়ার্সজুড়ে এখন এমনই চেনা ছবি। যেমন কাঁঠালগুড়ি বাগানের মনোজ মাহালি সিকিমে গিয়েছেন, সঙ্গে তাঁর দুই মেয়েও। শুধু স্ত্রী বাগানে কাজ করেন। ওখানকারই মুন্সি লাইনের অভয় মাহালি ও তাঁর বাবা তামিলনাড়ুর কাপড়ের ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। আমবাড়ি বাগানের নীচ লাইনের কাশ্মীর ওরাওঁ কেরলের হোটেলে কাজ করছেন। আয় বাগানের থেকে অনেক বেশি।

ইনডং চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার রজত দেব বলেন, ‘যে নিখুঁত হাতে স্থায়ী শ্রমিকরা কাঁচা পাতা তোলা বা অন্য কাজ করেন অস্থায়ীদের যে স্কিল রপ্ত করতে অনেক সময় লাগবে বলাই বাহুল্য। ফলে প্রভাব পড়ছে কোয়ালিটির ওপর। প্লাকিং টেবিলের সমতা বজায় থাকছে না প্রায়শই।’

- পুরুষ শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় চা বাগানগুলিতে প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ শতাংশ কর্মীর ঘাটতি
- দক্ষ শ্রমিকের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে রাসায়নিক স্প্রে ও কাঁচা পাতা তোলার কাজ
- অস্থায়ী বা নতুন শ্রমিকদের এই স্কিল রপ্ত করতে অনেক সময় লাগবে বলে মনে করছেন বাগান বিশেষজ্ঞরা

আগাম মরশুম বন্ধের সিদ্ধান্তে সংঘাত

নাগরাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : ভরা শীতে পাতা তোলা আর উৎপাদন বন্ধের সরকারি ফরমান জারি নিয়ে ফের ফুটছে ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বলয়। আর্থিক ক্ষতির অতীত অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে এবার আর আগাম মরশুম বন্ধের সিদ্ধান্ত মুখ বুজে মেনে নিতে নারাজ চা উৎপাদকরা। এই টানাপোড়েনের আবহেই আগামী ১০ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির আঞ্চলিক কার্যালয়ে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের ২২টি চা সংগঠনকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকল টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। বণিকসভা, বটলিফ ফ্যাক্টরি ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে ইতিমধ্যেই লিখিত মতামত তলব করা হয়েছিল, যার সময়সীমা শেষ হয়েছে শুক্রবারেই।

যতদিন পাতা, ততদিন উৎপাদন চালু রাখার দাবি

২০২৪ সালে নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ দিন আগেই, অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর পাতা তোলা বন্ধের তুঘলকি নির্দেশে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিল উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। সেই ধাক্কা সামলে গত বছর বোর্ড কড়াকড়ি না করায় ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সচল রাখা সম্ভব হয়। গত পাঁচ বছরের আবহাওয়ার খতিয়ান তুলে ধরে চাষিদের দাবি, বছরের শেষে ভালো বৃষ্টিপাতের জেরে ডিসেম্বরের শীতেও বাগানে উন্নত মানের কাঁচা পাতা মিলছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘২০২৪ সালে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা সবার জানা। গত বছরের মতোই এবারও কোনও সরকারি বিধিনিষেধ চাপানো চলবে না। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মরশুম চালু রাখা হোক।’

বড় বাগানগুলির সংগঠন আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীও সুর চড়িয়ে বলেন, ‘যতদিন গাছে কাঁচা পাতা মিলবে, ততদিন কারখানা চালু থাকুক। এটাই আমাদের সাফ কথা।’ সুর নরম রাখলেও সাবধানি বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটির মন্তব্য, ‘বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চলছে। বোর্ডের বৈঠকেই যাবতীয় রূপরেখা চূড়ান্ত হবে।’ অন্যদিকে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষের স্পষ্ট বার্তা, ‘বোর্ড এমন সিদ্ধান্ত নিক যা গোটা শিল্পের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়।’

> ২০২৪ সালে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা সবার জানা। গত বছরের মতোই এবারও কোনও সরকারি বিধিনিষেধ চাপানো চলবে না। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মরশুম চালু রাখা হোক।
>
> **বিজয়গোপাল চক্রবর্তী**
> সম্পাদক, জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Hanuman Ansh (H)
(Divotional Drama)
Show time : 12.30, 3.30 & 6.30 p.m
AC theater with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

মায়া মৃগ জন্ম	SHOW TIME 10.30 AM BENGALI (U/A)
TOXIC	SHOW TIME 12.45 PM HINDI (A)
MIRZAPUR THE MOVIE	SHOW TIME 04.05 PM & 7.30 PM HINDI (A)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Rehena Parveen, W/o Sahanur Alam, ঠিকানা 154 নগর চ্যাংরাবান্ধা, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার। আমার জন্ম শংসাপত্রে (B-2017 : 19-00357-000103 dt. 15-06-2017) নাম ভুল থাকায় গত 19/08/26, 1st Class J.M. কোর্ট মেখলিগঞ্জে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Rehena Khatun এর পরিবর্তে Rehena Parveen ঘোষণা করছি। (C/123675)

■ আমার জন্ম শংসাপত্র Reg. No. 3734, Reg. তারিখ 03-11-1997, যেখানে আমার এবং আমার বাবার নাম Abutalab, S/o. Azabuddin নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 20-6-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Abutaleb Mia এবং Abutalab, পিতা : Ajabuddin Mia এবং Azabuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার এবং আমার বাবার সঠিক নাম Abutaleb Mia, S/o Ajabuddin Mia প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : ও পো : সাজের পার ঘোড়ামারা, থানা : পুণ্ডিবাড়ি। জেলা : কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/122671)

ভাড়া

■ Rent 3 BHK flat ground floor, near Khela Ghar More Siliguri. M : 94340-57616. (C/123528)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের opp. e Sunview Apartment 3rd floor (furnished) 2 BHK ভাড়া দেব। 16000 টাকা। ফোন 9232474534. (C/123666)

■ Shop for rent Subhash Pally main road beside Mio Amore Cake Shop. 7908452165. (C/123667)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/123528)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ SIP, SWP, Portfolio Review Dipankar Saha- CFA (ICFAI), 9987814395, AMFI Reg No : 272157. (C/123224)

■ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ড ‘অহনা গোল্ড ঘি’ খান। কোয়ালিটি ও গুণমানে সেরা। খেয়ে ভালো না লাগলে ১০০% মূল্য ফেরত! যোগাযোগ : আলিপুরদুয়ার- (9749827856) শিলিগুড়ি (7364855525). (A/K)

বিক্রয়

■ 3 BHK New Premium Flat for sale at Pradhan Nagar, Siliguri (Price 49 Lakh). Ph :- 9832071221/ 6294513955. (C/123530)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লি ১০ ফিট রোডে আড়াই কাঠা জমির একতলা বাড়ি বিক্রি। M : 9434889392. (C/113896)

■ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন অপোজিট দোয়ারিকা রোকমনি প্লাজা 1st Floor 570 s.f.t. বিক্রয়। 7908792654. (C/123665)

■ জলপাইগুড়ি, নিউটাউন পাড়া আমার ঠিকানায় চারতলায় 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ - 9733463432. (C/123134)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় 3rd ফ্লোর 2 BHK, 1180 SQ. FT গ্যারাজ সহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 8250397953, 8617291845. (C/123529)

চিকিৎসা

ফ্রি পেসমেকার চেক-আপ ক্যাম্প
আগামী ২০ই সেপ্টেম্বর (রবিবার), ২০২৬
DR. P. K. SAHA
হাসপাতাল-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পেসমেকার মেসিন চেক-আপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
যোগাযোগ - 7797863362 / 7602606167

ভর্তি

ONLINE ADMISSION PROCESS
ONLINE ADMISSION PROCESS
(TWO YEARS B.ED. COURSE 2026-2028)

Online admission will be available on 07/09/2026 to 27/09/2026. For details of the Online Admission Procedure, please visit the College Website: **https://www.siliguribedcollege.com**. The filled-in application forms must be submitted online.

Sd/- Principal
SILIGURI B.ED COLLEGE

HELPLINE NUMBERS : 7797502647, 8900284340, 9434887602, 9474382967, 9434042247

কর্মখালি

■ ST. Xavier's School, Sevoke Road, Siliguri requires trained Lady Teachers for English, Physics. Apply with complete Bio Date To Stxaviersschool-slg@yahoo.co.in (C/123526)

■ গৃহশিক্ষা/শিক্ষিকা চাই। ইংরাজি মিডিয়াম, ক্লাস -VI, শহর কোচবিহার। Mob - 9932472697. (C/122674)

■ Tutorial Class Teachers Needed Call 9434097453 Tuition from Nursery Class to class X Madhyamik, (ICSC) and Class XI to XII of the Uchcha Madhyamik of CBSE, ISC & West Bengal (H.S.) Council. (C/123627)

■ গৃহশিক্ষা/শিক্ষিকা চাই। ইংরাজি মিডিয়াম, ক্লাস -II, শহর কোচবিহার। Mob - 9932472697. (C/122675)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেজ (জলপাইগুড়ি)

■ কেদার বদ্রি (২ ধাম) : 01/10, কেরালা 28/10, 18/12, রাজস্থান 17/10, 19/12* অরুণাচল-কাজিরাঙা : 17/10, 13/11, দক্ষিণ ভারত : 03/01/2027, মধ্যপ্রদেশ : 14/02/2027, থাইল্যান্ড 29/10, M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি). (C/123140)

কর্মখালি

■ দিনহাটা দিশান হুণ্ডা শোরুমে রিসিপশন-১ স্থানীয় মহিলা কর্মী এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টেকনিশিয়ান চাই। Mo- 7479012072. (C/122676)

■ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে সবজি ক্ষেতের কাজ জানা লোক চাই। পরিবার সহ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাহিনা আলোচনা সাপেক্ষ। মো : 8617817594. (C/122677)

কর্মখালি

■ Recruitment of special educator having valid RCI certificate and local residential for special needs Children's school nearby Siliguri area. Contact :- 9474585808, 8637309131. (C/123529)

■ শিলিগুড়িতে মার্কেটিং, প্যাকিং, দোকানের জন্য কাজের লোক চাই। বেতন - 5000-12000, M : 9434369512. (C/123531)

Wanted Teacher

Wanted Trained / Experienced Teacher for English, Qualification- M.A Eng B.Ed. & Fluency in English & Hindi is must. Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please)

BRAHMACHARI AUTO
(DEALER - BAJAJ AUTO LTD)

1. GENERAL MANAGER/Branch Managers/Sales DSE- SALES: Alipurduar/Jaigaon/Birpara/CoochBehar/Mathabhanga/Siliguri/Jalpaiguri/ Malbazar/Dhupguri. Experience: Minimum 5-10 years in Commercial Passenger Vehicles, preferably 3W. Key Requirement : Proven leadership, dealer/channel management, sales growth & team-building capabilities.
2. GENERAL MANAGER – WORKSHOP. Experience: Minimum 10 years in 2-Wheeler & 3-Wheeler Workshop Operations Key Requirement: Strong technical knowledge, workshop management, service operations, team leadership & customer satisfaction. Only experienced and meeting mentioned criteria apply

Location: Cooch Behar, West Bengal
Send or WhatsApp your CV / Resume to: arindam.me05@gmail.com
Contact: +91 90460 05969 / 9046199025

কর্মখালি

■ We want a cook for Cafe 9832081670. (C/123672)

■ নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যোমী পুঃ/মহিলাদের দারুণ আয়ের সুযোগ। 7003081407. (K)

■ হোটেলে (লজিং) বয় কাম ওয়েটার চাই, থাকা ও খাবার সুব্যবস্থা আছে। মো: 9832507779. (C/123662)

MOHINI DEVI RUNGTA HOSPITAL
Araria, Bihar
RECRUITMENT STAFF REQUIRED

Applications are invited from qualified and experienced candidates for the following posts:
- Physician/Doctor
- Lady Doctor
- Opthalmologist, Radiologist, GNM/Staff Nurse, ANM, Lab Technician, OT Assistant,

Good salary & excellent working environment.

Contact for Interview: 6299015918 | 9472895346
Email: mdrungta.hospital@rediffmail.com

Mohini Devi Rungta Hospital, Araria, Bihar
Join Us & Serve the Community with Compassion

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফের নোটিশ

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বাড়িতে শনিবার হানা পুলিশের। দুজনকে সোমবার দুপুরে ফের তলব করল শেক্সপিয়ার থানার পুলিশ।

সন্দেশে ছত্রাক

শনিবার ডেকার্স লেনের দোকানগুলিতে হানা পুরসভার খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের। দোকানগুলির গুদামেও তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। সন্দেশে ছত্রাক মেলায় গামলা ভর্তি মিষ্টি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়।

ঝোপে বিদ্যাসাগর

শিক্ষক দিবসে বারুইপুরে ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যান থেকে মূর্তিটি তুলে ফেলে দেওয়া হয়।

সংঘর্ষ

ক্যানিংয়ে আইএসএফ-সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করে শনিবার জীবনতলা প্রতিবাদ মিছিলে নামে দুই শিবির। তখনই সংঘর্ষে আহত দুইপক্ষের ৩০ জন।

ওয়ার্ড-শুনানি

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজো মিটলেই কলকাতা,হাওড়া-সহ রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক পুরসভার পুনর্বিন্যাস করে বাড়ানো হয়েছে ওয়ার্ড সংখ্যা। যা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তরজা সপ্তমে। এসবের মধ্যেই শনিবার থেকে কলকাতার ছোট লালবাড়িতে শুরু হল পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানি পর্ব।

মঙ্গলবার পর্যন্ত সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শুনানি চলবে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে দশজন আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে শুনানি সংক্রান্ত যাবতীয় অভাব, অভিযোগ শোনার জন্য। এই সময়কালের মধ্যে সাধারণ মানুষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ বাকিরাও নিজেদের অভিযোগের কথা জানাতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতার পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, 'আমাদের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে চারদিন সময় দেওয়া হয়েছে। যাঁদের দাবি ও আপত্তি আছে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারেন।'

হাঁড়িভাঙা উৎসবের একটি মুহূর্ত। উত্তর কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষক দিবসে নিয়োগের আশ্বাস ও একগুচ্ছ ঘোষণা শুভেন্দুর

প্রতি জেলায় ২টি সিএম শ্রী বিদ্যালয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার ও আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে একদিকে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ,পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো থেকে শুরু করে, ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে, মোবাইল নিষেধাজ্ঞার মত কঠিন পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে স্কুলগুলিতে দুর্নীতিমুক্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগেও আশার কথা শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও, শুক্রবারই বিদ্যার্থী পরিষদের এক অনুষ্ঠানে আগামী ১ বছরে রাজ্যে আরএসএস পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার করতে নিজেই লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ারও বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষক দিবসে আদর্শ শিক্ষক সম্মান নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী ও দেশপ্রেমের বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই মধ্যে প্রতি জেলায় ২ টি করে কেন্দ্রীয় স্কুলের ধাঁচে সিএম শ্রী বিদ্যালয় করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কেন্দ্রের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অনুসরণে তৈরি হবে এই বিদ্যালয়। এছাড়া, বিদ্যাসাগর ও স্বামী বিবেকানন্দের নামে দুটি মেধাবৃত্তি,উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে সেন্টার অব স্পোর্টস এক্সলেন্স গড়বে রাজ্য।

রাজ্যের ক্ষমতায় বদল হলে নিয়োগ দুর্নীতির কিনারা করে চাকরি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। ৪ মাস কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এদিনও মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক নিয়োগে আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'শিক্ষক নিয়োগ করে দেব। নিশ্চিন্তে থাকুন। সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে করে দেব। কোনও অন্যায় হবে না।' ওবিসি জটে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা কাটার কথা জানালেও, দুর্নীতির শিকার ২৬ হাজার শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ এখনও সেই তিমিরে।

সরকার পোষিত ৮০ হাজার বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯ হাজার স্কুলের পঠনপাঠনের নূন্যতম পরিকাঠামোই নেই। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুত, শৌচালয়ের মত মৌলিক পরিকাঠামো তৈরিতে তার সরকার উদ্যোগ নেবার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, বড় লোকের ছেলে মেয়েরাতো বেসরকারি স্কুলে চলে যাবে। তাদের টাকা আছে। কিন্তু, আমাদের সাধারণ, গরিব, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী পরিবারের ছেলে মেয়েরা যাবে কোথায়? তারা তো সরকারি স্কুলের ওপর নির্ভরশীল। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্বেগকে স্বাগত জানালেও, বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপির মুখে এসব কথা হাস্যকর। সারা দেশে শিক্ষার বেসরকারিকরণে বিজেপিই দায়ী। বামপন্থী শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'শুক্রবার আরএসএসের একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার অঙ্গীকার করলেন, অথচ, রাজ্যে আরএসএস এর বিদ্যাভারতীর মতো স্কুলের জন্য রাজারহাটে সরকারি জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করছেন, একইসঙ্গে আরএসএসের স্কুলের প্রসারে আগামী ১ বছরে রাজ্যে ১ হাজার স্কুল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিচ্ছেন নিজেই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই পক্ষপাত আশাকরা যায় না।'

শিক্ষক দিবসের একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা। শনিবার নিউটাউনে।

পুজোর আগে ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আশ্বস্ত করলেন। নিউটাউনে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ডিএ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সরকার সচেতন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মালহোত্রা কমিটি এই ব্যাপারে সুপারিশ করলেই সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ করবে রাজ্য।

সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর ব্যাপারে আগেই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ'র কিছুটা মিটিয়েছে সরকার। এর পাশাপাশি সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করেছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ সংক্রান্ত মামলার সঙ্গেই রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ডিএ সক্রান্ত মামলারও শুনানি হয়। কিন্তু সে ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট কোনও রায় না দিয়ে তাঁদের দাবি-দাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে তাঁদেরকে মীমাংসার দায়িত্ব দেয়। বর্তমানে বিষয়টি ওই কমিটির বিবেচনাধীন। শিক্ষক দিবসে সরকারি এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ছেন, মালহোত্রা কমিটির সুপারিশ পেলেই এ ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ করবে। তবে একই সঙ্গে তিনি জানান, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটাতে গেলে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা দরকার। সেটা একলপ্তে সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এব্যাপারে কমিশনের সুপারিশ পেলে তা ঝুলিয়ে রাখবে না সরকার। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের মহার্ঘভাতার সঙ্গে প্রায় ৪২ শতাংশ পার্থক্য ছিল, আমরা পুজোর আগে তার ২০ শতাংশ দিয়ে দেব। সপ্তম বেতন কমিশন ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট এলেই কার্যকর করে দেব। এটা অর্থনৈতিক সুরক্ষার বিষয়। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদেরও অর্থনৈতিক সুরক্ষা জরুরি।'

> **সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার সঙ্গে প্রায় ৪২ শতাংশ পার্থক্য ছিল, আমরা পুজোর আগে তার ২০ শতাংশ দিয়ে দেব।**
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০১.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_ এসএনটি_২৬-২৭_১৬_ওটিআর, তারিখ ০১.০৯.২০২৬। কাজের নাম :** মালদা ডিভিসনে নিম্নলিখিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এসঅ্যান্ডটি-র কাজ (ক) জামালপুর-কেইইউ শাখায় মসুদান (এমএসডিএন) স্টেশনে প্রথম এফওবি-র ব্যবস্থা। (খ) মালদা ডিভিসনে বরিয়ারপুর এবং জামালপুর স্টেশনে বিদ্যমান এফওবি অপসারণ সহ কল্যাণপুর রোড, খড়িয়া পীপরা হল্ট এবং ঘোঘী বরিয়ারপুর স্টেশনে প্রথম এফওবি-র ব্যবস্থা। (গ) অবজুগঞ্জ, পাওয়াই, ব্রহ্মস্থান, রামপুর এবং বিন্দুবাসিনী হল্টে এফওবি (৩ মিটার চওড়া)র ব্যবস্থা। (ঘ) বরিয়ারপুর স্টেশনে বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণ। (ঙ) মালদা ডিভিসনের দশরথপুর, কজরা এবং বাকুটী স্টেশনে এফওবি-র ব্যবস্থা। (চ) মালদা ডিভিসনের নাথনগর, আকবরনগর, ধরহরা, অভয়পুর, বনিডাঙ্গা স্টেশনে পুরানো এফওবি-র প্রতিস্থাপন। (ছ) মালদা ডিভিসনে অতিরিক্ত/নতুন এটিভিএম-এর ব্যবস্থা। (জ) মালদা ডিভিসনের ৯টি স্টেশনে বিদ্যমান নন-আরডিএসও ধরনে অগ্নি-নির্ধারক এবং বিপদঘণ্টি (অ্যালার্ম) ব্যবস্থার প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৫১,২৬,৪২২.২২ টাকা। **বায়না অর্থ :** ৫,০২,৫০০ টাকা। **টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড:** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-185/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফেসবুক বিপ্লবী, কটাক্ষ রানার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : সিপিএমের কমরেডদের একাংশের ঠান্ডা ঘরে বসে সমাজমাধ্যমে সক্রিয়তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল আলিমুদ্দিনের অন্দরে। এবার সরাসরি সেই প্রশ্ন তুললেন রাজ্য বিধানসভায় সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান রানা। দলের নেতাকর্মীদের সমাজমাধ্যম ছেড়ে বুথে নেমে সংগঠন মজবুত করার পক্ষে তীব্র সওয়াল করেছেন তিনি। ডোমকলের বিধায়ক সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'বেশি জ্ঞান না দিয়ে নিজের নিজের বুথগুলো দেখুন বিপ্লবী কমরেডরা। নিজেদের বুথে যে আপনি সিপিএম সেটা মানুষ জানে তো? তারপর সমালোচনা করবেন।' সমাজমাধ্যমে বসে বাকিদের নিয়ে নীতিপুলিশি করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরেও দিয়েছেন তিনি। রানা লিখেছেন, 'আমি এবার ভোটে আমার গ্রামে ৩৫০ ভোট লিড দিয়েছি। একদম স্বাভাবিক ভোট হয়েছে।' পরে অবশ্য এই পোস্টটি তিনি মুছেও দেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামেনি।

চলতি বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম শূন্যর গেরো কাটিয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন আন্দোলনে তরুণ মুখদের উপস্থিতিও নজর কাড়ছে। কিন্তু দলের সংগঠনে তার প্রতিফলন ঘটছে কি? সিপিএমের সাংগঠনিক পর্যালোচনাতেও এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। সিপিএমের একাধিক শাখা সংগঠনে তরুণ ও মহিলা সদস্যের সংখ্যাও রীতিমতো উদ্বেগের। এমনকি তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীরও অংশগ্রহণ যথার্থ নয় বলেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই সর্বস্তরের মানুষকে কাছে টানাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আলোচনাও হয়েছে দলের রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে। সংগঠন নিয়ে যে দলের একাংশই গা-ছাড়া মনোভাবে রয়েছেন তা ফুটে উঠেছে রানার পোস্টে। যদিও তাঁর দাবি, এই বক্তব্য দলের বিরুদ্ধে নয়।

দলীয় নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজনৈতিক শিবির বদলের চিন্তাভাবনা করছেন কি না তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও রানার বক্তব্য, 'দলের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি ও রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে এই বক্তব্য সামনে এনেছি। অন্য দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়টি ভিত্তিহীন।'

সক্রিয় এনআইএ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশে বসে এই রাজ্যে 'সুপ্ত নেটওয়ার্ক' তৈরি করছে আল কায়েদা উপমহাদেশের 'দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা' আবু তালহা ওরফে ইক্রামুল হক। সেই শিকড় খুঁজে পেতে নতুন করে সক্রিয় হল এনআইএ। ২০২২ সালে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) একটি মামলার সূত্র ধরে শনিবার দুটি এফআইআর দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাতে মূল অভিযুক্ত ইক্রামুল।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) কর্তৃক **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ, বিজ্ঞাপন বোর্ড (ওওএইচ, আরডিএন- ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল), ওষুধের দোকান, রিটায়ারিং রুম, সেলুন, মোবাইল স্টোর, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক এবং খুচরো বিপণি প্রভৃতি সম্পদের ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

মালদা ডিভিসনে এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ

অকশন ক্যাটালগ নং এসিডব্লুএল-এমএলডিটি-২৩-৯, নিলাম শুরুর তারিখ : ১১.০৯.২০২৬, সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে। **এসইকিউ নং এএ/১, লট নং/বিভাগ : পিএনইউ-এমএলডিটি-জেআরএলই-ডব্লুআরএল-৭১-২৬-১ এবং স্টেশন :** ভাগলপুর।

মালদা ডিভিসনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (ওওএইচ)

অকশন ক্যাটালগ নং এডিভিটি-এমএলডিটি-২৩-৯, নিলাম শুরুর তারিখ : ১১.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং স্টেশন** নিম্নরূপঃ এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএইচ-২৩৯-২৬-১, মালদা টাউন, এএ/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৬-২৬-১, ভাগলপুর।

মালদা ডিভিসনে ওষুধের দোকান

অকশন ক্যাটালগ নং এমআইএসসি-এমইডি-২৩-১, নিলাম শুরুর তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬, দুপুর ১২টা। **এসইকিউ নং এএ/১, লট নং/বিভাগ : এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমইডিএসটিএন-১০৮-২৬-১ এবং স্টেশন :** সাহেবগঞ্জ।

মালদা ডিভিসনে রিটায়ারিং রুম

অকশন ক্যাটালগ নং আরআর-এমএলডিটি-২৬-২৩, নিলাম শুরুর তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬, সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট। **এসইকিউ নং এএ/১, লট নং/বিভাগ : পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-ডব্লুআরএল-৬২-২৬-১ এবং স্টেশন :** সুলতানগঞ্জ।

মালদা ডিভিসনে বিবিধ পরিষেবা

অকশন ক্যাটালগ নং এমআইএসসি-এমএলডিটি-২৩-০৯, নিলাম শুরুর তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বিভাগ ও স্টেশন** নিম্নরূপঃ এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২, ওষুধের দোকান, সুলতানগঞ্জ, এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস- ৫৩-২৫-১, সেলুন পরিষেবা, বড়হরওয়া, এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মোবস্টোর-৪৩-২৫-১, মোবাইল স্টোর, সুলতানগঞ্জ, এসি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-মোবস্টোর- ৫৪-২৫-১, মোবাইল স্টোর, মালদা টাউন, এডি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-পিএসকেএসকে-৩১-২৫-৩, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, সুলতানগঞ্জ, এডি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-পিএসকেএসকে-৩০-২৫-৩, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক, সুলতানগঞ্জ, এই/১, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজিইএন-৮৪-২৬-২, খুচরো বিপণি, জামালপুর, এই/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-২, খুচরো বিপণি, সাহেবগঞ্জ, এই/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন- ৭৯-২৬-২, খুচরো বিপণি, বড়হরওয়া, এই/৪, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি- এসটিজিইএন-৮৫-২৬-২, খুচরো বিপণি, সুলতানগঞ্জ।

মালদা ডিভিসনে বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন- ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল)

অকশন ক্যাটালগ নং এডিভিটি-এমএলডিটি-২৬-০৯, নিলাম শুরুর তারিখ : ১৭.০৯.২০২৬, সকাল ১১টা। **এসইকিউ নং, লট নং এবং বিভাগ ও স্টেশন** নিম্নরূপঃ এএ/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসডি-২২৭-২৬-১, সাহেবগঞ্জ, এবি/১, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২০২-২৬-১, মালদা টাউন, এবি/২, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৬-২৬-১, ভাগলপুর, এবি/৩, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১, ভাগলপুর, এবি/৪, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৩-২৬-১, ভাগলপুর, এবি/৫, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৪-২৬-১, ভাগলপুর, এবি/৬, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৭-২৬-১, ভাগলপুর, এবি/৭, এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩২-২৬-১, ভাগলপুর, এবি/৮, এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২২৯-২৬-১, মালদা টাউন।

সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাদের সম্পূর্ণ বিশদ জানতে এবং উপরোক্ত ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে।

MLD-186/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ক্যামাক স্ট্রিটে স্থিতাবস্থা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের দখল নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই স্থিতাবস্থা জারি করল নিম্ন আদালত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে বিলবোর্ড সরানোর ঘটনার পরে মালিক রমাদেবী গোয়েঙ্কার তরফে বাড়ি খালি করে দিতে বলা হয়েছিল। আইনজীবী মারফত নোটিশও পাঠানো হয়। এর বিরুদ্ধেই নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয়পক্ষকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। আদালতের এই নির্দেশের ফলে আপাতত ওই অফিসের দখল এবং লিজ সংক্রান্ত অধিকার তৃণমূলের হাতেই থাকছে।

মালিকপক্ষের যুক্তি, ২০২০ সালে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তাতে সই করেছিলেন দেবরাজ চক্রবর্তী। তাই ২৫ অগাস্ট আইনি নোটিশের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে বলা হয়েছিল। নিম্ন আদালতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা দায়ের করার এক্তিয়ার নেই তৃণমূল কংগ্রেসের। কালীঘাট তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই সম্পত্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ, জলসংযোগ সহ বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ করলে তারা সমস্যায় পড়বে। নিম্ন আদালত জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আপাতত ওই সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে।

নেতাজির অপমানে পদযাত্রায় বৃদ্ধ

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের কৌতূহলী চোখ। কেউ দেখছেন কাঁধের জাতীয় পতাকা, কেউ বুকে ঝোলানো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবির দিকে। পিঠে বিশাল ব্যাগ। হাতে জলের বোতল। পরনে সাদামাটা পোশাক। বয়সের ভার শরীরে স্পষ্ট, কিন্তু হাঁটার গতি থামেনি। গন্তব্য দার্জিলিংয়ের ম্যাল। সেই যাত্রা শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগরের সমুদ্রতট থেকে। তিনি বজবজের ৬৬ বছর বয়সি অতীন হালদার।

সম্প্রতি নেতাজিকে নিয়ে লাগাতার কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। চাপের মুখে কোচবিহারের নেতার বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। তবে তা যথেষ্ট বলে মনে করছেন না বজবজের বৃদ্ধ। তাই প্রতিবাদে একাই পথে নেমেছেন তিনি। ২৪ অগাস্ট শুরু হওয়া সেই যাত্রায় শনিবার শান্তিপুরে পৌঁছেছেন।

অতীনের কথায় 'বিশ্ববরেণ্য নেতা, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, যিনি স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, সেই মানুষটার প্রতি যে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বাংলাজুড়ে ছোট ছোট প্রতিবাদ হলেও তা সংগঠিত হচ্ছে না। আমি সেই সংগঠিত করার বার্তা নিয়ে যাচ্ছি সাগর থেকে পাহাড়ে।'

চেনা পর্যটনের অচেনা সম্ভাবনা

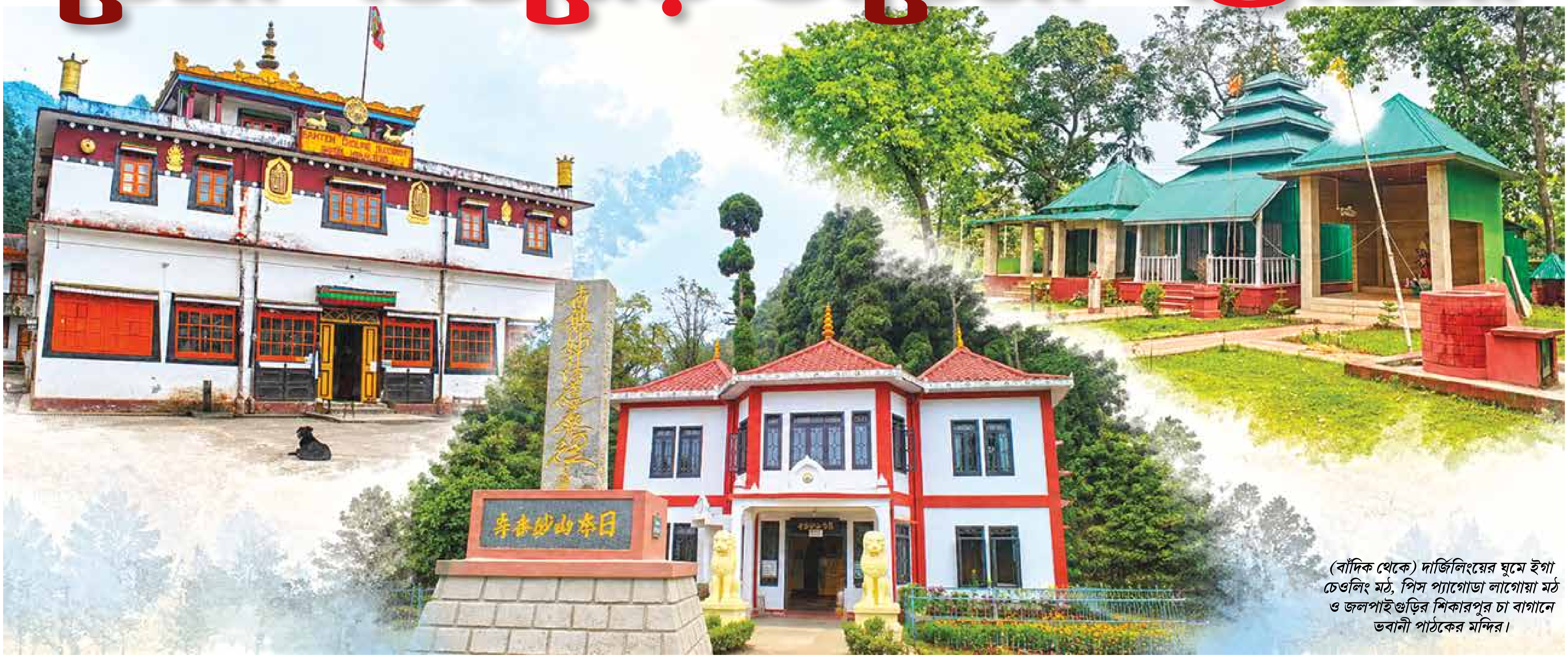

(বাঁদিক থেকে) দার্জিলিংয়ের ঘুমে ইগা চেওলিং মঠ, পিস প্যাগোডা লাগোয়া মঠ ও জলপাইগুড়ির শিকারপুর চা বাগানে ভবানী পাঠকের মন্দির।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানেই পাহাড়, জঙ্গল, চা বাগান আর বন্যপ্রাণ, এমন ধারণা এখনও প্রবল। অথচ এই পরিচিত ছবির আড়ালে ছড়িয়ে রয়েছে বহু অচেনা ইতিহাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, মঠ, মন্দির, লোকবিশ্বাস ও স্মৃতিচিহ্ন। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে জলপাইগুড়ির শিকারপুরে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির স্মৃতি, এই সম্পদগুলিকে পরিকল্পিতভাবে সামনে আনা গেলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনের নতুন দরজা খুলতে পারে। প্রয়োজন শুধু প্রচার নয়, সংরক্ষণ, নির্ভরযোগ্য তথ্য, স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে যুক্ত করে নতুন পর্যটন ভাবনা।

দিশা দেখাতে পারে বৌদ্ধ ঐতিহ্য

শৌভিক রায়

মুখের চামড়ায় বয়সের আঁকিবুকি, শরীর কিছুটা ঝুঁকে গিয়েছে। কিন্তু চোখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয়। ধীর পায়ে জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে বিড়বিড় করে চলছে অনবরত প্রার্থনা। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সেই মন্ত্র নিয়ে আসে শান্তি। নিজের মধ্যে থাকা অপগুণগুলিকে দূর করে বৃদ্ধি করে মানবতা। যিনি সেই প্রার্থনা করছেন, তাঁর মুখের প্রশান্তি বলে দিচ্ছে যে, পরম করুণাময়ের কাছে তিনি সঁপে দিয়েছেন নিজেকে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠে এই চিত্র অত্যন্ত পরিচিত। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে মালদার সমভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের নানা স্মৃতি ও উপাসনাস্থল। অথচ উত্তরবঙ্গের পর্যটন বলতে এখনও মূলত পাহাড়, জঙ্গল, চা বাগান ও বন্যপ্রাণের কথাই মনে আসে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে ঘিরে অন্য ধরনের পর্যটন গড়ে উঠতে পারে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে বৌদ্ধ জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৭ শতাংশ। সিকিমে এই ধর্মের মানুষের সংখ্যা ২৭.৩৯ শতাংশ, অরুণাচলপ্রদেশে ১১.৭৭ শতাংশ, মিজোরামে ৮.৫১ শতাংশে। মহারাষ্ট্রে বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৫.৮১ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ০.৩১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনসংখ্যার বড় অংশ উত্তরাঞ্চলে রয়েছে। ফলে এই অঞ্চলের বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দার্জিলিং পাহাড়ের কথাই ধরা যাক। সেখানে বেড়াতে গিয়ে অবজারভেটরি হিল দেখেননি, এমন পর্যটক কমই পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে এই পাহাড়ে পেমিয়ংচি মঠের সঙ্গে যুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। পরে সেই মঠ ধ্বংস হয় এবং পুনর্নির্মাণও হয়। আজ সেখানে মহাকাল মন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্মৃতিও রয়েছে। এই সহাবস্থান উত্তরবঙ্গের বহুত্বেরও একটি পরিচয়।

ঘুমে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮,০০০ ফুট উচ্চতায় ইগা চেওলিং মঠের কথা অবশ্য কমবেশি সকলেই জানেন। ১৮৫০ সালে নির্মিত এই মঠের বাইরের অংশ তৈরি করেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মঙ্গোলীয় জ্যোতিষী সোকপো শেরাব গ্যাতসো। মঠের প্রধান আকর্ষণ ৪.৫৭ মিটারের মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। এখানে রয়েছে দুর্লভ বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিও। তুলনায় নবীন ডালি মঠও তিব্বতি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৯৭১ সালে থুকসে রিনপোচে এটি নির্মাণ করেন। ১৯৯৩ সালে দলাই লামা এখানে তিনদিন অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ পর্যটন হিসেবে দার্জিলিংয়ের পিস প্যাগোডাও কম যায় না। জাপানি বৌদ্ধ ভিক্ষু নিচিডাতসু ফুজির উদ্যোগে তৈরি এই শান্তি স্তূপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালে, উদ্বোধন হয় ১৯৯২ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংস তাঁকে শান্তি ও অহিংসার বার্তা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফলে এই স্থান শুধু ধর্মীয় পর্যটনের নয়, শান্তির দর্শনেরও আকর্ষণ হতে পারে।

কালিম্পংয়ে রয়েছে থোঙসা মঠ, থারপা চোলিং, দূরবীনদারার জং ডগ পালরি ফোডাং, এগারো মাইলের শাক্য মঠ। লাভার ক্যাগু থেকছেন লিঙ্গ মঠ, মানে লাখাং মন্দির, মিরিকের বোকার

উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানেই পাহাড়, জঙ্গল, চা বাগান ও বন্যপ্রাণ, এমন ধারণা এখনও প্রবল। অথচ এই ভূখণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে বহু বৌদ্ধ মঠ, মন্দির ও ঐতিহাসিক স্মৃতি। দার্জিলিং-কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স, মালদা পর্যন্ত এই ঐতিহ্যকে পরিকল্পিতভাবে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। প্রয়োজন শুধু প্রচার নয়, সংরক্ষণ, নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রশিক্ষিত গাইড এবং থিমভিত্তিক পর্যটন সার্কিট।

নগেদোং চোখোর লিং এবং কার্সিয়াংয়ের মঠগুলিও এই পর্যটন মানচিত্রে জায়গা পেতে পারে। বোকার নগেদোং চোখোর লিং ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে এখনও সক্রিয়।

শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সেও সম্ভাবনা কম নয়। শালুগাড়ার গ্রেট ইন্টারন্যাশনাল তাশি গোমাং স্তূপে রয়েছে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার স্তূপ এবং পাঁচ ধরনের বৌদ্ধ ধর্মীয় স্মারক। তিব্বতি সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে এই মঠের বিকল্প নেই। রাঙ্গাপানির বৌদ্ধ মন্দির, ইয়াম ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি, মাটিগাড়ার সর্বজাতীয় সাম্যে চোইলিং মঠ, প্রধাননগরের দো নাং ছোয়ি খরলিং গুম্ফা, মহানন্দাপাড়ার বুদ্ধ ভারতী মঠ, পঞ্চানৈয়ের ত্রিরত্ন বৌদ্ধ গুম্ফা এবং ডামডিমের শান্তিনিকেতন বোধি সভা, মালবাজার ও জলপাইগুড়ির বৌদ্ধ মন্দির ও মঠগুলিকেও পরিকল্পিতভাবে সামনে আনা যেতে পারে।

ভুললে চলবে না আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর দোলমা লাখাং, তাশি চোলিং গনপা, কালচিনি ও চুয়াপাড়ার বৌদ্ধ উপাসনাস্থলের কথাও। ডুয়ার্সের নানা চা বাগান ও বসতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এই মঠগুলি স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত। ফলে এগুলিকে পৃথক পৃথক দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখার বদলে একটি বৃহত্তর বৌদ্ধ ঐতিহ্য পর্যটন সার্কিটের অংশ করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে শুধু মঠের দরজায় পর্যটক পৌঁছে দিলেই হবে না। সংশ্লিষ্ট জায়গার ইতিহাস, ধর্মীয় তাৎপর্য এবং স্থাপত্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যও পর্যটকের সামনে তুলে ধরতে হবে। স্থানীয় তরুণদের প্রশিক্ষিত গাইড হিসেবে তৈরি করা যেতে পারে। মঠ ও মন্দিরগুলির সঙ্গে স্থানীয় হস্তশিল্প, খাবার ও সংস্কৃতিকেও যুক্ত করা সম্ভব। তাতে পর্যটনের সুফল স্থানীয় মানুষের কাছেও পৌঁছাবে। একইসঙ্গে ধর্মীয় স্থানগুলির পবিত্রতা ও নিজস্ব পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

কোচবিহার, মালদা ও দুই দিনাজপুরে বর্তমানের বড় বৌদ্ধ মঠের সংখ্যা কম হলেও ইতিহাসের সূত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রায়গঞ্জে পাওয়া বৌদ্ধ দেবী তারার প্রস্তরমূর্তি এবং মালদার জগজ্জীবনপুরে নবম শতকের নন্দদীর্ঘিকা-উদ্রঙ্গ মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ জানিয়ে দেয়, একসময় এই ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা ছিল। জগজ্জীবনপুরে পাল সম্রাট মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনও পাওয়া গিয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই মঠ ও স্মৃতিগুলি বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি ও অহিংসার বাণী বহন করে আসছে। ভারতের মতো বহুত্ববাদের দেশে তার তাৎপর্য আলাদা। সেইসঙ্গে পর্যটনের ক্ষেত্রে তাদের যদি আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে লাভ হবে এই রাজ্যেরই। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মঠের প্রচার না করে বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্য, প্রশিক্ষিত গাইড, সংরক্ষণ, পর্যটন পরিকাঠামো এবং আধুনিক প্রচার। পাহাড়, জঙ্গল ও চা বাগানের বাইরে উত্তরবঙ্গের যে আরও একটি মুখ রয়েছে, বৌদ্ধ ঐতিহ্য তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ বিষয়ে তাই নতুন করে কিছু ভাবনাচিন্তা করা যেতেই পারে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

ইতিহাসের নতুন ঠিকানা শিকারপুর

অমিত দে

২০১৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় জলপাইগুড়ির শিকারপুর চা বাগানের ভিতর অবস্থিত ভবানী পাঠকের মন্দির। ২০২২ সালে পুনর্নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হয়। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে আগের রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষ কারিগরদের সুনিপুণ পরিকল্পনায় মন্দিরটির পূর্ব রূপ ফিরে পাওয়া ইতিহাসসন্ধিৎসু ভ্রমণপিপাসুদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। যদিও আজও বৃহত্তর পরিসরে পর্যটকের কাছে এই স্থান, মন্দির ও তার ইতিহাস ততটা অবলোকিত হয়নি।

বেলাকোবার অনতিদূরেই একশো বছরেরও বেশি পুরোনো শিকারপুর চা বাগান। এই বাগানের মাঝেই অবস্থিত দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী মন্দিরটি। স্থানীয় মানুষের মধ্যে যা 'সন্ন্যাসী মন্দির' নামে পরিচিত। মন্দিরটি নির্মাণের বিষয়ে বেশ কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কিছু ইতিহাসবিদের মতে, বৈকুণ্ঠপুর রাজবংশের বংশধর দর্পদেব রায়কত ১৭২৮ থেকে ১৭৯৩ সাল অবধি রাজত্ব করার সময় ভবানী পাঠক নামে এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। রাজা দর্পদেবের উদ্যোগে এই 'সন্ন্যাসী মন্দির'টি নির্মাণ করা হয়। রেমন্ড হিলাইচ নামে এক ইংরেজ স্থপতি মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। আরও পরে ১৮৭১ সালে রাজা যোগেন্দ্রদেব রায়কতের সময়কালে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়।

আবার অন্য কিংবদন্তি অনুসারে, প্রথম রায়কত শিষ্যসিংহ শিকারপুরে তাঁর জমিদারি এলাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। দুর্গ নির্মাণকালে শ্রমিকরা যখন মাটি কাটছিলেন, সেই সময় মাটির নীচে নাকি একজন সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে ছিলেন। সন্ন্যাসীর গায়ে কোদালের কোপে তিনি আহত হন। জায়গার নাম হয় সন্ন্যাসীকাটা। তাঁর স্মৃতিতে তৈরি মন্দিরের নাম হয় সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির।

তবে কিংবদন্তি যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টারের বর্ণনায় ভবানী পাঠকের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ভূমিকায় ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানি সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তার অপ্রতুলতার কথা জানিয়েছিলেন। ১৭৮৭ সালের সরকারি নথিতে ভবানী পাঠককে একজন কুখ্যাত দস্যু নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে তাঁকে ধরতে অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে ভবানী পাঠক নিহত হন এবং তাঁর বহু অনুচর বন্দি হয়। একই নথিতে দেবী চৌধুরানির নামও ভবানী পাঠকের সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দেবী চৌধুরানিকে যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন, তার সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্রের সম্পূর্ণ মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্যই ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানি সম্পর্কে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মিথ। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাসে অবশ্য তাঁদের উপস্থিতি এখনও অমলিন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বজরা সংরক্ষিত আছে, কথিত তা নাকি দেবী চৌধুরানির। যদিও এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। ঐতিহাসিক তথ্য যাই থাকুক, ভবানী পাঠককে মনে রেখেছে রংপুর ও জলপাইগুড়ির মানুষ। বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের পায়রাডাঙ্গা এলাকায় আছে এই ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহে অংশ নেওয়া সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল ভবানী পাঠকের মঠ। ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা করতে কিংবা কৃষকদের দান করতে করলা নদীর দিকে যাওয়ার পথে দেবী চৌধুরানি প্রথমে কালীর আরাধনা করার জন্য একটি মন্দিরে যেতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে গোশালা মোড়ের কাছে অবস্থিত সেই মন্দিরটি বর্তমানে 'দেবী চৌধুরানি কালী মন্দির' নামে পরিচিত।

শিকারপুরের মন্দিরের এক পাশে রয়েছে কালী মন্দির। প্রতি বছর স্থানীয়দের উদ্যোগেই আষাঢ় ও কার্তিক মাসে অমাবস্যায় পুজো হয়, মেলাও বসে। এই মন্দিরে প্রথমে দুটি কাঠের কালীমূর্তি ছিল। কালী মন্দিরের পাশে বৌদ্ধ মন্দিরের প্যাগোডা ধাঁচে কাঠের তৈরি মন্দির। বর্তমানে পুনর্নির্মাণ করা মন্দিরটি কাঠের আদলে হলেও আদতে তা ফাইবার দিয়ে তৈরি। মন্দিরের ভিতরে যে পুরুষ ও নারী মূর্তি রয়েছে, তা ঐতিহাসিকদের মতে শিবপার্বতীর। কিন্তু অনেকেরই দাবি, ওইগুলি আসলে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির। এই মূর্তিগুলি ছাড়াও দুটি কাঠের সন্ন্যাসীর মূর্তি, একটি উপবিষ্ট বাঘ, একটি শিয়াল, দুজন নারী এবং দেশীয়ভাবে তৈরি বন্দুক হাতে দুজন বরকন্দাজের মূর্তি দেখা যায়।

গবেষক উমেশ শর্মার মতে, বাংলার জোতদার ও ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গরিব মানুষের কাছে দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠক দেবতার আসনে বসেছিলেন। তাই বৈকুণ্ঠপুরের মানুষ এই দুই রক্তমাংসের মানুষকে পুজো করে থাকেন। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে জঙ্গল এলাকায় মানুষকে রক্ষা করার কাজে পুলিশ ও বনকর্মীরাও এখানে পেয়েছেন দেবতার মর্যাদা। উমেশ শর্মা তাঁর 'বৈকুণ্ঠপুরের পূজা পার্বণ ও লোকাচারের ধারা' বইটিতে এই মন্দির নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বহুদিন থেকেই শিকারপুর চা বাগানের কর্তৃপক্ষ এই মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। বাগানের শ্রমিক ভোলা ওরাওঁ প্রায় বারো-তেরো বছর ধরে মন্দিরের দেখাশোনা করছেন। তিনিই একপ্রকার

ইতিহাস, কিংবদন্তি ও লোকবিশ্বাসের মিশেলে জলপাইগুড়ির শিকারপুরের ভবানী পাঠকের মন্দিরের আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। ২০১৮ সালের অগ্নিকাণ্ডের পর মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু এখনও বৃহত্তর পর্যটন মানচিত্রে জায়গাটি তেমন পরিচিত নয়। অথচ মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৈকুণ্ঠপুরের ইতিহাস, দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের স্মৃতি, স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, খাবার এবং আশপাশের ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে যুক্ত করা গেলে তৈরি হতে পারে একটি স্বতন্ত্র পর্যটন পরিসর।

স্বশিক্ষিত গাইড। স্থানীয়দের মধ্যে এখনও মন্দিরের অলৌকিকত্ব নিয়ে বিশ্বাস অটুট রয়েছে। রাজ্যের বাইরে এবং বাংলাদেশ, বিশেষত রংপুর থেকেও ভ্রমণপিপাসুরা এখানে এসেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বহু ঐতিহাসিক স্থানের মতো এই মন্দিরটি পর্যটন মানচিত্রে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আজও পায়নি।

পুনর্নির্মাণের পর বাইরের দেওয়ালে মন্দির সম্পর্কিত প্রবাদ, কিংবদন্তি, ইতিহাস প্রভৃতি তথ্য ও ছবির আকারে অঙ্কিত ও লিখিত হয়েছে। দরকার আর একটু প্রচার প্রসার। অনতিদূরেই জলপাইগুড়িতে জাতীয় সড়কের পাশে গোশালা মোড়ে রয়েছে দেবী চৌধুরানির শ্মশানকালী মন্দির, জলপাইগুড়ির ভগ্নপ্রায় রাজবাড়ি, আরেক দিকে রয়েছে বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবী মন্দির, বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, তার মাঝে জাগ্রত বনদুর্গা মন্দির, করলা নদীর উৎসস্থল, সরস্বতীপুর চা বাগানের পাশে মনোরম পরিবেশে নেপাটিয়া সাপ্তাহিক হাট। এই সবকিছুকে নিয়ে এবং আদিবাসী ও স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, খাবার, বিশেষত বেলাকোবার বিখ্যাত চমচম প্রভৃতিকে নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে এক ট্যুরিস্ট হাব ভাবা যেতেই পারে।

মন্দিরের বাইরে তথ্যের পাশাপাশি এমন কিউআর কোড লাগানো যেতে পারে, যা স্ক্যান করলে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ নিজেদের ভাষায় এই জায়গাগুলি সম্পর্কে ভিডিও দেখতে পাবেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারও ২০২৫ সালে সেই রাজ্যের ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানে কিউআর কোডভিত্তিক বহুভাষিক অডিও ট্যুর চালুর উদ্যোগ নিয়েছিল। ৫ থেকে ৭ মিনিটের অডিও বর্ণনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল। এই ধরনের উদ্যোগ উত্তরবঙ্গেও ভাবা যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিত ছবি, তথ্য, তথ্যচিত্র প্রচার করা যেতে পারে।

আমরা কি ধ্বংসের অপেক্ষায় থেকে তারপর এইসব স্থানের গুরুত্ব বুঝে পুনর্নির্মাণে আগ্রহী হব, নাকি এরকম বহু স্থানের প্রকৃত মূল্য বুঝে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব? সরকার প্রশাসনের উদ্যোগই প্রধান। ২০২৬-'২৭ সালের বাজেট সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ১০০টি ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সেন্টার তৈরির পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি ক্যাফেটেরিয়া ও অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক ও লোকসংস্কৃতির স্থানগুলিকে যুক্ত করা গেলে পর্যটনের পরিসর আরও বাড়তে পারে।

শুধু দর্শনীয় স্থান হিসেবে না ভেবে সংস্কৃতি ও ইতিহাস জুড়ে দেওয়া গেলে এই মন্দিরের মতো উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান বৃহত্তর পর্যটন মানচিত্রে অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। ইতিহাসের সঙ্গে লোকবিশ্বাস, স্থানীয় সংস্কৃতি ও খাবারকে যুক্ত করে একটি নির্দিষ্ট পর্যটন পরিসর তৈরি করা গেলে শিকারপুর তার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেডিকেলে শিক্ষক দিবস

গ্যাস জ্বালিয়ে চিকিৎসকদের ভোজসভা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রোগী সুরক্ষার স্বার্থে দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর হাসপাতাল চত্বর থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে অস্থায়ী বাজার। অথচ সেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিতরেই গ্যাস জ্বালিয়ে রীতিমতো ভোজসভার আয়োজন করলেন চিকিৎসকদের একাংশ। শনিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের দেওয়াল ঘেঁষে শতাধিক মানুষের এমন রান্নাবান্না নিয়ে তীব্র শোরগোল পড়েছে।

এদিন শিক্ষক দিবস এবং রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে সদ্য বদলি হওয়া মেডিকেলের প্রাক্তন সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের তিনতলায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেক কাটার পাশাপাশি পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনাও জানানো হয়। অভিযোগ, নেফ্রোলজি বিভাগের চুক্তিভিত্তিক এক চিকিৎসকের উদ্যোগেই এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে মেডিকেলের অধ্যক্ষ, সুপার অফিসের কর্মীদের পাশাপাশি বাইরের কয়েকজন চিকিৎসকও আমন্ত্রিত ছিলেন। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী মিলিয়ে শতাধিক মানুষের দুপুরের খাবারের জন্য ডেকোরেটর ডেকে, গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে বড় বড় কড়াইতে রান্না করা হয়।

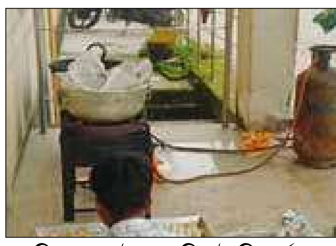
মেডিকেলে এই রান্না নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে বহির্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, এমআরআই, এক্সরে এবং কার্ডিওলজি অন্তর্বিভাগ রয়েছে। এমন একটি সংবেদনশীল জায়গায় কীভাবে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নার অনুমতি দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এই আয়োজনের কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর।

সুপার বলেন, 'শিক্ষক দিবস এবং প্রাক্তন সুপারের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে একটা অনুষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু মেডিকেলের ভিতরে গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করে খাওয়ার বিষয়টি আমার জানা ছিল না। এমন ঘটনা ঘটলে তা অত্যন্ত অন্যায়। এসব মেনে নেওয়া হবে না।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিউরোসার্জন ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, 'আমি উদ্যোক্তা নই, আমন্ত্রিত ছিলাম। তাই রান্নার বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সুপার ও পূর্ত দপ্তরের অনুমতি নিয়েই হয়েছে।'

অন্যদিকে, মূল অভিযুক্ত নেফ্রোলজি বিভাগের ওই চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আগেও এমন একাধিক অভিযোগ উঠেছে। পরিকাঠামোর অভাবের কথা বলে রোগীদের মেডিকেল সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু আগের কর্তারা সেই বিষয়ে আমল দেননি। শনিবারের অনুষ্ঠানে অবশ্য উপস্থিত চিকিৎসকরা ওই নেফ্রোলজিস্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে অভিযুক্ত চিকিৎসককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি তা ধরেননি।

ধসে অবরুদ্ধ রাংবাং নদী, শঙ্কা বিপর্যয়ের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ধসের জেরে মিরিকের রাংবাং নদীতে তৈরি হয়েছে বিশালকার প্রাকৃতিক বাঁধ। আটকে গিয়েছে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ, জমছে বিপুল জলরাশি। এই পরিস্থিতিতে লাগাতার বৃষ্টি হলে এবং জলের চাপ বাড়লে সেই বাঁধ ভেঙে পাহাড় থেকে সমতলে ভয়াবহ হড়পা নেমে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নেপালের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের আবহে এই বড়সড়ো ক্ষতির আশঙ্কায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে শনিবার তড়িঘড়ি জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

মিরিক মহকুমার মিরিক বস্তি-২ এলাকায় রাংবাং নদীর গতিপথে ওই ধস নেমেছে। রাংবাং নদী সরাসরি বালাসন নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে এই প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে গেলে মাটি ও পাথর সহ বিপুল জলরাশি হুহু করে সমতলের দিকে নেমে আসবে। এতে নদীর দু'পাশে থাকা জনবহুল এলাকাগুলিতে প্রবল বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিন পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মিরিকে যান সাংসদ। পাশাপাশি ধসের জেরে মিরিক মহকুমার স্কুলদাঁড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত লবারবোট লোয়ার প্লাজা গ্রামে গিয়ে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক ও বিডিও সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন।

অর্জুন বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বিস্টের। (ইনসেটে) নদীতে প্রাকৃতিক বাঁধ।

এদিকে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে 'অর্জুন বাহিনী ডিজাস্টার টাস্ক ফোর্স'-কে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে সবরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সাংসদ জানান, পুরো বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশদে জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এদিন সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছেন। পরিস্থিতি নিয়ে সামগ্রিক তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছি। ধসের জেরে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা তাঁদের পাশে রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীও সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

এদিকে, বিপর্যয় এড়াতে রাংবাং নদীর পার্শ্ববর্তী আপার দুধিয়া এলাকায় প্রশাসনের তরফে মাইকিং করার কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ তামাং বলেন, 'আপার দুধিয়া এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি ও হোমস্টে রয়েছে। পর্যটকরা সারাবছরই থাকেন। নদীর কাছাকাছি যাঁদের ঘরবাড়ি রয়েছে, তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে নেপালের ভয়াবহ ঘটনার পর কেউই আর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।'

বর্ষায় ভাঙা ঘরে পঠনপাঠন

৮ স্কুলের বকেয়া টেন্ডার আটকে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পরিকাঠামো সংস্কারের জন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু পুরোনো বকেয়া বিল না মেলার ক্ষোভে নতুন করে টেন্ডারে অংশ নিচ্ছে না কোনও ঠিকাদারি সংস্থা। প্রশাসনিক জটিলতা ও ঠিকাদারদের এই টানাপোড়েনের জেরে নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তত ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চরম বেহাল ও বিপদসংকুল ঘরেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে খুদেদের পঠনপাঠন। কোথাও ভাঙা দরজা-জানলা দিয়ে জল ঢুকছে, কোথাও আবার গত বছরের কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ে যাওয়া টিনের চাল আজও মেরামত হয়নি। কোথাও আবার শৌচালয়ে তৈরি হয়েছে সাপের বাসা।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, স্কুলগুলির বেহাল দশা ঘোচাতে ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে স্কুল এডুকেশন ফান্ড থেকে ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই কাজের জন্য নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে গত এক বছরে তিনবার দরপত্র বা টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু কোনও ঠিকাদারি সংস্থাই তাতে অংশ নেয়নি। গত ২৯ জুলাই শেষবার টেন্ডার ডাকা হলেও ছবিটা বদলায়নি। ফলে বর্তমানে গোটা প্রক্রিয়াটিই থমকে রয়েছে।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, ২০২৩-'২৪ সালে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার কাজ হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলের ডাইনিং হল, নতুন ভবন ও মিড-ডে মিলের শেড নির্মাণের কাজ করলেও বহু এজেন্সি এখনও সেই বিলের টাকা পায়নি। পুরোনো বকেয়া না মেলায় নতুন করে আর্থিক ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা।

এদিকে, কাজ আটকে থাকায় সবথেকে বেশি ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের কথায়, বর্ষায় ভাঙা ঘরে ক্লাস করানো রীতিমতো ভয়ের। সকলরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও কাজের টেন্ডারই হয়নি। স্কুলের এক শিক্ষিকা জানালেন, স্কুলে ৫৪ জন পড়ুয়ার রয়েছে। এদিকে, টিনের চাল চুইয়ে জল পড়ছে, শৌচাগারের শেডও ফুটো। বড় মণিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেখানকার এক শিক্ষকের কথায়, 'বারান্দায় জল পড়ছে, ঢালাই উঠে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে পড়ুয়ারা। বৃষ্টি হলেই দুই শ্রেণিকক্ষে জল ঢোকে।'

সকলরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের চালের বেহাল অবস্থা।

গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধানসরা জোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতির জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। এই স্কুলের এক শিক্ষকের আক্ষেপ, 'বছরখানেক আগে কালবৈশাখীতে উড়ে যাওয়া টিনের শেড আজও ঠিক হয়নি, ক্লাসরুমে বেঞ্চও অপর্যাপ্ত।' হাতিঘিসা মহাসিং জোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানাপ্রাচীর নেই। পানীয় জলের একমাত্র টিউবওয়েলটি খারাপ। ভাঙা শৌচাগারে বাসা বেঁধেছে সাপ। এই স্কুলের জন্যও ১.১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে টেন্ডার না হওয়ায় পরিস্থিতি যে তিমিরে ছিল সেখানেই থমকে রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বললেন, 'চতুর্থবার টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।' তবে বিষয়টি নিয়ে নকশালবাড়ি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক চিরঞ্জিত ঘোষকে ফোন করা হলে তিনি বারবার ফোন কেটে দেন। শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারও ফোন ধরেননি।

অন্যদিকে, এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'বিষয়টি জানা রয়েছে। অনেকেই এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন। বিগত সরকারের আমলে কাজ করেও এজেন্সি টাকা পায়নি। আমাদের সময়ে এসব কিছু হবে না। দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে খোঁজখবর নেব। কাজ যাতে দ্রুত শুরু হয় তার ব্যবস্থা করব।'

জলেও কচিকাঁচাদের ভেলকিবাজি।। *কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

ধৃত আরও ১

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম খুনে শনিবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ সোয়েল বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা। শনিবার সোয়েলকে আদালতে তোলা হলে বিচারক আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'সিসিটিভিতে যে বাইকটি দেখা গিয়েছে, সেখানে সোয়েলও ছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।'

চলতি সপ্তাহেই নজরুল খুনের 'মাস্টারমাইন্ড' শিক্ষিকা মিন্নতা বেগম এবং খুনে সাহায্যকারী মোশারফ ওরফে লালাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফলে নজরুল খুনে মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। গত ৮ অগাস্ট স্কুলে যাওয়ার পথে রাজা ভিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নজরুলকে শ্রীকৃষ্ণপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। খুনের প্রাথমিক কারণ হিসেবে মিন্নতার সঙ্গে নজরুলের 'বন্ধুত্ব' এবং লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের বিষয় প্রকাশ্যে এসেছিল।

একই মাঠে দুই ক্লাবের পুজো

পালাবদলেও বাগডোগরায় দ্বন্দ্ব অব্যাহত

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল আমল থেকে বাগডোগরার দুই ক্লাবের মধ্যে দুর্গাপুজোর মাঠ নিয়ে জটিলতা চলছিল। পালাবদলের পর দুই ক্লাবের দায়িত্বে বিজেপি নেতারা চলে আসায় মনে করা হয়েছিল এবার বোধহয় সমস্যা মিটবে। কিন্তু একই মাঠে দুই ক্লাবকে স্কুল শিক্ষা দপ্তর দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়ায় জটিলতা আরও বেড়ে গিয়েছে। বিতর্কের মধ্যেই রবিবার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে খুঁটিপুজো করবে লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং বি-বা-দী নাট্য ও বহুমুখী সংস্থা। মাঠের জায়গা ভাগাভাগি নিয়েও রেষারেষি তুঙ্গে। শেষপর্যন্ত শাসকদলের নেতারা সমস্যা সমাধানে কী পদক্ষেপ করেন, সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি আগে রেলের মাঠে দুর্গাপুজো করত। কিন্তু বছর দুই আগে রেল অনুমতি না দেওয়ায় ওই মাঠে পুজো বন্ধ হয়। বি-বা-দী'র অভিযোগ, তৃণমূল আমলে ক্লাবে প্রভাবশালী নেতা থাকায় লোয়ার বাগডোগরা প্রভাব খাটিয়ে চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে দুর্গাপুজো আয়োজনের অনুমতি আদায় করেছিল। দুই বছর ধরে সেখানেই পুজো করছে তারা।

এদিকে বি-বা-দী চিত্তরঞ্জন প্রাথমিক স্কুলের মাঠে দুর্গাপুজো করলেও তাদের চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের মাঠে পুজো আয়োজনের ইচ্ছে বহুদিনের। বি-বা-দী'র কর্মকর্তা তথা বিজেপি নেতা নিখিল রায় বলেন, 'লোয়ার বাগডোগরা পুজো কমিটির মাথায় তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা প্রবীর রায় থাকায় গায়ের জোরে ওরা পুজোর অনুমতি পায়। আমরা মন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের কাছে যাই। তাঁর তৎপরতায় দুই পুজো কমিটিকে ওই মাঠে পুজো করার অনুমতি দিয়েছেন ডিআই।'

দুই ক্লাব এক মাঠে পুজোর আয়োজন করায় নতুন সমস্যা জায়গা ভাগাভাগি নিয়ে। লোয়ার বাগডোগরার দাবি, তাদের পুজো বিগ বাজেটের। ফলে ৫০ শতাংশ করে জায়গা ভাগ করে নিতে তারা রাজি নয়। তারা ৬০ শতাংশ জায়গার দাবি তুলেছে। লোয়ার বাগডোগরার কর্মকর্তা সুদীপ্ত ঘোষ বলছেন, 'বি-বা-দী'র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে পুজো করলে সমস্যা নেই। আমাদের প্যান্ডেল বড়। বি-বা-দী প্রথমে ৬০ শতাংশ জায়গা ছেড়ে দিতে চাইলেও এখন ৫০ শতাংশ জায়গা দাবি করছে।'

বিজেপি নেতা সজলকান্তি সরকার বলছেন, 'চেষ্টা করছি সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে শান্তিপূর্ণ পুজো আয়োজনের।' নকশাবাড়ি ব্লক-১-এর তৃণমূলের প্রাক্তন সভাধিপতি প্রবীর রায় আর লোয়ার বাগডোগরা পুজো কমিটিতে না থাকায় মন্তব্য করতে চাননি। লোয়ার বাগডোগরার বর্তমান সভাপতি তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি লছমি শর্মা বলেন, 'এখন যদি কেউ না মানে তাহলে অর্ধেক জায়গায় পুজো হবে।'

তিন ঠিকাদারকে শোকজ

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : কাজের বরাত (ওয়ার্ক অর্ডার) পাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও শুরু হয়নি কাজ। এই অভিযোগে এবার কড়া পদক্ষেপ করল চোপড়া ব্লক প্রশাসন। কাজে গড়িমসির অভিযোগে ইতিমধ্যেই তিন ঠিকাদারকে শোকজ করা হয়েছে। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শুরু না করলে বা সন্তোষজনক জবাব না দিলে ওই ঠিকাদারদের ব্ল্যাকলিস্ট করারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'কাজ শুরু না করার কারণে ইতিমধ্যেই তিন ঠিকাদারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে নিয়ম মেনে তাঁদের ব্ল্যাকলিস্ট করা হবে।'

প্রশাসন জানিয়েছে, শোকজের জবাব খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে কাজ শুরুর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তার মধ্যেও কাজ শুরু না হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, আগের সরকারের আমলে পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক বরাদ্দে

বরাত পেয়েও কাজে গড়িমসি

টেন্ডারের মাধ্যমে বেশ ক'টি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা, পেভার্স ব্লকের মতো একাধিক কাজ এখনও শুরু হয়নি। কিছু কাজ আবার মাঝপথে থমকে রয়েছে। সম্প্রতি চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ বিষয়ক কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দীর্ঘদিন কাজ পড়ে থাকায় বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক, সহ সভাপতি ফজলুল হক সহ অর্থ বিষয়ক কমিটির অন্য সদস্যরা।

এদিকে, প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ঠিকাদার মহলে। ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ ফেলে রাখার অভিযোগ মানতে নারাজ ঠিকাদারদের একাংশ। তাঁদের দাবি, টেন্ডারের সময় যে দর ছিল, বর্তমানে নির্মাণসামগ্রী সহ অন্য উপকরণের দাম তার চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। ফলে পুরোনো দরে কাজ করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সেই কারণেই কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। শোকজ প্রসঙ্গে এক ঠিকাদারের বক্তব্য, 'আগামী সোম-মঙ্গলবারের মধ্যে চিঠির উত্তর দেওয়া হবে। কাজ শুরুর জন্য প্রশাসনের কাছে আরও কয়েকদিন সময় চেয়ে আবেদন জানাব।'

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে শনিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল শিক্ষক দিবস। এদিন খড়িবাড়ি, ইসলামপুর ও চোপড়া সহ বিভিন্ন এলাকার স্কুল ও কোচিং সেন্টারগুলিতে নাচ-গান-আবৃত্তির পাশাপাশি সংবর্ধনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমাজ ও ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের অবদান নিয়ে পড়ুয়ারা যেমন আলোচনা করে, তেমনই বদলে যাওয়া সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদর্শ ছাত্র হওয়ার দিশা দেখান শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

খড়িবাড়ি হাইস্কুল, খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়, বাতাসি শ্যামধনজোত হাইস্কুল সহ বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা ফুল ও উপহার দিয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানায়। ইসলামপুরেও শিক্ষক দিবস ঘিরে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিক্ষাগুরুদের জন্য উপহার কেনার পাশাপাশি, এদিন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে শিক্ষকদের তরফেও পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চোপড়াতেও দিনটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কোটগছ হাইস্কুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হাসপাতালে পানীয় জলসংকট

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালের চারটি তলাতেই পরিস্রুত পানীয় জলের ফিল্টার রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সেগুলির একটিও কার্যকর নয়। ফলে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা দীর্ঘদিন ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। মূলত প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুদের চিকিৎসার জন্য পরিচিত এই হাসপাতালে প্রায় দু'বছর ধরে পরিস্রুত পানীয় জলের নলগুলিও বিকল পড়ে রয়েছে।

হাসপাতালেরই এক কর্মীর কথায়, 'প্রায় দু'বছর ধরে জলের নলগুলি খারাপ হয়ে গেছে। যে কারণে আমরাও বাইরে থেকে জল কিনে এনে খেতে বাধ্য হই।' কর্তৃপক্ষ অভিযোগ মানতে চায়নি। ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারী সুপার মর্তুজা আলির কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'জলের নলগুলি ঠিকই রয়েছে।' এরপরই তিনি ফোন কেটে দেন। পরে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

এই হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন তলায় মোট ছয়টি পরিস্রুত পানীয় জলের ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে বড় অক্ষরে 'ড্রিংকিং ওয়াটার' লেখা থাকলেও কোনও নল থেকেই জল পড়ে না বলে অভিযোগ। ফলে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে আনতে হচ্ছে। অভিযোগ, চিকিৎসকদের কক্ষে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

চোপড়ার কাঁঠালবাড়ির বাসিন্দা লক্ষ্মীমণি নিশা বলেন, 'হাসপাতালের ভিতরে নলগুলি দিয়ে জল পড়ে না। দু'দিন ধরে আমার মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। দু'দিন ধরে হাসপাতালে জল না পেয়ে বাইরে থেকে খাবার জল কিনে নিয়ে আসছি।' ক্ষোভ উগরে তাঁর স্বগতোক্তি, 'আমি আমার রোগীকে দেখব না জলের জোগাড় করব!' ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা বাজার এলাকার বাসিন্দা পানবতী পাল বললেন, 'বৌমার সঙ্গে হাসপাতালে আছি। সুযোগ থাকায় আমিই ওকে খাবার জল এনে দিচ্ছি। যদি আমি না থাকতাম তবে কীভাবে জলের জোগাড় হত জানি না। তবে মহিলা বিভাগের বাইরের জলের নলটি যদি সচল থাকত তাহলে অসুবিধা হত না।'

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশিরভাগ রোগীকেই জলের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই চত্বরের বাইরে একটি জলের নল রয়েছে। অনেকে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করেন।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

গণেশ-বাহনে ত্রস্ত লক্ষ্মী, নাজেহাল ব্যবসায়ীরা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বছর তিনেক আগেই কলকাতা পুরসভার কর্তা থেকে ইঞ্জিনিয়াররা শিয়রে ঝুলতে থাকা বিপদের আঁচ পেয়েছিলেন। সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, মাটির নীচে ইঁদুরের তৈরি সুড়ঙ্গের কারণে মহানগরীর ৬০ শতাংশের বেশি ফুটপাথ নীচ থেকে কার্যত ফাঁপা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে ফুটপাথ থেকে নিকাশিনালার কংক্রিট ঢালাইয়ে কাচের গুঁড়ো মেশানো বাধ্যতামূলক করে কলকাতা পুরপ্রশাসন। ফলাফল কতটা মিলেছে, তা আজও জানা যায়নি। হালফিলে ফরাক্কায় রেললাইনে মারাত্মক ধসের পেছনেও ইঁদুরের গর্তকেই দায়ী করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।

আমাদের আশপাশে মুদিখানা থেকে অন্যান্য দোকানে কান পাতলেই শোনা যায় ইঁদুরে কাটার ক্ষতির পরিসংখ্যান। ধূপগুড়ির এক মাঝারি গালামাল ব্যবসায়ীর দেওয়া হিসাবে, দৈনিক গড়ে তিন থেকে চারশো টাকার সামগ্রী নষ্ট করে ইঁদুর। মাসের হিসেবে তা দশ হাজার টাকারও বেশি। গোটা জেলার বাজার ধরলে এই অঙ্কটা শিউরে ওঠার মতো। ধূপগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠন 'ফোসিড'-এর সম্পাদক প্রদীপ পালের কথায়, 'ব্যবসায়ীদের বড় অংশ গণেশের বাহন হিসেবে ইঁদুরের প্রতি ধর্মীয় কারণে দুর্বল। সেজন্য ইঁদুর মারায় সবাই রাজি হন না। তবে ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক। বিস্কুটের প্যাকেট আংশিক কাটলে লোকে পোষ্য কুকুর-বিড়ালের জন্য সস্তায় কেনেন বটে, কিন্তু জামাকাপড় বা প্রসাধন সামগ্রী নষ্ট হলে তা সটান বাতিলের খাতায় যায়।'

একই সুর জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা দিনবাজারের ব্যবসায়ী দিলীপ সাহার গলায়। অভিজ্ঞ এই ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'দোকান চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে কিছুটা রেহাই মেলে, নইলে বড় বিপদ। খাবারের অবশিষ্টাংশ এবং আবর্জনা জমলেই ইঁদুর ডেরা বাঁধে।'

বিজ্ঞান বলে, স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইঁদুরের দাঁত ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কোনও শক্ত বস্তু কেটে সেই দাঁত ক্ষয়ে না নিলে একটা সময়ে নিজের দাঁত নিজের মুখেই বিঁধে ইঁদুরের প্রাণ যায়। সেই কারণেই প্রাণ বাঁচাতে প্রাণপণে জিনিসপত্র কেটে চলে মূষিকবাহিনী। এর চেয়েও চমকপ্রদ তথ্য মেলে বিশেষজ্ঞদের কথায়- ইঁদুর নিজের সন্তান উৎপাদন হার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কোনও কারণে সংখ্যা কমে গেলে এরা নাগাড়ে বংশবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, ফাঁদ হোক বা বিষটোপ- যে কোনও বিপদের বার্তা নিজেদের মধ্যে দ্রুত আদানপ্রদান করতে পারে এরা।

এই পরিস্থিতিতে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথে সাবলীল চলাফেরায় পটু মূষিকবাহিনী নিয়ন্ত্রণে কার্যত হিমসিম খেতে হয় কৃষি দপ্তরকে। জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক বাবলুকুমার সাঁতরার কথায়, 'বাস্তবে এ বড় কঠিন কাজ। দেশে প্রতি বছর ১০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদিত কৃষিপণ্য নষ্ট করে ইঁদুর। বংশবৃদ্ধিতে পটু এবং নিখুঁত নেটওয়ার্ক চালানো এই প্রাণীকে একই কায়দায় বারবার কবজা করা অসম্ভব। একমাত্র পথ এদের খাবারের জোগান বন্ধ রাখা এবং ধারাবাহিক সচেতনতা গড়ে তোলা।'

সরকারি দপ্তরের পুরোনো নথিপত্র রক্ষায় উইপোকার পাশাপাশি ইঁদুরও বড় মাথাব্যথা। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মতো জায়গাগুলিতে যেখানে নথি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, সেখানে লড়াইটা আরও কঠিন। জলপাইগুড়ির জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক হারিস রশিদের কথায়, 'পূর্বসূরিদের কাছে শুনেছি, পুরোনো রেকর্ড ও সরকারি নথি ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচানো মস্ত বড় লড়াই। আমাদের বিভাগ আজও সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।'

স্থায়ী সমাধান কারও জানা নেই। দেবী লক্ষ্মীর বাণিজ্যে তাঁরই সহোদর গণেশের বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান শত্রু। আপাতত ১২৮৪ সালের জার্মানির হ্যামলিনের মতোই ২০২৬ সালেও এক বাঁশিওয়ালার অপেক্ষায় গোটা বাংলার মানুষ।

ফের পুরোনো পেশায় তৃণমূল নেতারা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : একসময় তাঁরা ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা। কারও কথায় বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত, আবার কারও এক ইশারায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন পুলিশ-প্রশাসনের তাবড় আধিকারিকরা। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর এখন একসময়ের শাসকদল তৃণমূলের নেতাদের রুটিন বদলেছে। 'নেতাগিরি'-র বদলে কেউ বেছে নিয়েছেন নিজের পুরোনো পেশাকেই, আবার কেউ গৃহবন্দি হয়ে অবসরের দিন কাটাচ্ছেন।

তৃণমূলের প্রথম সারির দুই নেতা উদয়ন গুহ ও অভিজিৎ দে ভৌমিক বিভিন্ন মামলায় বর্তমানে হাজতবাসে রয়েছেন। অনেকেই গ্রেপ্তারের ভয়ে নিখোঁজ। তবে কিছু নেতা রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পুরোনো পেশায় ফিরেছেন। যেমন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা পার্থপ্রতিম রায়। একাধিক সরকারি পদ সামলেছেন তিনি। পেশায় তিনি ব্রহ্মাণীরচৌকি হাইস্কুলের শিক্ষক। দলের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে বহু বছর স্কুল থেকে দূরে থেকেছেন তিনি। কিন্তু এখন ছবি বদলেছে। তিনি শিক্ষকতায় ফিরেছেন। নিয়মিত স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের পড়াতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। পার্থপ্রতিমের কথায়, 'শিক্ষকতা আমার পেশা। যেহেতু আমি অন্য কোনও সরকারি পদে নেই, তাই শিক্ষকতাতেই ফিরেছি।'

তৃণমূলের আরেক নেতা তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ এখন মন দিয়েছেন তাঁর পেশা ওকালতিতেই। নিয়মিত কোচবিহার আদালতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। কোচবিহার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা এখন অধ্যাপনাতেই মগ্ন।

মাথাভাঙ্গায় নিজেদের পেশায় ফেরা তৃণমূল নেতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তৃণমূল যুবর প্রাক্তন জেলা সভাপতি স্বপন বর্মন জোরপাটকি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। অভিযোগ, শাসকদলের নেতা হওয়ায় তিনি নিয়মিত স্কুলে যেতেন না। তবে এখন তাঁকে স্কুলে দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের মাথাভাঙ্গা শহর ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। তিনিও শিক্ষকতার পেশায় ফিরেছেন। মাথাভাঙ্গা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাবলু বর্মন। রাজনীতি থেকে এখন দূরত্ব বজায় রেখে নিজের পেশাতেই মন দিয়েছেন সাবলু। তুফানগঞ্জের বারকোদালি-২ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন সুভাষ বর্মন। তিনি পেশায় মানসাই হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষক। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আগে তাঁকে স্কুলে যেতে দেখা যেত না। তবে এখন শিক্ষকতা শুরু করেছেন।

> এটা হওয়ারই ছিল। তৃণমূল যেভাবে রাজনীতি করেছে তাতে রাজনীতির মাঠে ওদের একটুকও জায়গা নেই। তাই নিজেদের পেশাই ওদের কাছে একমাত্র বিকল্প।
>
> **সঞ্জয় চক্রবর্তী**
> জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

তৃণমূলের নেতাদের এই পেশায় ফেরার ঘটনাকে সাধুবাদ জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেছেন, 'এটা হওয়ারই ছিল। তৃণমূল যেভাবে রাজনীতি করেছে তাতে রাজনীতির মাঠে ওদের একটুকও জায়গা নেই। তাই নিজেদের পেশাই ওদের কাছে একমাত্র বিকল্প।'

একসময়ের এই দাপুটে নেতারা সক্রিয় হয়ে উঠবেন, নাকি নিজের নিজের পেশাতেই দীর্ঘস্থায়ী হবেন, তা অবশ্য সময়ই বলবে।

কোচবিহারের একটি স্কুলে পড়াচ্ছেন পার্থপ্রতিম রায়। ছবি : জয়দেব দাস

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুজো আসছে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির উদয়ন মজুমদার।

রেস্তোরাঁ সিল, বাজেয়াপ্ত হুক্কা

আক্ষেপের সুর শংকরের কথায়

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ফের শিলিগুড়ি শহরের একটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘর সিল করে দেওয়া হল। এবার ঘটনাস্থল শহরের এসএফ রোড এলাকা। ওই রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ একাধিক খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। সেইসঙ্গে মজুত করে রাখা পাউরুটিতে ছত্রাক পাওয়া গিয়েছে। শনিবার খড়িবাড়ি ব্লকজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানে অনেক অনিয়ম ধরা পড়েছে। এদিন খড়িবাড়ি বাজার ও নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে একাধিক নামী রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানে হানা দিয়ে দোকানিদের নোটিশ ধরানো হয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। এমন পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপের সুর শোনা যায় পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কথায়। নামীদামি দোকান ও রেস্তোরাঁর মালিকদের উদ্দেশ্যে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'শহরে অতি পরিচিত কিছু মানুষ দোকান চালাচ্ছেন। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত রাখেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিজের যে জায়গা রয়েছে, সেটারই ন্যূনতম মান রাখার কাজ করছেন না। বাসি খাবার, রং মেশানো খাবার উদ্ধার হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

এদিন উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শহর সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি মলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শংকরকে বলতে শোনা যায়, 'আইনের শাসন প্রয়োগ করা মানে দোকান ধপাস করে বন্ধ করে দেওয়া নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, আগামীদিনে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। পয়সা দিয়ে আর সবকিছু কিনতে পারবেন না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা চাইছি।'

শনিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার আধিকারিকদের নিয়ে অভিযানে শামিল হন। অভিযান পর্বে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। হাকিমপাড়া এলাকায় প্রথম অভিযান চলে। পরে বিধান রোড এলাকার একটি হোটেলের নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, বহুতলের ছাদে টিনের ছাউনি দিয়ে কনফারেন্স হল তৈরি করা হয়েছে। এ নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে নথি চাওয়া হয়েছে। সবশেষে শহরের এসএফ রোড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পুর কমিশনার বলেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি হুক্কাও মিলেছে। যদিও হুক্কার জন্য কোনও লাইসেন্স নেই। সেসব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে টপ ফ্লোরের বিল্ডিং প্ল্যানও নেই। সেক্ষেত্রে নোটিশ করে হিয়ারিং করা হবে।'

এদিকে, খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, খড়িবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক অদিতি শর্মা ও পুলিশের উপস্থিতিতে এদিন খড়িবাড়ি বাজার ও পানিট্যাঙ্কির বিভিন্ন মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চলে। খড়িবাড়ি বাজারে একটি মিষ্টির দোকানের ফ্রিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া কালাকাঁদ ও মরা মাছি

মাটিগাড়ার অনুষ্ঠানে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের বিগত সরকারের কাজ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

উপভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী। মাটিগাড়ায়।

অন্যদিকে নতুন সরকার আসার পরে জনবহুল জায়গায় ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের সহকারি অধিকর্তা রাহুল দেব।

চলতি সপ্তাতে টাওয়ার থেকে এক তরুণকে নামানোর জন্য পবর্তারোহীর সঙ্গে ওঠা চারজন সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পর্যটনমন্ত্রী মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলাকে নির্দেশ দেন, 'সিভিল ডিফেন্সদের সদস্যদের বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আপনি আলোচনা করুন।'

১২৫ দিনের প্রকল্পে কাজ করেও হতাশা

মজুরি পেতে হন্যে শ্রমিকরা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ১২৫ দিনের প্রকল্পে কাজ করলে ১৪ দিনের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে নির্দিষ্ট সেই সময়ের মধ্যে মজুরি দিতে না পারলে সুদ সমেত তা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু গত দুই মাস ধরে প্রকল্পের কাজ করেও মজুরি পাননি শ্রমিকরা। মজুরি না পেয়ে সরব হয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমার অনেক শ্রমিকই। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একাধিকবার গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। কবে মজুরি দেওয়া হবে, তা জানাতে পারছেন না পঞ্চায়েতের আধিকারিকরাও। অফিসে গিয়ে শ্রমিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, বলছেন পঞ্চায়েত প্রধানরা। চম্পাসারি পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সরকারের কথায়, 'মজুরি না দিলে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে যাবে শ্রমিকদের। কথামতো শ্রমিকদের সুদ সমেত মজুরি মিটিয়ে দেওয়া দরকার।'

যদিও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রকল্পের মজুরির টাকা সরাসরি রাজ্য থেকে অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। এ ব্যাপারে জেলার ভূমিকা নেই। আমরা বিষয়টি রাজ্যে জানিয়েছি।'

শিলিগুড়িতে গত দুই মাসে ১২৫ দিনের প্রকল্পের মোট ৮৮৯৬ দিনের কাজ হয়েছে। তাতে কাজ করেছেন মোট ৪৯৬ জন শ্রমিক। প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে ১২৫ দিনের কাজে আট ঘণ্টা থাকতে হয়। ফাঁকি বন্ধ করতে অনলাইনে কাজের শুরু এবং শেষের ছবি আপলোড করতে হয়। ফলে শ্রমিকদের বিগত দিনের মতো ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা কমে গিয়েছে। ফলে ৩০০ টাকায় সারাদিন কাজ করতে আগ্রহী নন শিলিগুড়ি মহকুমার অনেক শ্রমিকই। বাইরে কাজ করতে গেলে এই সময়ে তাঁরা বেশি মজুরি পেতে পারেন। তবুও অনেকে অন্যত্র কাজে না গিয়ে ১২৫ দিনের কাজ করছেন। তারপরও মজুরি আটকে থাকলে কাজ করার আগ্রহ কমতে থাকবে বলে জানাচ্ছেন অনেক পঞ্চায়েত অফিসার।

- শিলিগুড়িতে গত দুই মাসে ১২৫ দিনের প্রকল্পে মোট ৮৮৯৬ দিনের কাজ হয়েছে
- তাতে কাজ করেছেন মোট ৪৯৬ জন শ্রমিক
- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে মজুরির জন্য একাধিকবার গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে শ্রমিকদের

সামনে দুর্গাপুজো। অনেক পরিবারের মধ্যে আশা থাকে, তাঁরা যাতে পুজোর আগে কাজ করে টাকা জমাতে পারেন, পুজোর দিনগুলিতে ভালো খাওয়াদাওয়া ও নতুন পোশাক পরতে পারেন। কিন্তু ১২৫ দিনের কাজ করেও মজুরি না পাওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেক পঞ্চায়েত প্রধান। অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় একশো দিনের কাজে ফাঁকির অভিযোগ উঠত। সেসময় কাজ না করেও মজুরি পেয়ে যেতেন শ্রমিকদের একাংশ। নেতাদের অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু বিজেপি জমানায় কাজ করেও টাকা না পাওয়ার যে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূলের প্রধানদের অনেকে। পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মহম্মদ শাহিদের বক্তব্য, 'শ্রমিকরা টাকা না পেয়ে প্রায় প্রতিদিনই পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন।'

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলছেন, 'কেন্দ্র ৬০ টাকা দিলে রাজ্য ৪০ টাকা দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর কথা। রাজ্যের আর্থিক সংকট পুরোনো সরকারের আমল থেকে। তারপরও আমরা প্রকল্পগুলি চালু করেছি। আশা করি, সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু মজুরি দেরি হলেও দুর্নীতি করতে দেওয়া যাবে না।'

কমিটি ঘিরে বিতর্ক কংগ্রেসে

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক মাইনরিটি সেলের নতুন কমিটি ঘোষণা ঘিরে দলের অন্দরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শনিবার সদর চোপড়ার দলীয় কার্যালয়ে সংগঠনের কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন মাইনরিটি সেলের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শামিম আখতার এবং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান মজিবর রহমান। সাংগঠনিক আলোচনা শেষে ব্লক মাইনরিটি সেলের সভাপতি হিসেবে মহম্মদ হানিফের নাম ঘোষণা হতেই দলের একাংশ প্রতিবাদে সরব হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা দলের ব্লক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সাকির আলম জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর প্রশ্ন, 'দলের অভ্যন্তরে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই কীভাবে নতুন সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?'

যদিও দলের ব্লক কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি জাকির আবেদিন বলছেন, 'মাইনরিটি সেলের প্রাক্তন সভাপতি কিছুদিন সংগঠনের কাজে সক্রিয় ছিলেন না। তাই পরবর্তীতে নতুন করে মহম্মদ হানিফের নাম প্রস্তাব করা হয়।'

এদিকে ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের বক্তব্য, 'সাকির আলমকে জেলা কমিটিতে জায়গা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই এই পরিবর্তন।'

ব্রাউন সুগার উদ্ধার

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার বাগডোগরার জংলি বাবা মোড়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসওজি ও বাগডোগরা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজন এক পুরুষ ও মহিলাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তাঁদের কথায় অসংগতি মেলে। তল্লাশিতে তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৯৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ঘটনাস্থল থেকেই উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা মহম্মদ এখতারুল শেখ ও কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা নমিতা বর্মন নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক দ্রব্য মালদা থেকে শিলিগুড়িতে পাচারের ছক ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

চার বছর জেল খেটে ছাড়া পেয়েই ফের ব্রাউন সুগারের কারবারে হাত পাকাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এখতারুল। ২০২০ সালে ১ কেজি ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ মাটিগাড়া থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন এখতারুল।

পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সাইবার ক্রাইম উইংয়ের হটস্পট ডেটার তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মনোজ ভগৎ। তিনি উত্তর মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায়শই সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে সম্পর্কিত টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই প্রধাননগর থানার স্বতঃপ্রণোদিত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সাইবার ক্রাইম উইং প্রধাননগর থানা এলাকায় সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত এমন ১১টি অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছে। সেই অ্যাকাউন্টগুলো কাদের তা জানতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অপসারিত

মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লাগাতার শিশুমৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে নড়েচড়ে বসল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। অগাস্ট মাসে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৯টি শিশুর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের জমা দেওয়া তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টের পরেই বড়সড়ো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করল নবান্ন। হাসপাতালের সুপার তথা এমএসভিপি প্রসেনজিৎ বরকে শীর্ষ পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে শিশু বিভাগের প্রধান সুষমা শাহুকেও। মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাস্থ্য ভবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদলের লিখিত নির্দেশিকা এসেছে।'

গ্রাম শুনানি

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : সাপ্তাহিক গ্রাম শুনানির সূচনা উপলক্ষ্যে শনিবার প্রথম জনসংযোগ শিবিরের আয়োজন করা হয় চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুলমা চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

প্রশাসনের পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের ক্ষোভ, সমস্যা ও অভিযোগ সমাধানের জন্য একটি সহজলভ্য মঞ্চ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতি শনিবার মাটিগাড়ার বিভিন্ন গ্রামে—বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে 'সাপ্তাহিক গ্রাম শুনানি' আয়োজিত হবে। শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা, অন্নপূর্ণা যোজনা, তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের সমস্যা মেটানো হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিডিও প্রতিম দাস শর্মা, জয়েন্ট বিডিও প্রশান্ত সোনার এবং ব্লকের আধিকারিকরা।

তার চুরি

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : একাধিক চা বাগানে রাতের অন্ধকারে একের পর এক বিদ্যুতের খুঁটি থেকে তার কেটে নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা ভৈষপিটা এলাকার চার জায়গায় ২৪টি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে তার কেটে নিয়ে চম্পট দেয়। সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি নজরে আসে। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরে। পরে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। চোপড়া বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি চুরি হয়েছে। চা বাগানে সেচের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনায় চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টয়ট্রেনে কোডিং

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে টয়ট্রেনে বসেই কোডিং শেখার সুযোগ পেল পড়ুয়ারা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং গুগল ডেভেলপার গ্রুপস (শিলিগুড়ি)-এর যৌথ উদ্যোগে 'কোড ফর কমিউনিটিজ'-এর আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ ট্রেন সফর কার্সিয়াং স্টেশন থেকে শুরু হয়ে দার্জিলিংয়ে শেষ হয়, যার সূচনা করেন ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী।

বার্ষিক পুনর্মিলন

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সমিতির কলকাতা চ্যাপ্টারের তরফে শনিবার বার্ষিক পুনর্মিলন ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক ফজলুর রহমান। সমিতির প্রয়াত সদস্য বিজ্ঞানী ডঃ বিপুলবিহারী সাহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

সমিতির প্রকাশিত 'স্মৃতির আলোয় প্রাক্তনীরা' শীর্ষক গ্রন্থের মলাট উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সভাপতি ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়।

গ্রেপ্তার তরুণ

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ির চা বাগান এলাকার এক সাত বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক তরুণকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ওই নাবালিকা বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল। পরে সুযোগ বুঝে ওই তরুণ নাবালিকাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে কোনওমতে ওই নাবালিকা বাড়িতে এসে পুরো ঘটনা জানায়। এরপর নির্যাতিতার মা এ নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

মদ পাচারে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : স্কুটারে করে অবৈধভাবে মদ পাচারের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম নিখিলকুমার সাহানি। তিনি রাজেন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে দুই কার্টন মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দধিকাদো খেলা : কাদার ভেতর থেকে পাঁচ ফল নেওয়াকে কেন্দ্র করে মল্লযুদ্ধে মাতলেন তিন বীর। রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে জন্মাষ্টমীর পর দিন শনিবার কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে হল দধিকাদো খেলা। ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান বহু দর্শনার্থী। পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ছবি : জয়দেব দাস

ঐতিহ্যের মাদুরে আধুনিকতার ছোঁয়া চান শিল্পীরা

আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৫ সেপ্টেম্বর : উঠোনের এক কোণে বসে আপন মনে মাদুর বুনছিলেন রুকসোনা। পাশে স্তূপ করে রাখা মোথা ঘাস। ঘাসের গন্ধে মিশে রয়েছে মাটির গন্ধ। আঙুলের নিপুণ ছন্দে একের পর এক ঘাস জুড়ে তৈরি হচ্ছে মাদুর। কাজটা তাঁর কাছে নতুন নয়। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে যে কাজে হাতেখড়ি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সেটাই হয়ে উঠেছে তাঁর সংসার চালানোর প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু আজ মাদুর বুনতে বুনতে চাঁদভিটার রুকসোনা খাতুনের চোখে ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়। যে মাদুর একসময় বাজারে নিয়ে গেলে ক্রেতার অপেক্ষা করতে হত না, এখন সেই মাদুর বিক্রি করতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। বাজার দখল করেছে প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকের সুতোয় তৈরি মাদুর। সমস্যা আরও বাড়িয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। এখনও অনেক কাজ করতে হয় হাতে। নতুন প্রযুক্তি, নকশা কিংবা আধুনিক প্যাকেজিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগও নেই বললেই চলে। ফলে সময়ের সঙ্গে বাজার বদলালেও বদলাতে পারছেন না শিল্পীরা।

সাহাপুর বাজার পেরিয়ে বিপ্রীতের দিকে এগোতেই চোখ আটকে যায় পথের দু'ধারের উঁচু জমিগুলোতে। চড়া রোদে পিঠ পেতে কয়েকজন কৃষক ব্যস্ত আগাছা পরিষ্কারে। কৃষক আশিফ রেজার কথায়, 'এটা মোথা ঘাস, যে অনুর্বর জমিতে ধান-পাট হয় না, সেখানেই এর বাড়বাড়ন্ত। ঘাস পাকার পর শুকিয়ে তৈরি হবে মাদুরের সুতো।'

বাড়ির উঠোনে মাদুর তৈরি করছেন শিল্পীরা। শনিবার চাঁদভিটায়।

এই মোথা ঘাসই যুগ যুগ ধরে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ব্লকের হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজি জুগিয়ে আসছে। গোদাহাট, লালকুড়ি, বেতবাড়ি কিংবা চাঁদভিটার মতো গ্রামগুলোতে ঢুকলেই কানে আসে খটখট শব্দ। দ্রুত হাতে কাঠি চালাতে চালাতে লালকুড়ির নার্গিস বানু বললেন, 'দিনে পাঁচ-ছ'টা মাদুর বুনি। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যান। ছোট মাদুর ৬০, মাঝারি ১১০ আর বড়টা বড়জোর ২২০ টাকা পাই।' তাঁর আক্ষেপ, 'বংশপরম্পরায় এই কাজ করছি, পেশাটা মায়ার মতো জড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আগের মতো পেট চলে না।'

গোতি পঞ্চায়েত সংলগ্ন কাঁচামালের স্থায়ী ঠেক গোদাহাট। সেখানে ঘাসের আঁটি সাজিয়ে বসেছিলেন শ্যামল দাস, জাফর আলিরা। শ্যামলের কথায়, 'এলাকার বহু জমি অনুর্বর হওয়ায় কম খরচে এই ঘাস ফলিয়ে ঘরে ঘরে গড়ে উঠেছিল কুটিরশিল্প। ঘরের মেয়েদের নিখুঁত হাতের কাজে একসময় এই মাদুরের কদর ছিল বাংলাজুড়ে।'

এই শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন বাজার। হাতে তৈরি মাদুরের পিছনে যে সময় ও শ্রম দিতে হয়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাম পাওয়া যায় না। তবে শিল্পীরা এখনও হাল ছাড়তে নারাজ। তাঁদের বিশ্বাস, একটু সরকারি সহায়তা পেলেই ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই শিল্প। আধুনিক যন্ত্রপাতি, নতুন প্রযুক্তি ও নকশা তৈরির প্রশিক্ষণ, উন্নত মানের মাদুর তৈরির ব্যবস্থা হলে বাজারে ফের জায়গা করে নেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি স্থানীয় হাটের গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতা সহ বড় শহরের বাজারে মাদুর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করারও দাবি তাঁদের। প্রবীণ সহরাব আলির স্পষ্ট বক্তব্য, 'সরকার যদি নতুন ডিজাইন শেখার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা না করে, তবে আগামীদিনে আমাদের পথে বসতে হবে।'

যদিও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের বক্তব্য, 'এলাকায় কত মাদুরশিল্পী এই পেশার সঙ্গে জড়িত, তার তালিকা তৈরি করে আর্থিক সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে।'

ভারতীয় আকাশে অদ্ভুত বৈপরীত্য

বড় শহরে বিমান জট, ছোট শহরে ফাঁকা রানওয়ে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : একদিকে মুম্বই, দিল্লি বা বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরের বিমানবন্দরে পা ফেলার জায়গা নেই, প্রতিটা স্লট পাওয়ার জন্য বিমান সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যত যুদ্ধ চলছে। অন্যদিকে, জনগণের করের কোটি কোটি টাকায় তৈরি দেশের প্রান্তিক শহরের টার্মিনাল আর রানওয়েগুলো খাঁ খাঁ করছে, মাসের পর মাস ধরে অপেক্ষা করছে কবে সেখানে একটা বিমান এসে চাকা ছোঁবে। ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের গতিপ্রকৃতি এখন এমনই চরম বৈপরীত্যে ভরা এক অদ্ভুত রূপ নিয়েছে। একদিকে বড় শহরের দমবন্ধ করা ভিড়, আর অন্যদিকে ছোট শহরের ফাঁকা রানওয়েতে নিস্তব্ধতা।

গত এক দশকে দেশে বিমানবন্দর তৈরির গতি সত্যিই চোখে পড়ার মতো। ২০১৪ সালে ভারতে কার্যকর বিমানবন্দর ছিল মাত্র ৭৪টি, যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬-তে। এখানেই থেমে থাকা নয়, আগামী দশ বছরে আরও ১০০টি নতুন বিমানবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের, যার জন্য প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩৫-৩৬ অর্থবর্ষের জন্য ঘোষিত সংশোধিত 'উড়ান' প্রকল্পে প্রায় ২৮,৮৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, যার আওতায় ১০০টি নতুন বিমানবন্দর এবং ২০০টি আধুনিক হেলিপ্যাড তৈরির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরের যাত্রীসংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৩৪ কোটি যাত্রী যাতায়াত করেছেন, আর আন্তর্জাতিক যাত্রীসংখ্যা পৌঁছেছে আট কোটির ঘরে।

কিন্তু আসল সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে দেশের মেট্রো শহরগুলোতে। গত অর্থবর্ষে দিল্লি বিমানবন্দর একাই সামলেছে প্রায় ৭ কোটি ৮৭ লক্ষ যাত্রী, আর মুম্বইয়ে এই সংখ্যাটা ছিল ৫ কোটি ৫৩ লক্ষের বেশি। বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদেও যাত্রীদের চাপ বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। বিশেষ করে মুম্বইয়ের মতো ব্যস্ত শহরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিমান সংস্থাগুলো নতুন কোনও ফ্লাইট চালু করার মতো রানওয়ের খালি সময় বা স্লট খুঁজে পাচ্ছে না। এই তীব্র সঙ্কট সামাল দিতে মুম্বইয়ে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন নভি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যা গত বছরের ডিসেম্বরেই বাণিজ্যিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে।

ঠিক এই জায়গাতেই দেশের উড়ান ব্যবস্থার সবচেয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায়। কারণ, শুধু ঝাঁ-চকচকে টার্মিনাল আর রানওয়ে তৈরি করে ফেলাই কিন্তু আসল কাজ নয়। সেখানে যদি নিয়মিত বিমানই না ওড়ে, তবে জনগণের বিপুল অর্থে তৈরি সেই পরিকাঠামো স্রেফ একটা দামি প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না। কেন্দ্রের আঞ্চলিক উড়ান যোগাযোগ প্রকল্পের হাত ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন রুট চালু করা হলেও, বাস্তবের চিত্রটি বেশ করুণ। গত বছরের শেষ দিকের হিসেব অনুযায়ী, এই প্রকল্পের অধীনে নতুন করে তৈরি বা পুনরুজ্জীবিত করা কোচবিহার সহ ১৫টি বিমানবন্দর কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কালাবুরাগি, হুবলি, মাইসুরু কিংবা বেলাগাভির মতো আঞ্চলিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা এক ধাক্কায় ৬০ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, যে পরিকাঠামো সাধারণ মানুষের সেভাবে কোনও কাজেই লাগছে না, সেখানে দিনের পর দিন কেন বিপুল সরকারি অর্থ ঢালা হচ্ছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা বিমানবন্দর তখনই সফল হতে পারে, যখন তার চারপাশে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি হয়। বিমান সংস্থাগুলির আগ্রহ, পর্যটকদের যাতায়াত, নিরবচ্ছিন্ন সড়ক ও রেল যোগাযোগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া কোনও বিমানবন্দর একা চলতে পারে না। তাই আগামী দিনে বিমান ক্ষেত্রের সাফল্য কেবল ক'টা নতুন টার্মিনালের ফিতে কাটা হলো, তা দিয়ে মাপা একেবারেই উচিত হবে না। আসল মাপকাঠি হওয়া উচিত, সেই রানওয়ে দিয়ে দিনে ক'টি বিমান উড়ছে, কতজন মানুষ যাতায়াত করছেন এবং তৈরি হওয়া পরিকাঠামো আদৌ দেশের অর্থনীতিতে গতি আনতে পারছে কি না। নতুবা মেট্রো শহরের টার্মিনালগুলোয় উপচে পড়া ভিড় বাড়বে, আর প্রান্তিক ভারতের দামি রানওয়েগুলো স্রেফ হাওয়া খেয়ে পড়ে থাকবে।

শ্রীরাম কলেজ যাওয়ার পথে দিল্লির মেট্রোয় কচিকাঁচাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার।

তরুণদের সামনে মোদির 'সত্যের গর্জন'

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজধানী তথা দেশের অন্যতম অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সে ১৩ বছর আগে হাতে একটি অর্ধপূর্ণ জলের গ্লাস নিয়ে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আশা-নিরাশার তিনটি পাঠ দিয়েছিলেন। তৎকালীন ইউপিএ সরকারকে বিঁধে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, আশা-আকাঙ্ক্ষার ডানায় ভর করে তিনি ভারতে সংকল্পের শক্ত জমি তৈরি করতে মরিয়া।

১৩ বছর পর শনিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সের পুরোনো মঞ্চে ফিরে এসে আশা-নিরাশার সেই পুরোনো অধ্যায় আবার তুলে ধরলেন দেশের জেন জেডের সামনে। কলেজ পড়ুয়াদের সামনে বিরোধী, সমালোচকদের বিঁধে মোদি জোর গলায় দাবি করলেন, 'সত্যের গর্জনের সামনে মিথ্যার প্রতিধ্বনি টিকতে পারবে না। নতুন ভারতের সামনে মিথ্যার প্রতিধ্বনি টিকবে না।' শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যায় শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্সের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানমঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের নাম না তীব্র আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, 'নেতিবাচকদের কাছে গ্লাস অর্ধেক ফাঁকাই থাকবে। ১৪০ কোটি ভারতীয়র আশীর্বাদে দেশকে বিকশিত বানাব। আত্মনির্ভর ভারতও গড়ব।'

লালকেল্লায় ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে মোদি যে দিমাগী নকশাল মন্তব্য করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক এখনও থামেনি। শ্রীরাম কলেজের পড়ুয়াদের সামনে সেই প্রসঙ্গে ফের শান দিয়ে মোদির খোঁচা, 'লালকেল্লা থেকে একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিলাম। সেই ওষুধের নাম ছিল দিমাগী নকশাল। যেই ওই ডোজ দিলাম, সব দিমাগী নকশাল

> সত্যের গর্জনের সামনে মিথ্যার প্রতিধ্বনি টিকতে পারবে না। নতুন ভারতের সামনে মিথ্যার প্রতিধ্বনি টিকবে না।
>
> নরেন্দ্র মোদি

বেরিয়ে এসেছে। দেশের জনতা ওঁদের আসল রং দেখছে।' বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর তির, 'যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁরা সর্বদা একটাই প্রশ্ন করেন-'এসবের কি দরকার ছিল, কেন এমনটা করলেন। নতুন সংসদ ভবন করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।' দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে সমালোচনা করার জন্যও বিরোধীদের কড়া ভাষায় বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'যাঁরা একসময় ভারতকে ভঙ্গুর অর্থনীতির তালিকায় ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন, তাঁরা আজ ভারতের বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসাকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু কিছু লোকের সমালোচনা করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। কিছু লোকের ছটফটানিও বেড়েছে।' মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিরও প্রশংসা করেন তিনি।

বিরোধীদের মোদির তোপ, 'যাঁরা ২০১৩ সালে ভারতকে নিরাশার চোখে দেখতেন, তাঁরা আজও ভারতের উন্নয়নকে একই চশমায় দেখছেন এবং তাদের কাছে ভারতের অগ্রগতি সবসময় অসম্পূর্ণই মনে হবে। এই বক্তব্যকে নিজের ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি। মোদি জানান, দেশ ইতিবাচক এবং প্রগতিশীল মানসিকতা চলছে। এদিন শ্রীরাম কলেজে যাওয়ার আগে মেট্রোয় চড়ে সাধারণ যাত্রীদের ভিড়ে মিশে যান প্রধানমন্ত্রী। অপরদিকে শিক্ষক দিবসের একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক, মানবিক ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার বার্তা দেন। এদিকে কংগ্রেসের খোঁচা, মোদি জমানায় ৯৪ হাজার স্কুল বন্ধ হয়েছে। অথচ ২৯০টি নতুন বিজেপি অফিস তৈরি হয়েছে।

কাশ্মীরে ৩ হামলার মাস্টারমাইন্ড

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের বদগামে পুলিশ ও সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযানে খতম লস্কর-ই-তৈবার পাকিস্তানি কমান্ডার ইয়াসির। ভূস্বর্গে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও ধারাবাহিক রক্তক্ষয়ী হামলার নেপথ্যে ছিল এই পাক জঙ্গি। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকেই উপত্যকাকে রক্তাক্ত করছিল এই লস্কর কমান্ডার। ওই বছর তিনটি বড় জঙ্গি হামলার মূল চালিকাশক্তি ছিল ইয়াসির। পুঞ্চে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কনভয়ে অতর্কিত হামলা (১ জওয়ান শহিদ ও ৪ জন আহত), সোনমার্গে নির্মাণকর্মীদের ওপর হামলা (৭ জনের মৃত্যু) এবং বোটা পথরিতে সেনার ওপর আক্রমণে (২ জওয়ান ও ২ অসামরিক কুলির মৃত্যু) হাত ছিল ইয়াসিরের। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায় পাথর ও গুহার আড়ালে আর কোনও দুষ্কৃতীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

'বালোচ' হামলায় হত ২৫ পাক সেনা

ইসলামাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র প্রাণঘাতী হামলায় ২৫ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হল। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন সেনা আধিকারিক। শুক্রবার হামলার দাবি জানিয়ে বিএলএ জানিয়েছে, তাদের ফাতে স্কোয়াড জিয়ারাট ক্রসে দুটি গাড়িকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। হামলার চাঞ্চল্যকর দিক হল বিএলএ-র মিডিয়া উইং 'হাক্কাল' দ্বারা প্রকাশিত একটি উচ্চমানের সিনেম্যাটিক ভিডিও। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পাক সামরিক বাহিনীকে সরাসরি বার্তা দিতে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, মানবাধিকার সংস্থা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নজর কাড়তে ভিডিওটি করা হয়েছে বালোচি, উর্দু ও হিন্দিতে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছোতে ভিডিও-য় বাংলা সহ ভিন্ন ভাষার সাব টাইটেলও ব্যবহার করা হয়েছে। ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কয়েকজন সাংবাদিক। তা ভাইরাল হয়েছে।

জট কাটাতে বৈঠকে

চেন্নাই, ৫ সেপ্টেম্বর : আগামী লোকসভা ভোটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়কে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা নিয়ে যে জল্পনা চলছে তা নিয়ে কংগ্রেসের মানভঞ্জনে উদ্যোগী হল টিভিকে। সূত্রের খবর, ৯ সেপ্টেম্বর শরিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসবেন টিভিকে শীর্ষনেতৃত্ব। কংগ্রেসকে ডাকা নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া না গেলেও সিপিএম, সিপিআই, এমডিএমকে-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মন্ত্রী আধব অর্জুন, রাজ মোহন এবং আর নির্মল কুমার।

রাষ্ট্রসংঘের ভোটাভুটিতে পক্ষ নিল ভারতও

বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর ম্যাপ

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : পাঁচশো বছর ধরে ব্যবহৃত 'মার্কেটর' মানচিত্রের দিন ফুরোল। অবশেষে বিশ্বের প্রকৃত ভৌগোলিক আয়তন তুলে ধরতে 'ইকুয়াল আর্থ' নামের নতুন বিশ্ব মানচিত্র গ্রহণের ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাশ করল রাষ্ট্রসংঘ।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টোগোর পেশ করা 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ' প্রস্তাবে ভারত, ফ্রান্স ও ব্রিটেন সহ ১৬৪টি সদস্য রাষ্ট্র নতুন মানচিত্রের সপক্ষে ভোট দিয়েছে। বিপক্ষে ভোট দেওয়া একমাত্র ব্যতিক্রমী দেশ আমেরিকা এবং অন্য ছ'টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটির এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে মার্কিন প্রতিনিধি ইয়ারিনা ফেরেনসেভিচ বলেন, 'আসল আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির সমস্যা বাদ দিয়ে এই সাধারণ সভা যোড়শ শতকের মানচিত্র নিয়ে অনাবশ্যক বিতর্ক করছে।' পালটা টোগোর বিদেশমন্ত্রী রবার্ট ডুসি বলেন, 'মানচিত্র কখনও নিরপেক্ষ নয়; এটা

- রাষ্ট্রসংঘে 'ইকুয়াল আর্থ' নামের নতুন বিশ্ব মানচিত্র পাশ
- ভারত সহ ১৬৪টি দেশ নতুন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে
- একমাত্র আমেরিকা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে
- নতুন মানচিত্রে আফ্রিকার প্রকৃত আয়তন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।' ফরাসি বিদেশমন্ত্রী জঁ-নোয়েল বারো এই সংস্কারকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'মানচিত্র বদলালেই পৃথিবী বদলে যায় না, তবে ভুল সংশোধন করাটাও সত্যের এক বড় প্রকাশ।'

প্রথাগত মার্কেটর মানচিত্রে গ্রিনল্যান্ড ও আফ্রিকাকে প্রায় সমআয়তনের দেখাত। নতুন 'ইকুয়াল আর্থ' প্রক্ষেপণ বা নকশায় বিষুবরেখাবর্তী আফ্রিকা মহাদেশের প্রকৃত বিশাল আয়তন নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাস্তবে আফ্রিকা গ্রিনল্যান্ডের চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বড়।

১৫৬৯ সালে ফ্লেমিশ মানচিত্রবিদ জেরার্ডাস মার্কেটর সমুদ্রযাত্রার সুবিধার্থে পুরোনো নকশাটি বানিয়েছিলেন। ত্রিমাত্রিক পৃথিবীর উপরিভাগ দ্বিমাত্রিক কাগজে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নিরক্ষরেখার অঞ্চলগুলি ছোট এবং মেরুর কাছাকাছি ইউরোপ ও আমেরিকার ভূখণ্ড কৃত্রিমভাবে বড় দেখাত। এই অসংগতি দূর করতে ২০১৮ সালে বোয়ান সাভরিচ ও তাঁর সহযোগী মানচিত্রবিদেরা 'ইকুয়াল আর্থ' প্রক্ষেপণ (নকশা) তৈরি করেন, যাতে দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়ার প্রকৃত আয়তনও ফুটে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই প্রস্তাব বাধ্যতামূলক না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থায় এখন এই নতুন নকশার ব্যবহার শুরু হতে চলেছে।

প্লাবনে ভেসেছে বাড়ি। শনিবার পাটনায়।

সরকারি জমিতে 'অবৈধ' মসজিদ ভাঙায় উত্তেজনা

সাহারানপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশে সাহারানপুরের জেলাশাসকের দপ্তর চত্বরের বেআইনি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। আর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘরবন্দি হতে হল সাংসদ ইকরা হাসানকে।

বজরং দলের প্রাক্তন আহ্বায়ক বিকাশ ত্যাগী ওই জমি সরকারি এবং সেখানে বেআইনি নির্মাণ ও বাণিজ্যিক কাজ চলছে বলে নালিশ জানান। গত ১৬ জুলাই নগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এটিকে বেআইনি ঘোষণা করে উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় এবং ৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা জরিমানা চাপায়। রায়কে চ্যালেঞ্জ করে জেলা জজের আদালতে যায় মসজিদপক্ষ। তবে ৪ সেপ্টেম্বর জজের আদালত আবেদন খারিজ করে পূর্বের নির্দেশ বহাল রাখায় চূড়ান্ত পদক্ষেপ করে প্রশাসন।

শনিবার ভোরে পে-লোডার ও বুলডোজার নিয়ে পুলিশ, পিএসি এবং র‍্যাফ বাহিনীর ঘেরাটোপে জেলাশাসকের দপ্তরে ভাঙার কাজ শুরু করে প্রশাসন। সকাল আটটার মধ্যে পুরো কাঠামোটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দপ্তরের পাঁচটি ফটকই সিল করে দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে, এই উচ্ছেদ অভিযান ঠেকাতে রওনা হওয়ার সময় কৈরানার সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ইকরা হাসানকে কড়া পাহারায় গৃহবন্দি করা হয়।

এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে বসপা প্রধান মায়াবতী অবিলম্বে উচ্ছেদ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। উচ্ছেদ ঠেকাতে বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ সাংসদ ইকরা হাসান বলেন, 'গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিরা মানুষের আওয়াজ তোলার জন্যই নির্বাচিত হন।

প্রতিবাদ অখিলেশ, মায়াবতী, ওয়াইসির

আমাকে আটকে সেই কণ্ঠরোধ করা যাবে না।' মসজিদ ভাঙার তীব্র নিন্দা করে সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সেই কাজে রাজ্যের বিজেপি সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ।'

মসজিদ ভাঙার তীব্র নিন্দা করে এআইএমআইএম নেতা তথা হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, '১৯১১ সালের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ও আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করা হয়েছে। আইনি সুরক্ষা ছাড়া এভাবে উপাসনালয় ভাঙা যায় না।'

সুভাষ চন্দ্রের নামে অবশেষে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিশাল অঙ্কের আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তথা জি-এর প্রতিষ্ঠাতা ও এসেল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করল সিবিআই। সুভাষ চন্দ্র, তাঁর এসেল গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কয়েকটি কোম্পানি এবং সেই সব কোম্পানির অধিকর্তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের হয়েছে। আর্থিক প্রতারণার পরিমাণ ১,৩২২ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন হাউসিং ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর কাছ থেকে ৯৮০ কোটি ঋণ নেওয়া হয়েছিল। ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেয় বসন্ত সাগর প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড ও প্যান ইন্ডিয়া ইনফ্রা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৮০ কোটি টাকা ঋণ নেয় আরও দুটি কোম্পানি। ঋণগ্রহীতারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় আসল, সুদ, জরিমানা মিলিয়ে মোট পাওনা দাঁড়ায় ১,৩২২ কোটি টাকা।

ব্রিকসের আগে কাঁটা বৃষ্টি

বিশেষ সংবাদদাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে বসতে চলেছে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির মাঝে টানা দু'দিনের অঝোর বৃষ্টিতে থই থই নয়াদিল্লি। ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হাই-প্রোফাইল এলাকা লুটিয়েন্স দিল্লি কিংবা যমুনাপার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। ব্রিকস শুরুর আট দিন আগে দিল্লির পরিকাঠামো ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল।

ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টার্মিনাল ২ এবং ৩-এর সংযোগকারী চত্বর ও মূল রাস্তায় হাঁটু জল জমে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। অনেককে হাঁটু জলে নেমে লাগেজ টেনে টার্মিনালের দিকে এগোতে দেখা যায়। জলজটের কারণে ভিভিআইপি উড়ান ওঠানামা ব্যাহত হয় এবং একাধিক বিমানকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র ঘুরিয়ে দিতে হয়। একই দশা লুটিয়েন্স দিল্লিরও। বাবা খড়গ সিং মার্গ, কনট প্লেস, পন্ত মার্গ, আইটিও, সদর বাজার ও চাঁদনি চক এলাকা জলে ভাসছে।

চিন-রাশিয়ার টক্কর নিতে অপ্রস্তুত আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে চলতে থাকা সংঘাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুধু আর্থিক কোষাগারই ফাঁকা করছে না, ট্রাম্পের দেশকে এক চরম অস্ত্র-সঙ্কটের মুখেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, পেন্টাগনের শীর্ষ আধিকারিকরাও কার্যত স্বীকার করে নিচ্ছেন— টাকা দিয়ে হয়তো নতুন অস্ত্র কেনা যায়, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া সময় কেনা অসম্ভব। বর্তমানে আমেরিকার অস্ত্র ভাণ্ডারে থাকা অত্যাধুনিক মিসাইলগুলো হু হু করে ফুরোচ্ছে, আর সেগুলি নতুন করে তৈরি হয়ে আসতে যে সময় লাগবে, তা দেখে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে হোয়াইট হাউসের।

অস্ত্র কেনা আর হাতে পাওয়ার এই মাঝখানের সময়টাকে সামরিক পরিভাষায় বলে 'প্রকিওরমেন্ট লিড টাইম'। পেন্টাগনের নিজস্ব বাজেটের নথি ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্যাক-৩ এমএসই ইন্টারসেপ্টর মিসাইল অর্ডার করার পর হাতে পেতে সময় লাগে অন্তত ৩১ মাস। একইভাবে 'থাড' ইন্টারসেপ্টরের ক্ষেত্রে এই সময়টা ৩৪ মাস এবং 'টমাহক ব্লক ফাইভ এ' মিসাইলের ক্ষেত্রে তা ৪০ মাস। অর্থাৎ, মার্কিন কংগ্রেস যদি এই ডিসেম্বরেই নতুন মিসাইল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দেওয়া হয়, তাহলেও সেই প্যাক-৩ মিসাইল হাতে আসবে ২০২৯ সালের জুলাই মাসে। থাড আসতে আসতে হয়ে যাবে ২০২৯ সালের অক্টোবর আর টমাহকের মুখ দেখতে দেখতে ২০৩০ সালের এপ্রিল। যদি কংগ্রেসের অর্থ বরাদ্দ পেতে আরও কয়েক মাস দেরি হয়, তবে মিসাইল আসার এই সময়সীমাও ততটাই পিছিয়ে যাবে।

সমস্যা আরও একটা জায়গায়। মার্কিন কংগ্রেস আগামী নির্বাচন এবং রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ নিয়ে ব্যস্ত।

মিসাইল-সংকটে চাপে

২০২৭ সালের অর্থবর্ষের বাজেটে নতুন অস্ত্র তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ নিয়ে টালবাহানা চলছে। হোয়াইট হাউস বারবার অনুরোধ করেছে যাতে অত্যন্ত জরুরি কিছু মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা বা অর্থ বরাদ্দের বিলম্ব না করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত সে কথায় খুব একটা আমল দেয়নি। বর্তমান সরকার যে অস্ত্রের অর্ডার দেবে, তা হাতে আসবে আগামী সরকারের আমলে। এই রাজনৈতিক ব্যবধানের কারণে কংগ্রেসও হয়তো খুব একটা তাড়াহুড়ো দেখাচ্ছে না। কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে এই বিলম্ব আমেরিকার জন্য কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা ভেবেই শিউরে উঠছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের যুদ্ধে আমেরিকা ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ দামি ইন্টারসেপ্টর মিসাইল খরচ করে ফেলেছে। কয়েক হাজার ডলারের সস্তা ইরানি ড্রোন বা মিসাইল আটকাতে আমেরিকাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে মিলিয়ন ডলার দামের একেকটি আধুনিক ইন্টারসেপ্টর। এই অর্থনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যহীনতার মাঝে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিন এবং রাশিয়া। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কো নিজেদের অস্ত্রের ব্যবহার করলেও, চিন কিন্তু একেবারে নীরব থেকে নিজেদের সামরিক ভাণ্ডারকে অভাবনীয় মাত্রায় বাড়িয়ে চলেছে। চিনের হাতে বর্তমানে দূরপাল্লার মিসাইল এবং যুদ্ধবিমানের যে বিপুল সম্ভার রয়েছে, তার মোকাবিলা করা আমেরিকার পক্ষে এই মুহূর্তে বেশ কঠিন। কারণ, চিন এখনও পর্যন্ত কোনও বড় যুদ্ধে নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার প্রায় খরচই করেনি। তাই তাইওয়ান বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার যদি কোনও সংঘাত বাঁধে, তবে আমেরিকার এই শূন্য হতে চলা মিসাইল ভাণ্ডার তাদের চরম বিপদে ফেলবে। বিভিন্ন সামরিক বিশ্লেষণে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে যে, চিনের সঙ্গে হাই-প্রোফাইল যুদ্ধ বাঁধলে আমেরিকার মজুত থাকা অত্যাধুনিক মিসাইলগুলো মাত্র কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যেতে পারে।

এখন একটাই উপায়, সামরিক শিল্পের প্রসারে বিপুল টাকা ঢালা এবং মিসাইলের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার চাকা কবে ঘুরবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মার্কিন কংগ্রেসের সদিচ্ছার ওপর।

ধ্বংসস্তূপে ফের বেঁচে থাকার গান

নেপালে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার আরও ২

কাঠমান্ডু, ৫ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলার মধ্যেই নেপালে আলো ছড়াচ্ছে অলৌকিক বেঁচে ফেরার কাহিনী। কাদামাটিতে ঢেকে যাওয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ এবং বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে ১১ দিনের দিন দুজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে নেপাল সেনা এবং উদ্ধারকারী দল। শুক্রবারও দুজনকে অলৌকিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল সুড়ঙ্গ থেকে। শনিবারের ছবিটাও একই থেকে গেল।

এদিন নুয়াকোট জেলার আপার ত্রিশূলী-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৪ নম্বর সুড়ঙ্গের ২২৫ মিটার গভীর থেকে লুহাইতাও নামে এক চিনা নাগরিককে উদ্ধার করা হয়। নেপালি সেনা ও বিদেশী উদ্ধারকারীদের যৌথ দল দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁকে উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে করে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছে। আপার ত্রিশূলী-১ নম্বর প্রকল্পে কর্মরত আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে ধারণা উদ্ধারকারীদের।

অন্যদিকে নুয়াকোটের বেত্রাবতীতে পলি-কাদা-পাথরের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা একটি চারতলা বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় চণ্ডিকা কুমারি শ্রেষ্ঠা নামে ৬৪ বছরের এক বৃদ্ধাকে। ইনস্পেকটর সুমন কুমার বিকের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের আর্মড পুলিশ ফোর্সের একটি দল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ত্রিশূলীতে সেনা ব্যারাকে পাঠায়। প্রয়োজনে তাঁকে কাঠমান্ডু নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় জানিয়েছে। ২৬ অগাস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে হিমাবাহ হ্রদে ধস নামার ফলে ভোটেকোশী নদীতে হড়পা বান আসে। শুক্রবার ত্রিশূলী ৩এ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গ থেকে ৪৫ বছরের কবীর মহার্জন এবং ৩০ বছরের সঞ্জয় শাহকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন উদ্ধারকারীরা।

এদিকে হিমালয়ের কোলে অব্যাহত বিধ্বংসী ট্র্যাজেডির পর থেকে ১১ দিন পার হলেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রাণহানি। শনিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৪৪-এ। শুধু নেপাল নয়, সীমান্ত পেরিয়ে চীনের তিব্বত অঞ্চলেও এই বিপর্যয়ে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫০০ জনেরও বেশি নিখোঁজ। নেপালের গৃহহীন ও বিপর্যস্ত এলাকাগুলো থেকে এখনও অন্তত ৪,৮৯৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন, যার মধ্যে রসুয়া ও নুয়াকোট জেলাতেই নিখোঁজ শিশুর সংখ্যা ৬০০-র বেশি। উদ্ধার হওয়া নিদেহের মধ্যে ৭৫৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৮৫ জন শিশু হলেও ৫০১টি দেহ এতটাই বিকৃত ও খণ্ডবিচ্ছিন্ন যে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লোপ পেয়েছে। জল ও ধ্বংসস্তূপের বিপুল চাপের কারণে দেহগুলির এই চরম পরিণতি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

শুধুমাত্র চিতবান জেলাতেই সর্বাধিক ৩৬০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া রসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা ও তানাহুন জেলাতেও মিলছে একের পর এক লাশ। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কোশী, নারায়ণী, বাগমতী এবং কার্নালী সহ একাধিক প্রধান নদীর জলস্তরের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

ত্রাণ ও অনুসন্ধানের এই কঠিন লড়াইয়ে নেপাল সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দল ও উদ্ধারকারীরা রসুয়া জেলার চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে জমে থাকা জল নিষ্কাশন করে একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করেছে, যাতে ভারী যন্ত্রপাতি ভেতরে পৌঁছাতে পারে। পাশাপাশি ভারতীয় চিকিৎসক দল স্থানীয়দের জন্য স্বাস্থ্য শিবিরও পরিচালনা করছে। 'নেপাল ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ১৩,০০০-এর বেশি মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

মৃত্যুপুরী থেকে প্রাণের স্পন্দন... *শনিবার ত্রিশূলী জলপ্রকল্প টানেল থেকে চিনা নাগরিক ও নুয়াকোট থেকে এক বৃদ্ধাকে উদ্ধার নেপাল সেনার।*

পুলিশি নিগ্রহের নিন্দায় বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : যন্তরমন্তরে পড়ুয়া আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় একইসঙ্গে ক্ষোভ এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ আধিকারিকদের এই ধরনের সরাসরি হামলা চালানোর ঘটনাকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, আশঙ্কাজনক এবং হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার যশবর্ধন আজাদের লেখা 'পোলিসিং দ্য রিপাবলিক' নামক একটি বইপ্রকাশে অনুষ্ঠানে বিচারপতি বলেন, 'তরুণ আইপিএস আধিকারিকরা যখন নিজেদের হাতে আন্দোলনকারীদের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালান, তখন তা নাগরিক সমাজের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই ধরনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা বিচারব্যবস্থা ও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে পড়ুয়াদের সংসদ অভিযান ছত্রভঙ্গ করতে পড়ুয়াদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়নের রাস্তায় হেঁটেছিল দিল্লি পুলিশ ও র‌্যাফ। লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের গোলা ফাটানোর পাশাপাশি ছররা গুলিও চালানো হয়েছিল। একাধিক পড়ুয়া তাতে আহত হয়েছিলেন। পুলিশি আচরণের সমালোচনা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিচারপতির ভুঁইয়ার আক্ষেপ, 'দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে যে পেশাদারী নিরপেক্ষতা ও সংযম আশা করা হয়, তা সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এই পেশাগত দূরত্বের অভাব ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য এক গুরুতর সংকটের বিষয়।'

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক 'ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ওই মামলায় গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদের সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েই সুপ্রিম কোর্ট ক্ষান্ত থাকেনি, পুলিশি নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতিকেও শীর্ষ আদালত সমর্থন করেছিল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদীদের ওপর বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করে বিচারপতির মন্তব্য, 'ভারতে ভিন্নমত ও মুক্তচিন্তার গণতান্ত্রিক পরিসর দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে আসছে। অধিকারের দাবিতে সরব হওয়া আন্দোলনরত তরুণদের যেভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং নিয়মিত জামিন থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' দেশের আমজনতার কাছে রাস্তায় দায়িত্বরত একজন পুলিশকর্মী রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে আইনসংগত উপায়ে কীভাবে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হয়, পুলিশ প্রশাসনকে তা স্মরণ রাখার আহ্বানও এদিন জানিয়েছেন তিনি।

ভারতে ভিন্নমত ও মুক্তচিন্তার গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হয়ে আসছে। আন্দোলনরত তরুণদের গ্রেপ্তার এবং জামিন থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

উজ্জ্বল ভূঁইয়া
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

হাইব্রিড যুদ্ধে সেনার ভরসা শিমলার থিংক-ট্যাংক

অদ্রি গরাই

শিমলা, ৫ সেপ্টেম্বর : পাইন বনে ঘেরা শিমলার হেরিটেজ চত্বর আন্নাডালের 'আর্মি হেরিটেজ মিউজিয়াম'-এ পা রাখতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ ও সীমান্ত রক্ষার কৌশলগত রূপরেখা। প্রচলিত যুদ্ধপদ্ধতির গণ্ডি পেরিয়ে দেশ এখন প্রবেশ করেছে প্রযুক্তি-নির্ভর 'হাইব্রিড' যুদ্ধের যুগে। যেখানে প্রথাগত আক্রমণের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা , ড্রোন প্রযুক্তি এবং সাইবার কৌশলই হয়ে উঠেছে প্রধান হাতিয়ার। আর আধুনিক এই সমরাস্ত্র ও কৌশলের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সেনার মূল 'অক্সিজেন ট্যাংক' হিসেবে কাজ করে চলেছে 'আর্মি ট্রেনিং কমান্ড' (এআরটিআরএসি)।

কৌশলগতভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডোর তথা 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেনার এই শীর্ষ থিঙ্ক-ট্যাংকের। সেনার এক মুখপাত্র জানান, এখানে ভারতের তিন সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সেনা আধিকারিক, ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝে তৈরি করা হয়েছে কমান্ডো, জঙ্গল ওয়ারফেয়ার, স্পেশাল ফোর্সেস, হেলিকপ্টার চালনা এবং প্রি-কমিশন ট্রেনিংয়ের মতো নানা আধুনিক কোর্স। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাসদস্যদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি করাই এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

১৯৯৩ সালের মে মাস থেকে শিমলায় স্থায়ীভাবে সদর দপ্তর। এই কমান্ডোটি বর্তমানে দেশের ২৪টি স্থানে ছড়িয়ে থাকা ৩২টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মার্গদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। সিমুলেটর রুম ও অভ্যন্তরীণ প্রদর্শনী পরিদর্শনের সময় ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা জানান, গত কয়েক বছরে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারীদের উপস্থিতি ও অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর শতাধিক ইউনিটের নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলা আধিকারিকেরা। উত্তরবঙ্গের পাহাড়-সমতল থেকে শুরু করে হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল সীমান্তে প্রতিপক্ষের যেকোনো ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে এবং আত্মনির্ভর ভারতের সেনানীতি সুনিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে শিমলার এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।

ট্রাম্পের হুমকির পর হামলা খার্গ দ্বীপে

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রাচ্যের সমুদ্রসীমায় আবারও ঘনাচ্ছে যুদ্ধের কালো মেঘ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চরম হুঁশিয়ারির আবহেই ইরানের প্রধান তৈলবন্দর খার্গ দ্বীপে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিশ্বজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। মার্কিন নৌসেনার দুটি যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে ইরানের শক্তিশালী ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হানার জবাবে এবার পালটা বিধ্বংসী আক্রমণ চালাল ওয়াশিংটন।

ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি)-এর হামলার জবাবে শনিবার ইরানের তিনটি খনিজ তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে পুরোপুরি অকেজো ও ধ্বংস করে দিয়েছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)।

শনিবার সকালে পারস্য উপসাগরে ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেশের প্রধান 'তেল সাম্রাজ্য' খার্গ দ্বীপে আছড়ে পড়ে চারটি মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র। আক্রান্ত 'স্টার্ক ১' নামের ছোট ইরানি তেলবাহী ট্যাঙ্কারটি তখন পণ্য খালাস করছিল। হামলার ঠিক তিন মিনিট আগে মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে ক্রুদের রেডিও বার্তার মাধ্যমে জাহাজটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি, তবে ইরানের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রপ্তানির এই অন্যতম মুখ্য চাবিকাঠিতে হামলা চলায় বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৬ ডলার ছাড়িয়েছে।

এহেন আগ্রাসনের ঠিক আগেই হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস থেকে ইরানের ভূগর্ভস্থ অতি সুরক্ষিত 'পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন' পরমাণুকেন্দ্রে হামলার হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। নিজের স্বভাবসিদ্ধ আগ্রাসী মেজাজে তিনি বলেন, 'যদি ওরা সামান্যতম উলটোপালটা কিছু করার চেষ্টা করে, আমরা নির্মম আঘাত হানব। সেই আঘাত হবে অত্যন্ত মারাত্মক ও মর্মান্তিক।'

প্রত্যুত্তরে ইরানের সেনাপ্রধান হাবিবুল্লাহ সায়ারি আমেরিকার সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মোকাবিলা করার হুংকার দিয়ে বলেন, 'আজকের লড়াই আসলে ইচ্ছাশক্তি এবং কষ্ট সহনশীলতার পরীক্ষা।'

ধরপাকড় পেন্টাগনেও

এই যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতেও। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও নৌ-অবরোধের জেরে ইরানের মুদ্রা রিয়ালের দাম রেকর্ড পতন ঘটিয়ে প্রতি ডলারে ২২.৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জেরে খোদ আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারে টান পড়েছে। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টরের ঘাটতি সংক্রান্ত গোপন তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়া নিয়ে পেন্টাগনে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তথ্য ফাঁসের অপরাধীকে খুঁজতে মার্কিন জয়েন্ট স্টাফের অন্তত ৫০ জন পদস্থ আধিকারিকের ওপর বেনজিরভাবে 'পলিগ্রাফ' (লাই ডিটেক্টর টেস্ট) পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

মস্কোয় মার্কিন দূতেরা

কিভে তিনদিনের যুদ্ধবিরতি পুতিনের

মস্কো, ৫ সেপ্টেম্বর : শান্তি আলোচনার জন্য মার্কিন প্রতিনিধিদল মস্কোয় পৌঁছোতেই ইউক্রেনের রাজধানী কিভে তিনদিনের জন্য বিমানহানা বন্ধের নির্দেশ দিলেন ভ্লাদিমির পুতিন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুই বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার শনিবার মস্কোয় এসে পৌঁছোন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ রুশ সংবাদ সংস্থা তাস-কে জানান, 'মার্কিন প্রতিনিধিদের সফরের প্রস্তুতি হিসাবেই আজ মধ্যরাত থেকে আগামী তিনদিন কিভে কোনও হামলা চালানো হবে না।' ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর দূতেরা যুদ্ধ বন্ধের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছেন। মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর রবিবার ইউক্রেন সফরে গিয়ে কিভে প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও কথা বলবেন তাঁরা। মস্কোর সরকারি বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রুশ রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ।

তবে সফরের ঠিক আগেই কিভ ও বরিস্পিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

চালিয়েছে রুশ সেনা। এই হানাকে ইঙ্গিতপূর্ণ আখ্যা দিয়ে জেলেনস্কি বলেন, 'বিমানে আমেরিকান প্রতিনিধিদের কিভে আসার প্রস্তুতি বানচাল করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।'

সম্প্রতি রাশিয়ার ড্রোন হামলায় কিভে ইউক্রেনের নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিআইএ প্রধান জন র‌্যাটক্লিফের গোপন মস্কো সফরের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই এই উচ্চপর্যায়ের মার্কিন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর চলমান এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে ওয়াশিংটনের এই নয়া কূটনৈতিক উদ্যোগ শেষপর্যন্ত কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার।

গোপালকে স্নান... *শনিবার কানপুরের ইসকন মন্দিরে।*

ইনফ্লুয়েন্সার গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : শেষমেষ শনিবার দক্ষিণপন্থী সমাজমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার স্বতন্ত্র ভরদ্বাজকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। যন্তরমন্তরে ককরোচ-বিক্ষোভ চলাকালীন এক প্রতিবাদী পড়ুয়ার বাবাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে। শনিবার ধৃতকে একদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালত।

গত জুনে নিট-বিরোধী আন্দোলনের সময় সঞ্জয় আজাদ নামে এক ব্যক্তিকে লোহার কড়া দিয়ে মাথায় আঘাত করার অভিযোগ ওঠে স্বতন্ত্রর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে স্বতন্ত্র ঔদ্ধত্য দেখিয়ে দাবি করেন, তিনি সঞ্জয়ের খুলি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবে পার পেয়ে যান। আক্রান্ত সঞ্জয়ের ক্ষোভ, 'ওরা আমাকে মারার চেষ্টা করেছে, আমাদের জাত নিয়ে কথা বলেছে এবং আমার নাবালিকা মেয়েকে হুমকি দিয়েছে।' শুক্রবার তাকে আটক করেছিল পুলিশ।

বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাংলার ছক তেলেঙ্গানায় : রেবন্ত

হায়দরাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে বলে বারবার অভিযোগ করেছে বিরোধী শিবির। ট্রাইবিউনালে আবেদনের পর বাদ পড়া ভোটারদের একটা বড় অংশের নাম তালিকায় ফিরে এলেও ততদিনে পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শনিবার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচে এসআইআরের মাধ্যমে তাঁর রাজ্য দখল করার ছক কষছে বিজেপি।

শনিবার কোডাঙ্গালে নিজের বাসভবনে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে রেবন্ত বলেন, '২০২৮ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি কংগ্রেসের পক্ষে থাকার ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। এসআইআরের নামে কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত করছে। বেছে বেছে কংগ্রেস সমর্থকদের এসসি, এসটি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের টার্গেট করা হচ্ছে।' বিজেপির পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের বিআরএস-কেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৭ অগাস্ট যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ৭৩.৩৯ লক্ষ নাম অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত অথবা ডুপ্লিকেট হিসেবে বাদ পড়েছে। নামে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে ৯২.৮৮ লক্ষের। রেবন্তের সাফ কথা, 'বিজেপি যদি তেলেঙ্গানায় পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তাহলে এখানকার মানুষ চুপ করে থাকবে না। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও বুথ থেকে একটিও ভোট যেন বাদ না যায়।'

নয়া মোড়কে নওয়াবি লখনউ

অক্টোবরেই 'পাকিজা'র ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ফ্রান্সে

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : ৫৪ বছর আগের সেই সোনালি দিনগুলোর কথা আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। মুম্বইয়ের বিখ্যাত মারাঠা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে পালকিতে চেপে এসেছিল ছবির রিল। ছবির প্রিমিয়ারে হাজির ছিলেন স্বয়ং পরিচালক কামাল আমরোহি, লিড অ্যাক্টর ট্র্যাজেডি কুইন মীনা কুমারী এবং বলিউডের তারকারা। নওয়াবি লখনউয়ের পটভূমিতে তৈরি সেই পাকিজা আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক। আর সেই মাস্টারপিসই এবার দীর্ঘ দুই বছরের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নতুন রূপে ফিরতে চলেছে দর্শকদের সামনে।

ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তিতে পুনরুদ্ধার করা পাকিজা-র এই নতুন সংস্করণের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হতে চলেছে আগামী অক্টোবরে, ফ্রান্সের ফেস্টিভ্যাল লুমিয়ের-এ। এরপর বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও ছবিটির একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাকিজা নিছক একটি ছবি নয়, একটি দীর্ঘ ১৫ বছরের সাধনা। ১৯৫০-এর দশকে পরিচালক কামাল আমরোহি তাঁর স্ত্রী তথা প্রেরণা মীনা কুমারীর রূপ ও অভিনয় প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন। তওয়াইফ সাহিবজান-এর চরিত্রে মীনা কুমারীর অভিনয় তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে আজও বিবেচিত হয়। কিন্তু এই ছবির নির্মাণকাজ মোটেই মসৃণ ছিল না। ১৯৫৬ সালে সাদা-কালোতে ছবির শুটিং শুরু হলেও, ১৯৫৮ সালে তা ইস্টম্যানকালারে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ছবির কাস্টিং বদল, বারবার স্ক্রিপ্ট পালটানো এবং পরিচালক আমরোহির নিখুঁত কাজ করার অদম্য জেদ ছবির খরচ ও সময় দুটোই বাড়িয়ে দেয়।

১৯৬৪ সালে আমরোহি এবং মীনা কুমারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনে ছবির কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে মীনা কুমারী লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হলে ছবির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু এক বছর পর অভিনেতা সুনীল দত্ত এবং নার্গিস ছবির পুরনো ফুটেজ দেখে অসুস্থ মীনা কুমারীকে ছবির কাজ শেষ করার জন্য রাজি করান। এখানেই শেষ নয়, ১৯৬৭ সালে প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক জোসেফ উইরশিং এবং ১৯৬৮ সালে সুরকার গুলাম মহম্মদ মারা যান। পরে ভারতের শীর্ষ চিত্রগ্রাহকদের একটি দল এবং প্রবাদপ্রতিম সুরকার নওশাদের হাত ধরে ছবির বাকি কাজ শেষ হয়।

অবশেষে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিজা মুক্তি পায়। আর তার ঠিক কিছুদিন পরই, ৩১ মার্চ মীনা কুমারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু এবং ছবির অসামান্য নির্মাণশৈলী বক্স অফিসে এক বিরাট আলোড়ন তৈরি করেছিল।

এই ছবির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে এফএইচএফ-এর ডিরেক্টর শিবেন্দ্র সিং ডুঙ্গারপুর জানিয়েছেন, 'আমরা যখন অরিজিনাল ক্যামেরা নেগেটিভ পরীক্ষা করতে যাই, দেখি তা প্রায় গলে গিয়েছে। রঙ জ্বলে গিয়েছিল, আর ফিল্মে প্রচুর আঁচড় ও ছত্রাক ছিল। রামনার্ড ল্যাব এবং এনএফডিসি-র আর্কাইভ থেকে পাওয়া কিছু পুরনো প্রিন্টের সাহায্যে আমরা ১৫৩ মিনিটের এই ক্লাসিক ছবিটিকে নতুন জীবন দিয়েছি।'

শিশু কিশোর আসর
11
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

গাধার লম্বা কান শুধু শোনার জন্য নয়। এটা তাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

দেবী দুর্গার টিমের যে ঠাকুরকে আমার ভালো লাগে

মুখোমুখি

ওপরে দেওয়া বিষয় নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ঠিকানা। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

ভূতের ভয় কে না পায়

মনোমিতা চক্রবর্তী

ছোটপিসির মাস তিনেক আগে কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। ছোটপিসেমশাই স্কুলের বড়দিনের ছুটিতে পিসিকে নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে পিসেমশাইয়ের ভাইপো সৌমিক। আমাদেরই বয়সি, নবম শ্রেণিতে পড়ে।

সৌমিক আসা অবধি দেখছি বাড়ির সবার আকর্ষণ নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। কলকাতার ছেলে, ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ে বলে তার ভাবখানা এমন, সে যেন মাছে-ভাতে বাঙালি নয়, মস্ত এক সাহেব। তার ভীষণ সাহেবি ঠাটবাট। তোমরা ভাবছ আমি বুঝি তাকে হিংসে করি? তা নয়। নতুন কুটুম, শহরে থাকে। গ্রামের বাড়িতে হয়তো কষ্ট হচ্ছে ভেবে বাড়ির সবাই তটস্থ। এতেই আমার আপত্তি। সে কুটুম, কুটুমের মতো থাক। তা না, ভাবখানা যেন সে মহারাজ, আর আমরা তার প্রজা। সারাক্ষণ মুখে বড় বড় কথা। তবে দু'দিনেই আমি বুঝেছি, শহুরে ননির পুতুল মুখে বাহাদুরি দেখালেও আসলে একটা ভীতুর ডিম।

সমস্যা হল, ও যে ভীতু তা মানতে নারাজ। সেদিন কথায় কথায় বললাম, 'আমাদের অজপাড়াগাঁয়ে ইলেক্ট্রিসিটি নেই, আলো বলতে হ্যারিকেন। ভয় করে না তোমার?' সৌমিক হেসে ব্যঙ্গ করে বলল, 'কীসের ভয়? ভূতের? ভূত আবার কী! ওসব কুসংস্কার। তুমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে বলছ, আর ভূতে বিশ্বাস করো? তুমি ভূতে ভয় পাও জানা ছিল না!'— বলে এক অট্টহাসি হেসে উঠল। আমাকে উলটে সবার সামনে ভীতু বানিয়ে দিল। রেগে গিয়ে বললাম, 'কাল রাতে বাথরুমে যাবে বলে পিসেমশাইকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে কেন?' সৌমিক সামলে নিয়ে বলল, 'আরে, ইলেক্ট্রিসিটি নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার! বিষাক্ত পোকামাকড় বা হিংস্র জীবজন্তু যদি চলে আসে? তাই কাকাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমার মনে কোনও কুসংস্কার নেই, বড় হয়ে বিজ্ঞানী হব যে!'

এমন সময় আমার ছোট বোন মৌলি বলল, 'কিন্তু সৌমিকদাদা, আমাদের বাড়িটা কত পুরোনো দেখেছ? বাথরুম কত দূরে! গ্রামের অনেকেই বিশ্বাস করে পেছনের ছাতিম গাছটায় ভূত থাকে। তুমি সত্যি ভয় পাও না?' সৌমিক বুক ঠুকে বলল, 'একদম না! ভূত বলে কিছু হয় না।' মৌলি অমনি বাহানা জুড়ল, 'তাহলে চলো ঠাম্মির কাছে গল্প শুনবে। ঠাম্মি এমন ভূতের গল্প বলে না, ভয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়!'

আমরা সবাই চললাম ঠাম্মির কাছে। ঠাম্মি উঠোনের কোণে কয়লার উনুনে হাত সেঁকছিলেন। আমরা গোল হয়ে বসলাম। ঠাম্মি শুধালেন, 'সৌমিক দাদুভাই, ভূতের গল্পে ভয় পাও না তো?' সৌমিক বলল, 'না না, একদম না!' তবে তার গলায় আগের সেই আত্মবিশ্বাস ছিল না।

ঠাম্মি গল্প শুরু করলেন। অমাবস্যার রাত, আকাশে চাঁদ নেই। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার ও ঘন কুয়াশা। মিটমিট করে জ্বলছে হ্যারিকেন। ঠাম্মির মুখে পোড়োবাড়ির গল্প শুনে গা ছমছম করে উঠল। গল্পের মাঝেই হঠাৎ জোরে বাতাস বইতে লাগল, নিভে গেল হ্যারিকেন। ঠিক তখনই আমাদের ছোটকা নাকি সুরে বলে উঠল, 'হাউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ!'

যেই বলা, অমনি সৌমিক 'মা গো!' বলে আঁতকে উঠল। ছোটরা হো-হো করে হেসে উঠতেই সে সামলে নিয়ে বলল, 'ভয় পাইনি তো! একমনে গল্প শুনছিলাম, আচমকা বিকট শব্দে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।' আমি মনে মনে হাসলাম—ব্যাটা ভাঙবে তবু মচকাবে না!

এমন সময় জেঠিমা রাতে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। আমরা বারান্দায় খেতে বসলাম। জেঠিমার হাতের মাংস অসাধারণ! সৌমিককে না চাইতেই বাটি ভরে মাংস দেওয়া হল। মাংসের পর এক বাটি পায়েস আর গোটা কয়েক পাটিসাপটা খেয়ে ও যেভাবে আঙুল চেটে সাফ করল, বুঝে গেলাম রাতে ওকে বাথরুমে যেতেই হবে।

খেয়েদেয়ে আমরা ঠাম্মির ঘরে শুয়ে পড়েছি। একটু পরেই সৌমিক উঠে পড়ল। প্রকৃতির ডাক! পিসেমশাই তখন বড়দের সঙ্গে গল্পে মশগুল, তাই পিসেমশাইকে ডাকার সাহস পেল না। আবার আমার কাছেও সাহায্য চাইতে পারছে না, পাছে তার 'বীরপুরুষ' ইমেজ নষ্ট হয়।

আমি নিজে থেকেই বললাম, 'ভয় পাচ্ছ নাকি? পিসেমশাইকে ডেকে কাজ নেই, দাঁড়াও হারাধন কাকাকে ডেকে দিচ্ছি।' হারাধন কাকার নাম শুনে সৌমিকের মুখে মেঘ কাটল। হারাধন কাকা মোমবাতি আর টর্চ নিয়ে সৌমিকের সঙ্গে বাথরুমের দিকে গেলেন। বাথরুমের কাছটা ঝোপঝাড়ে ভরা।

সৌমিক বাথরুম থেকে বের হতেই হঠাৎ একঝলক হাওয়া এসে হাতের মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার! অমনি ঝোপের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ এল। হারাধন কাকা সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই ঝোপের ভেতর দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। আর অমনি ঝোপের ডান দিক থেকে নাকি সুরে আওয়াজ এল— 'কে রে রাত জাগে? ঘাড়টা আজ মটকেই দেব!'

সৌমিকের তখন দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার দশা। সে তড়িঘড়ি পেছনে ফিরে দেখে হারাধন কাকা সেখানে নেই— তিনি চম্পট দিয়েছেন! আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সৌমিক, 'ভূত রে! আমাকে খেল রে!'—বলেই দে-ছুট! আর ছুটতে গিয়ে উঠোনের ওপর ধপাস করে পড়ে একেবারে জ্ঞান হারাল।

বাড়িময় শোরগোল পড়ে গেল। সৌমিকের মাথায় জল ঢালা হল, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরল। ওদিকে বাবা আর জেঠুর প্রচণ্ড ধমকে হারাধন কাকা থতমত খেয়ে আসল সত্য উগরে দিল। আসলে আমিই বাড়ির বাচ্চা কুকুরছানাটিকে আগেই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর হারাধন কাকাকে ইশারায় বলেছিলাম, সৌমিক বের হলেই যেন কুকুরটার চোখে টর্চের আলো ফেলা হয়। টর্চের আলোয় কুকুরছানার চোখ জ্বলজ্বল করতেই সৌমিক ভয় পায়। তার ওপর আমার দেওয়া নাকি সুরের হুমকি শুনে পালাতে গিয়েই এই বিপত্তি।

সব শুনে বাবা আর জেঠু রে-রে করে উঠলেন। ততক্ষণে পিঠ বাঁচাতে আমি গা-ঢাকা দিয়েছি। সারারাত বাবার হাত থেকে বাঁচতে লুকিয়ে রইলাম। সকালে ধরা পড়তেই বাবা আর জেঠুর উত্তমমধ্যমে আমার ছাল-চামড়া ওঠার জোগাড়!

কিন্তু এত মার খেয়েও আমার মনটা আনন্দে নাচছিল। শহুরে 'সাহেব' বাবুকে তো শেষমেশ কাবু করা গেছে! সবার কাছে আজ প্রমাণিত— সৌমিকও ভূতে ভয় পায়। আসলে, ভূতের ভয় কে না পায় বলুন তো?

আমাদের লেখালেখি

স্নিগ্ধ রূপ

দেবী দুর্গার টিমের যে ঠাকুরটি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, তিনি হলেন বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী। দুর্গোৎসবে মায়ের সঙ্গে আসা দেবদেবীদের মধ্যে তাঁর শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপটি সবার মন কেড়ে নেয়। মায়ের পরনে থাকে সাধারণত একটি সুন্দর সাদা বা বাসন্তী রঙের শাড়ি। তাঁর এক হাতে থাকে পবিত্র বেদ বা বই এবং অন্য হাতে থাকে সুরের বাদ্যযন্ত্র বীণা। বিদ্যার দেবীর বাহন হল রাজহাঁস, যা শান্ত ও এক পবিত্রতার প্রতীক। মা সরস্বতীকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করা হয়। পুজোর দিনগুলিতে তাঁর দিকে তাকালে মন এক অদ্ভুত শান্তি ও পবিত্রতায় ভরে ওঠে। ছাত্রছাত্রী হিসেবে আমরা সবাই পড়াশোনায় ভালো ফল করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি। গান-বাজনা বা যে কোনও শিল্পচর্চার সঙ্গেও তাঁর নাম গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তাই সবমিলিয়ে দেবী দুর্গার পরিবারের এই জ্ঞানদায়িনী ও রূপসি দেবীই আমার সর্বকালের সেরা পছন্দ।

-**দীপ্ত রাহা**, একাদশ শ্রেণি,
বৈরাতিগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধূপগুড়ি

খুব হ্যান্ডসাম

দেবী দুর্গার পরিবারে কার্তিক হলেন দেবসেনাপতি এবং শিব-পার্বতীর কনিষ্ঠ পুত্র। কার্তিকের বাহন হল ময়ূর, যা দেখতে খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। কার্তিকের অপর নাম 'স্কন্দ' বা 'কুমার'। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, তিনি দেবতাদের সেনাপ্রধান হিসেবে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

কার্তিক ঠাকুরের রূপ খুব হ্যান্ডসাম, একেবারে যুবকের মতো। তাঁর হাতে থাকে ধনুক, তির বা শক্তি-অস্ত্র। বাংলার সংস্কৃতিতে কার্তিকপুজো খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয়, বিশেষ করে কার্তিক সংক্রান্তিতে। অনেক পরিবারে সুন্দর ও সুস্থ সন্তান পাওয়ার কামনায় কার্তিকপুজো করা হয়। দেবীর চালচিত্রের ডান পাশে কার্তিক ঠাকুর অবস্থান করেন। তাঁর শান্ত ও বীরত্বপূর্ণ রূপ আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।

— **দেবাদৃতা সাহা**, নবম শ্রেণি,
সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার।

মাতৃভক্ত গণেশ

দেবী দুর্গার টিমে আমার প্রিয় ঠাকুর হলেন গণেশ। তিনি শিব ও পার্বতীর সন্তান। তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি ও সিদ্ধির দেবতা। উত্তর ভারতে তাঁকে গণপতি বাপ্পা নামে ডাকা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বড় বা শুভ কাজে তাঁকেই প্রথম স্মরণ করা হয়। তাঁকে আগে পুজো নিবেদন করে তবেই অন্য দেবতার পুজোর শুভারম্ভ হতে পারে।

গণেশ আমার প্রিয় দেবতা হওয়ার একটা বড় কারণ হল তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি। গণেশ এবং কার্তিক, দুই ভাইয়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার প্রতিযোগিতায় গণেশ বিজয়ী হন। কার্তিক সত্যি সত্যিই তাঁর বাহনে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে যান। আর গণেশ তাঁর পিতা-মাতাকে একবার প্রদক্ষিণ করে চলে আসেন। তাঁর যুক্তি— পিতা-মাতাই হলেন তাঁর সমগ্র জগৎ এবং তাঁর জন্ম ও কর্মের মূল নিয়ামক। তাঁর কাছে পিতা-মাতার চেয়ে বড় কিছু আর হতে পারে না।

চারদিকে আজকাল পিতা-মাতা, গুরুজনদের অপমানিত হতে দেখি। ধনী-নির্ধন যে কোনও পরিবারে বয়স্ক পিতা-মাতাদের পরিবারের বোঝা বলে মনে করা হয়। অথচ আমাদের হাতের কাছে গণেশের মতো একজন দেবতার উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা মনে রাখি না। এই সময়ে গণেশ দেবতাকে আমার খুব মনে পড়ে। এছাড়াও গণেশ দেবতা ভোজনরসিক। তিনিও আমারই মতো লাড্ডু খেতে খুব ভালোবাসেন।

— **স্বীয় বিশ্বাস**, দশম শ্রেণি,
ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার।

সরস্বতী ও চার দিদি

প্রতি বছর শরৎকালে দেবী দুর্গা তাঁর সন্তানদের নিয়ে কৈলাস থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে মর্ত্যে আসেন। দশমীর দিন সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যান। আমরা পুজোর ক'টা দিন পুজোমণ্ডপে ঘুরি, খুব খাওয়াদাওয়া আর প্রাণ খুলে মজা করি। মা দুর্গার পুরো পরিবারের মধ্যে দেবী সরস্বতীর সঙ্গেই আমার ভাবটা একটু বেশি। দেবী সরস্বতী বিদ্যার দেবী, ঠিক গ্রিক পুরাণের আথেনার মতোই।

হ্যাঁ, আমরা এখানে দেবী সরস্বতীর আরাধনা খুব জাঁক করে করি। এই তো গেলবার আমরা স্কুলে দেবীর আরাধনা করলাম পুরোহিত ছাড়াই। স্কুলেরই দশম শ্রেণির চারজন দিদি সেবার হয়েছিলেন পুজোর পুরোহিত। আমরা স্কুলের সকলে মিলে 'জয় জয় দেবী চরাচর সারে...' মন্ত্র উচ্চারণ করেছি। দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছি।

আমার কাছে বিষয়টি খুবই গর্বের যে, আমাদের স্কুলই একমাত্র স্কুল, যেখানে সরস্বতীপুজোর মন্ত্র পড়ে মেয়েরা, পুজোর আয়োজন করে মেয়েরা। আর পেছন থেকে সমস্তরকমের সাহস আর সহযোগিতা করেছেন ম্যাডামরা। আমরা ওঁদের সাহসেই এত সাহসী।

— **স্বাহা বিশ্বাস**, পঞ্চম শ্রেণি,
নিউটাউন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।

পাঠশালা

উট থেকে C

ইংরেজি বর্ণমালার C আর G কি যমজ ভাই? cat মানে বিড়াল, আর city মানে শহর। খেয়াল করেছ, একটায় 'C'-এর উচ্চারণ 'ক', অন্যটায় 'স'। কেন? জানলে অবাক হবে, হাজার হাজার বছর আগে 'C'-এর আদিম পূর্বপুরুষের উচ্চারণ ছিল 'গ'। 'C'-এর এই গল্প শুরু হয় প্রাচীন ফিনিসীয় অক্ষর 'গিমেল' থেকে। অনেকে বলেন, উট (camel) বা লাঠির ছবি থেকে এর জন্ম। এরপর গ্রিকরা একে আপন করে নাম দিল 'গামা' (Γ)। মজার ব্যাপার হল, গামা-তে কিন্তু কোনও বাঁক ছিল না, পুরোটাই সোজা দাগ।

তাহলে এই গোলগাল 'C' এল কোথা থেকে?

এই ম্যাজিকটা করেছে এট্রুস্কান আর রোমানরা। তাদের হাতে পড়েই 'Γ'-র কোণগুলো ধীরে ধীরে গোল হয়ে 'C'-এর রূপ নেয়। প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় C অক্ষরটি একই সঙ্গে 'ক' এবং 'গ'— দুটো ধ্বনিই বোঝাত। কিন্তু লিখতে গিয়ে রোমানরা ভারী মুশকিলে পড়ল। একই অক্ষর দিয়ে দুটো আলাদা ধ্বনি বোঝাতে গেলে তো সব গুলিয়ে যায়। তারা বুদ্ধি করে C-এর গায়ে ছোট্ট একটা দাগ জুড়ে দিয়ে বানিয়ে ফেলল সম্পূর্ণ নতুন এক অক্ষর— 'G'। অর্থাৎ, C আর G আসলে একই পরিবারের সন্তান।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোমানদের বড় হাতের 'C' দ্রুত লিখতে গিয়ে মধ্যযুগে ছোট হাতের 'c'-তে পরিণত হল। পঞ্চদশ শতকে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর এই রূপটিই চিরস্থায়ী হয়ে যায়। আর আধুনিক যুগে এসে C পাকাপাকিভাবে 'ক' আর 'স' ধ্বনির দায়িত্ব নিয়ে নিল।

এবার যখনই খাতায় 'C' লিখবে, মনে রেখো তুমি শুধু একটা অক্ষর লিখছ না, কয়েক হাজার বছরের এক দারুণ রোমাঞ্চকর ইতিহাস আঁকছ।

আমার প্রিয় শিক্ষক

জীবনের পথে কিছু মানুষ আসেন, যাঁরা শুধু পথ দেখান না, আমাদের চলার পথই আলোকিত করে দেন। আমার প্রিয় শিক্ষক তাঁদেরই একজন। তিনি শুধু বইয়ের পাতায় লেখা জ্ঞান শেখান না, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে কীভাবে শিক্ষা নিতে হয়, তাও শেখান।

তাঁর স্নেহমাখা শাসন আমাদের ভুল শুধরে দেয়, আর তাঁর উৎসাহ আমাদের অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস জোগায়। তাঁর প্রতিটি কথা যেন অন্ধকার মনে জ্বলে ওঠা এক-একটি আশার প্রদীপ। পরীক্ষায় ভালো ফলের চেয়েও তিনি আমাদের সৎ, বিনয়ী ও আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আমাদের ব্যর্থতায় তিনি হতাশ হন না; বরং নতুন করে চেষ্টা করার শক্তি দেন। তাঁর চোখে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

আজ আমরা যে স্বপ্ন দেখতে শিখেছি, তার পেছনে তাঁর অমূল্য শিক্ষা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বড় অবদান রয়েছে। সময়ের স্রোতে হয়তো বিদ্যালয়ের দিনগুলি একদিন স্মৃতি হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর শেখানো আদর্শ সারাজীবন আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। তাই আমার কাছে প্রিয় শিক্ষক কেবল একজন শিক্ষক নন—তিনি আমার ভবিষ্যৎ গড়ার নীরব কারিগর এবং জীবনের পথে চিরন্তন আলোকবর্তিকা।

-**ময়ূখ দত্ত**, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারী সারদা বিদ্যামন্দির

বুদ্ধি-শুদ্ধি

এই শব্দ T দিয়ে শুরু আবার T দিয়েই শেষ। শব্দটি আসলে টিয়েরই আধার। শব্দটি কী?

এমন একটি ইংরেজি শব্দ যাতে পাঁচটি vowel-ই (A, E, I, O, U) পরপর আছে। শব্দটি কী?

নয়টি letter-এর এমন একটি শব্দ যেখানে একটিমাত্র vowel আছে, শব্দটি কী?

এমন একটি ইংরেজি শব্দ যেখানে পরপর তিনটি জোড়া letter দেখা যায়, শব্দটি কী?

না পারলে দেখে নাও

Teapot, Facetious, Strengths, Bookkeeper

আঁকিবুকি

নিবেদিতা দে, ষষ্ঠ শ্রেণি,
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

স্বর্ণিমকুমার রায়, অষ্টম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়

অনুরুদ্ধ সরকার, অষ্টম শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

আরাধ্যা দে, অষ্টম শ্রেণি
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করছে কোরিয়ার পতন

বিনায়ক সরকার

নয়ের দশকের ইন্টারনেট উন্মাদনার কথা মনে আছে? শুরুতে এটি ছিল নিছকই এক নতুনত্বের চমক। তারপর ধীরে ধীরে সবাই নিজেদের একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাইল। এরপর এল সেই বিখ্যাত ডটকম বাবল বা বুদবুদ। সামান্য আয়ের কোম্পানিগুলিরও শেয়ার বাজারে মূল্যায়ন পৌঁছোল কোটি কোটি ডলারে। কিন্তু একসময় সেই বুদবুদ ফাটল এবং বহু কোম্পানি বাজার থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তবে ইন্টারনেট টিকে রইল। আজ ইন্টারনেট আমাদের আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান পরিকাঠামো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) সম্ভবত ঠিক একই পথে হাঁটছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে এর বাস্তব উপযোগিতা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই, কিন্তু শেয়ার বাজারে এআই-কেন্দ্রিক কোম্পানিগুলির যে বিপুল মূল্যায়ন বা ভ্যালুয়েশন হচ্ছে, তা নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পরিসংখ্যানগুলির দিকে তাকালে সত্যিই চমকে যেতে হয়। এআই উন্মাদনার নেপথ্যে থাকা চিপ সরবরাহকারী প্রধান কোম্পানি এনভিডিয়া ২০২৬ অর্থবর্ষে ২১ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার (২১৫.৯ বিলিয়ন) আয় করেছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র ডেটা সেন্টার থেকেই এসেছে প্রায় ১৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। সম্প্রতি এই কোম্পানিটির বাজারদর বা মার্কেট ভ্যালু প্রায় ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে! পিছিয়ে নেই অন্য সংস্থাও। ওপেনএআই-এর বার্ষিক আয় ৪০০ কোটি (৪০ বিলিয়ন) ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং অ্যানথ্রপিক-এর আয় ৬৫ বিলিয়ন ডলার পেরিয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যালফাবেট এবং মেটা'র মতো বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এআই পরিকাঠামো উন্নয়নের পিছনে সম্মিলিতভাবে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও এই দৌড়ে নিজেদের বাজির অঙ্ক ক্রমশ বাড়াচ্ছেন। সমস্যা হল, প্রযুক্তির বিকাশের চেয়েও বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা এখন অনেক দ্রুত গতিতে দৌড়াচ্ছে। আর্থিক ফলাফল প্রকাশের পর একদিনেই এনভিডিয়ার বাজারদর প্রায় ৪৪ হাজার ২০০ কোটি (৪৪২ বিলিয়ন) ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকার শেয়ার বাজার সূচক এসঅ্যান্ডপি ৫০০ এখন মূলত হাতেগোনা কয়েকটি বৃহৎ প্রযুক্তিনির্ভর শেয়ারের ওপর ভর করেই চলছে। কিন্তু এই এআই-কেন্দ্রিক ট্রেডিংয়ে ইতিমধ্যেই ক্লান্তির ছাপ পড়তে শুরু করেছে।

এই পরিস্থিতিতে একটি বড় সতর্কবার্তা হতে পারে দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজার। এআই-সংযুক্ত সেমিকনডাক্টর জায়েন্ট স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স এবং এসকে হাইনিক্স-এর শেয়ারের পিছনে বিনিয়োগকারীরা অন্ধের মতো ছুটতে শুরু করায় কোরিয়ার প্রধান সূচক কসপি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল বাজারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এরপরই বাজারের মেজাজ নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। অগাস্ট মাসের মধ্যে এই সূচকটি তার জুনের শীর্ষস্থান থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ নীচে নেমে আসে। শুধুমাত্র ৬ অগাস্টেই কসপি ৪.৫৮ শতাংশ পড়ে যায়, যার ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রাম ট্রেডিং সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। আর্থিক বুদবুদ তৈরি হলে ঠিক এমনই হয়। একটি সত্যিকারের সম্ভাবনাময় গল্পকে কেন্দ্র করে প্রত্যাশার পারদ এমন এক জায়গায় পৌঁছে যায়, যা স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা একেবারেই অসম্ভব। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার এই পতন একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী সতর্কবার্তা। এআই নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদ যখন উন্মাদনায় পরিণত হয়, তখন শেয়ার বাজার যে কোনও মুহূর্তে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে এবং সেই আকস্মিক ধাক্কা সামলানো সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তবে এই বাজার বিশ্লেষণের পাশাপাশি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বুঝতে হবে। এআই প্রযুক্তি নিজে কোনও ডটকম বুদবুদ নয়, কিন্তু এআই-কেন্দ্রিক শেয়ারগুলি বুদবুদ হতে পারে। ইতিমধ্যেই গ্রাহক পরিষেবা, সফটওয়্যার তৈরি, জালিয়াতি প্রতিরোধ, লজিস্টিকস, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ফিন্যান্স এবং দৈনন্দিন উৎপাদনশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের '২০২৬ এআই ইনডেক্স' বলছে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮৮ শতাংশ সংস্থাই এখন তাদের কাজের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে। এই প্রযুক্তি এখন আর নিছক পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আটকে নেই, বরং বিশ্বজুড়ে ব্যবসা পরিচালনার একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ডটকম যুগেও ঠিক এটাই ঘটেছিল। সে সময়ের অনেক কোম্পানি এবং তাদের আকাশছোঁয়া মূল্যায়ন শেষপর্যন্ত টেকেনি, কিন্তু ইন্টারনেট টিকে গিয়েছিল। এআই-এর ক্ষেত্রেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। শেয়ার বাজারের বুদবুদ ফেটে যেতে পারে, অনেক দুর্বল কোম্পানি হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রযুক্তি হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে।

এআই উন্মাদনা

ভারতীয় শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বেশ কয়েকটি স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে। আমাদের দেশে অনেক সময়ই বৈশ্বিক প্রবণতা দেখে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা না বুঝে প্রযুক্তি নির্ভর শেয়ারে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে ফেলেন। প্রথমত, এআই প্রযুক্তি বাস্তব এবং এটিই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, কিন্তু এর ঢেউয়ে চড়ে যেসব শেয়ারের মূল্যায়ন আকাশে ঠেকছে, তার সবটা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। শুধুমাত্র নামের পাশে প্রযুক্তি বা 'এআই' তকমা থাকলেই কোনও কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা চরম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ডটকম বুম-এর মতো এআই গোটা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে, এমনকি যদি আজকের অনেক আলোচিত শেয়ার বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থও হয়। তাই কোম্পানির প্রকৃত ব্যবসা, ব্যালেন্স শিট, আয় এবং ভবিষ্যতের বাস্তবায়নের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার বাজার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, উন্মাদনা যখন চরমে পৌঁছোয়, তখন বাস্তবের জমিতে পতনও হয় অত্যন্ত আকস্মিক এবং মর্মান্তিক। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের উচিত এই বৈশ্বিক সংকেতগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং হুজুগে মেতে বিনিয়োগ না করে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের পোর্টফোলিও সাজানো।

(লেখক পোর্টফোলিও অ্যাডভাইজার এবং শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের প্রথম চারদিনের টানা পতন শেষদিনে এসে থামলেও ক্রমশ অস্থিরতা বাড়ছে শেয়ার বাজারে। আগামী কয়েকদিন এই অস্থিরতা বজায় থাকতে পারে। তবে বড় পতনের সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। যে কোনও ইতিবাচক খবরে শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে ধাপে ধাপে লগ্নি আগামী দিনে বড় মুনাফার সন্ধান দিতে পারে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৬৫১৫.৪৩ এবং নিফটি ২৩৮৯৭.৭০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। দুই সূচক খুইয়েছে যথাক্রমে ৭৪৯.০৮ এবং ২৭৭.৯৫ পয়েন্ট।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থান। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার জানিয়েছেন, পরবর্তী ঋণ নীতিতে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হতে পারে। সুদের হার বাড়ানোর আশঙ্কা কমায় বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার তেজি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে এদেশে। মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি ও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে। ২০২৬-২৭-এর প্রথম কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাওয়ায়, তারও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে।

এই মুহূর্তে শেয়ার বাজারে সব থেকে বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ইরান-আমেরিকা সংঘাত এবং অশোধিত তেলের দাম। হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দেশের সংঘাত ফের বাড়তে পারে। এই আশঙ্কায় বাড়তে পারে অশোধিত তেলের দামও। অশোধিত তেলের দাম বাড়লে ফের ধাক্কা খেতে পারে শেয়ার বাড়ার। চলতি বছরের শুরু থেকে এদেশ থেকে লগ্নি সরিয়েছে বিভিন্ন বিদেশি আর্থিক সংস্থা। অগাস্টে তারা ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় শেয়ার বাজারে বড় পতন হয়নি। এই প্রবণতা বজায় থাকলে চলতি মাসে ঘুরে দাঁড়াতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম বিগত সপ্তাহের তুলনায় সামান্য কমলেও ফের আগামী দিনে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। সামনে উৎসব এবং বিয়ের মরশুম। তাই ফের মহার্ঘ হয়ে উঠতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **আদানি পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-২০৭.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৪/১২০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৮৫-২০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৯৫৭৮, টার্গেট-২৯৫।
- **টাটা মোটরস** : বর্তমান মূল্য-৩১১.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৩/২৯৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৮০-৩০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৭২২, টার্গেট-৪২০।
- **এইচডিএফসি ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-৭১২.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৬৯৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৬৭৫-৭১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৯৭৬৪৩, টার্গেট-৮৪০।
- **শিপরকেট** : বর্তমান মূল্য-১৩৫.৯২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৭/১২৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২০-১৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮৮৯, টার্গেট-২০০।
- **অনন্তরাজ** : বর্তমান মূল্য-৬২৫.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৪৩/৪০৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৯০-৬১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২২৫০৮, টার্গেট-৭৫৫।
- **সিডিএসএল** : বর্তমান মূল্য-১৩৯৪.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১১১৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৪০-১৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯১৪৭, টার্গেট-১৫৫০।
- **ড. রেড্ডিজ ল্যাব** : বর্তমান মূল্য-১১৫১.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪১৫/১১০১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১০৯০-১১৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬০৭১, টার্গেট-১৩০০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বিশ্ববাজারের উত্থানেও বিমর্ষ ভারতীয় বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

বিশ্ববাজার এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক সূচকগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সেন্টার ও জিপিইউ কোম্পানিগুলির হাত ধরে শক্তিশালী উত্থান দেখা যাচ্ছে। তবে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ফেডারেল রিজার্ভের দৃষ্টি রয়েছে তাদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যের ওপর। সম্প্রতি সেখানে চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পতন দেখা গিয়েছে। কারণ কর্মসংস্থান ভালো থাকলে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার আরও বাড়ানো হতে পারে। ঋণে সুদের হার বাড়ার এই আশঙ্কায় ক্রিপ্টো বাজারে ধস নেমেছে এবং সোনার দামেও কিছুটা সংশোধন এসেছে। যদিও ডলার সূচক দুর্বল হলে এগুলিতে আবার ঊর্ধ্বমুখী গতি দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন বিদেশি বিনিয়োগকারী (এফআইআই/এফসিআই) উদীয়মান বাজারগুলি থেকে মূলধন সরিয়ে মূলত জাপান, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেমিকনডাক্টর ও মেমোরি চিপ কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করছে। ভারতের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের প্রথম দু'দিনে বিদেশি বিনিয়োগ এলেও, পরের দু'দিনেই আবার বিক্রি করার পুরোনো চিত্র ফিরে এসেছে। তবে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (ডিআইআই) বিপুল কেনাকাটার ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজার এক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে এবং বড় পতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ভারতীয় বাজারে বেশ কিছু সেক্টর দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগকারীদের হতাশ করছে। বিশেষ করে এফএমসিজি এবং আইটি সেক্টর বেশ মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি ডাবর ও হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের মতো কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তরে নেমেছে এবং আইটিসি ও নেসলের অবস্থায় কোনও উন্নতি হয়নি। আইটি সেক্টর আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আতঙ্কে

> **আদিত্য বিড়লা গ্রুপ কেবলস ব্যবসায় আগামী পাঁচ বছরে দ্বিতীয় সেরা হওয়ার ঘোষণায় পলিক্যাব, কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ, আরআর কেবলস কোম্পানিগুলিতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।**

ভুগছে। পাশাপাশি, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ আল্ট্রাটেকের মাধ্যমে 'ম্যাক্সভোল্ট' ব্র্যান্ডে কেবলস ব্যবসায় নামার এবং আগামী পাঁচ বছরে দ্বিতীয় সেরা হওয়ার ঘোষণা করায় বাজার জুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ফলে কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ, আরআর কেবল, পলিক্যাব, ফিনোলেক্স ও হ্যাভেলসের মতো তার ও কেবলস কোম্পানিগুলির শেয়ারে বড় পতন দেখা গিয়েছে।

এরই মাঝে ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জকে (এনএসই) বাজারে লিস্টিংয়ের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে সেবি। সমস্ত প্রক্রিয়া ঠিকঠাক থাকলে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকেই এনএসই-র বহুল প্রতীক্ষিত আইপিও বাজারে আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কেউ দিল কার্ড, কারও হাতে পোস্টার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রিয় শিক্ষিকার জন্য নিজের হাতে কার্ড বানিয়ে নিয়ে এসেছিল শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের ছাত্রী মেধা পাল। জীবনে শিক্ষকের অবদান তুলে ধরতে পোস্টার বানিয়েছিল দক্ষিণ শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র কুণাল সাহানি। শিক্ষক দিবসে তাড়াতাড়ি স্কুলে এসে ক্লাসঘর সাজিয়ে তোলা থেকে শুরু করে প্রিয় শিক্ষকের জন্য উপহার কেনা, সবেতেই মিশে রয়েছে শিক্ষকদের প্রতি পড়ুয়াদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। শনিবার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এদিন স্কুলগুলো পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলে বিশেষ মেনুর আয়োজন করেছিল। এদিন কলেজগুলোতেও শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

এদিন বেলুন, রিবন এবং শিক্ষকদের নিয়ে লেখা পোস্টার দিয়ে পড়ুয়ারা ক্লাসরুম সাজিয়েছিল। শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করে।

শিক্ষিকাদের জন্য কার্ড তৈরির পাশাপাশি ক্লাসঘর সাজিয়ে তুলেছে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী মেধা, গরিমা রায় সহ বাকি ছাত্রীরা। মেধা বলে, 'প্রিয় শিক্ষিকার জন্য কার্ডে কী ডিজাইন করব তা বেশ কয়েকদিন ধরে ভেবেছি। তারপর নিজের হাতে কার্ড বানিয়েছি।' ছাত্রীর কাছে এই উপহার পেয়ে আপ্লুত স্কুলের শিক্ষিকা দেবারতি পোদ্দার। তিনি বলেন,'আমরা পড়ুয়াদের নিজের হাতে তৈরি উপহার দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করি। কার্ডের পাশাপাশি অনেকে ক্লে দিয়ে ছোট ছোট মডেল বানিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছে।'

শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের শিক্ষিকারা এদিন পড়ুয়াদের কেক এবং চকোলেট দেন। স্পেশাল দিনের মিড-ডে মিলে ভাত, ডালের সঙ্গে ছিল মটরপনিরও। জগদীশ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে এদিন মিড-ডে মিলে ডাল, ভাতের পাশাপাশি দুটো ডিম ও মিষ্টির আয়োজন করা হয়। স্কুলের টিচার ইনচার্জ পার্থসারথি দাস বলেন,'পড়ুয়ারা সবাই মিলে অনুষ্ঠান করেছে। খুব আনন্দ করে দিনটি কাটিয়েছি।'

সামসিয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলে এদিন 'কেমন হবে আমার বিদ্যালয়' এই বিষয়ের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন টিচার ইনচার্জ জিয়াউদ্দিন আলি। শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল সহ শহরের বাকি স্কুলগুলোতেও এদিন শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

এদিন শিলিগুড়ি বিএড কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা। তিনি বলেন,'শিক্ষকরা ভারতের ভবিষ্যৎ গড়েন। এই দিনটি খুবই পবিত্র।' এদিন সূর্য সেন কলেজে কেক কেটে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

ভাঙা হল অবৈধ নির্মাণ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল পুরনিগম। শনিবার আর্থমুভার নিয়ে গিয়ে গোশালা মেইন রোডের পাশে নকশা বহির্ভূতভাবে তৈরি বাড়ি ও দোকানঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পারিবারিক বিবাদের জেরে বিষয়টি কমিশনারের শুনানিতে ওঠে। দু'দিন আগে বাড়ির মালিক দীপরাজ সরকারকে নির্মাণ ভেঙে ফেলার নোটিশ দেওয়া হলেও তা অমান্য করায় পুরনিগম পদক্ষেপ করে। দীপরাজ বলেন, 'আমাকে সাতদিন সময় দিলে আমি নিজেই ভেঙে দিতাম। কেননা এই বাড়িটি ৪০ বছরের বেশি পুরোনো। কিন্তু পুরনিগম যেটা ঠিক মনে করেছে, সেটাই করেছে।'

শিলিগুড়ি বার নির্বাচন

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন শনিবার অনুষ্ঠিত হল। বারের ১২৩ জন সদস্য ব্যালটে ভোট দেন। এর মধ্যে ৮টি ভোট বাতিল হয়। নির্বাচনে সভাপতি পদে জয়লাভ করেছেন অরুণ ঘোষ। সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মলয়কান্তি চক্রবর্তী ও স্বপন কুম্ভকার। নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সুপর্ণা বর্মন। কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব পেয়েছেন এসকে সজ্জন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর।

স্যারের পা ছুঁয়ে আবেগে ভাসলেন শংকর

শিক্ষক দিবসে শিলিগুড়ি কলেজে গিয়ে ছাত্রাবস্থা ও শিক্ষকতার পুরোনো স্মৃতিরোমন্থন করলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে কলেজের পঠনপাঠনে জোর দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতিতে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ রুখতেও এদিন কড়া বার্তা দেন তিনি।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের টিচার্স রুমে বসে চারপাশে তাকাতেই পুরোনো সেই শিক্ষকতার দিনগুলো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল মন্ত্রী শংকর ঘোষের। কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান শংকর বসাককে তিনি প্রশ্ন করেন, 'ল্যাবরেটরিটা কি এখনও আগের মতোই রয়েছে?' বর্তমানে ওই বিভাগের অধ্যাপিকা ঋতুপর্ণা সরকার উত্তর দিলেন, 'স্যর, আগের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।'

ল্যাবরেটরি ঘুরে ক্লাসরুমে যেতেই বেঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে শংকর বলে উঠলেন, 'এখানেই আমরা সবাই মিলে ছবি তুলব।' মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সূচনা লগ্ন থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত একটানা এই বিভাগে পড়িয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে পুরনিগমের মেয়র পারিষদ হওয়ার পর ভোটের গণনার দিনগুলো ছাড়া আর সেভাবে কলেজে পা দেননি। শনিবার একেবারে শিক্ষক দিবসের দিনে কলেজে পা দিলেন তিনি। শুধু মন্ত্রী বা বিধায়ক হিসেবেই নন, এলেন একেবারে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে। কলেজে ঢোকার পর থেকেই বারবার তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন এই কলেজের প্রাক্তন পড়ুয়া ও প্রাক্তন অস্থায়ী শিক্ষক থাকাকালীন দিনগুলোর স্মৃতিতে।

শুধু কলেজই নয়, শনিবার তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর স্কুলজীবনের শিক্ষক সুখময় দাসের কাছেও। সেখানে ছিলেন তাঁর আরও এক প্রাক্তন শিক্ষক সত্যজিৎ রায় বসুনিয়া। আবেগতাড়িত হয়ে স্কুলজীবনের ওই শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তিনি বলে উঠলেন, 'স্যর সবসময় স্যরই হন।' একসঙ্গে তুললেন ছবিও। শংকরবাবুর কথায়, 'এই আবেগ বলে বোঝানো যাবে না।' শনিবার ক্রেতাসুরক্ষা দপ্তরের একটি অনুষ্ঠান থেকে সোজা কলেজে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

> **কলেজে পড়াশোনা হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের বাইরের নেতৃত্ব কলেজের অভ্যন্তরে থাকতে পারবে না। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে এগিয়ে যাবেন।**
>
> **শংকর ঘোষ**

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে যে ক্লাসঘরে শংকর কথা বলছিলেন, পড়ুয়া থাকাকালীন সেখানেই ইকোনমিক্সের ক্লাস করতেন তিনি। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'এই ক্লাসেই আমার সময়ে ইকোনমিক্স পড়ানো হত। ধীরে ধীরে ইকোনমিক্সের পড়ুয়া কমে যেতে লাগল। কিছুটা দূরেই প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। সেখানে একবার সাতদিনের, একবার তেরোদিনের অনশন করেছিলাম। অনশনের মাধ্যমে 'টিচার্স কোটা' বন্ধ করেছিলাম। হিন্দি ও নেপালি অনার্স নিয়ে এসেছিলাম। কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলাম। স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে এদিন খোশমেজাজেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তিনি বলেন, 'সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন স্টেডিয়ামে বিজয় বেনেডিক্টকে নিয়ে এসেছিলাম। সেইসময় আমার বন্ধুই সোশ্যালের কার্ড জাল করেছিল।'

স্মৃতি রোমন্থন ও নস্টালজিয়ার মাঝে এদিন নিজের বক্তব্যে বেশকিছু কড়া বার্তাও দিতে দেখা যায় শংকর ঘোষকে। তিনি পড়ুয়া থাকাকালীন সময় থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ হয়ে এসেছে। বামেদের পর তৃণমূলও সেই ট্রেন্ড বজায় রেখেছে। এদিন শংকরের বিশেষ বার্তা, 'কলেজে পড়াশোনা হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের বাইরের নেতৃত্ব কলেজের অভ্যন্তরে থাকতে পারবে না। কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যেই যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করে এগিয়ে যাবেন।'

কলেজে পঠনপাঠনে বিশেষ জোর দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উদ্দেশেও তাঁর বিশেষ বার্তা, 'মাঠে কম, পড়ুয়ারা যাতে ক্লাসরুমেই থাকে, সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। ক্লাসের পড়া যাতে ক্লাসেই শেষ হয়ে যায়, বাইরে যাতে না যেতে হয়— সে ব্যাপারে প্রত্যেককেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা চাই, সকলে মিলে আমাদের কলেজকে উত্তরবঙ্গের সেরা কলেজ করে তুলব।'

স্কুল জীবনের শিক্ষককে প্রণাম করছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

এদিন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও বক্তব্য শেষে বিশিষ্টদের সম্মানিত করেন তিনি। স্টেডিয়াম সংলগ্ন টাওয়ারে উঠে এক তরুণকে উদ্ধার করা পর্বতারোহী নিহাল সরকার এবং আইনি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে নিজের উদ্যোগে গোটা বসার জায়গা পরিষ্কার করা শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রী তৃষা চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানান শংকর।

বিরিয়ানির হেঁশেলে শৌচালয়

প্রশাসনের লাগাতার অভিযানেও বেহুঁশ ইসলামপুর

ইসলামপুরে প্রশাসনের লাগাতার অভিযানেও শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁগুলির বেহাল দশার কোনও পরিবর্তন হয়নি। রান্নাঘরের ভেতরেই শৌচাগার, রান্নার সামগ্রীতে ইঁদুরের বিচরণ থেকে শুরু করে ফুড লাইসেন্স ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা। প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরে খাদ্য সুরক্ষা ও মহকুমা প্রশাসনের লাগাতার অভিযানেও শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁগুলির হুঁশ ফেরেনি। বাসি খাবার থেকে শুরু করে রান্নার সামগ্রীর ওপর অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে নর্দমার ইঁদুর। কোথাও নামী হোটেলের ফুড লাইসেন্স নেই, আবার কোথাও রান্নাঘরের ভেতরেই রয়েছে শৌচাগার। প্রশাসন শুধু সতর্ক করে আর নোটিশ ধরিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে, কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না— সাধারণ মানুষের এমনই অভিযোগ।

এদিন হাইস্কুল মোড় সংলগ্ন একটি বিরিয়ানির দোকানে হানা দিয়ে চক্ষু চড়কগাছ কর্তাদের। রান্নাঘরের ভেতরেই রয়েছে শৌচাগার। আর তার পাশেই চলছে বিরিয়ানি রান্না। স্থানাভাবে শৌচাগারের গা ঘেঁষেই খাবারের প্লেট ধোয়া হচ্ছে। শৌচাগারের নোংরা জল গড়িয়ে এসে মিশছে নালায়। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই বিরিয়ানিতে মেশানো হচ্ছিল কৃত্রিম রং। কর্তারা সেখানে কড়া ধমক দিয়ে আসেন। দিন দশেক আগে মহকুমা শাসক রুশালী ক্লার এই দোকানের ঠিক উলটোদিকের একটি হোটেলে অভিযান চালিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়নি।

এদিন শহরের কয়েক দশকের নামী একটি হোটেলে হানা দেয় প্রশাসন। দেখা যায়, তাদের ফুড লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। পাশের একটি হোটেলে ঢুকতেই নজরে পড়ে, রান্নার সামগ্রীর ওপর ঘুরছে ইঁদুর। হোটেল মালিকের সাফাই, 'নর্দমা থেকে ইঁদুর রান্নাঘরে ঢুকছে।' অন্যদিকে, নিউটাউন রোডের একটি বিলাসবহুল হোটেলেও মহকুমা প্রশাসন ও ফুড ইনস্পেকটর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান। আবাসিকদের খাবার সরবরাহ করা ওই হোটেলের মালিক বোতলবন্দি জল সরবরাহের লাইসেন্স দেখাতে পারেননি।

সন্ধ্যা নামতেই রাস্তার দু'ধারে গজিয়ে ওঠা ফাস্টফুডের দোকানগুলিতে গিজগিজে ভিড় হয়। স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় তুলে ব্যবসা চললেও, অধিকাংশের ট্রেড লাইসেন্স বা ফুড লাইসেন্স নেই। স্বাস্থ্য দপ্তরেরও এ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই বলে অভিযোগ। সবটাই যেন 'ওপরওয়ালা ভরসা'।

প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জয়ন্ত রায় বলেন, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে সতর্ক করছি। একাধিক অনিয়ম ধরেছি। দ্রুত ভুল না শুধরে নিলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।' ফুড ইনস্পেকটর পপি রায় বলেন, 'বাসি খাবার থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নজরে পড়েছে। ফুড লাইসেন্স ছাড়াও হোটেল চলছে। নিয়মিত অভিযানের পরও ব্যবসায়ীরা সচেতন না হওয়াটা উদ্বেগের। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়ে নির্দেশ অনুসারে নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

তবে সাধারণ মানুষের আক্ষেপ, জনস্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা বা সিল করে দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত পরিস্থিতির আদৌ পরিবর্তন হবে না।

ইসলামপুরে একই ঘরে বিরিয়ানির রান্নাঘর ও শৌচালয়। (ইনসেটে) অবাধে ঘুরছে ইঁদুর।

আক্রান্ত বিজেপি পদাধিকারী

প্রাক্তন তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : লোহার রড ও ছুরির মতো ধারালো জিনিস দিয়ে মারধরে গুরুতর জখম হলেন ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ও দলেরই এক কর্মী। তাঁদের দুজনের মাথাতেই আটটি করে সেলাই পড়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নরেশ মোড় এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বুথ সভাপতি গোপেশ রায়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূলের আমল থেকেই গোপেশ তাঁর দলবল নিয়ে নরেশ মোড় এলাকায় রাতেরবেলা হুজ্জতি করতেন। শুক্রবার রাতেও হুজ্জতি করতে গিয়েই এমন কাণ্ড বাধিয়েছেন বলে অভিযোগ। বিজেপির নেতা শুভঙ্কর সাহার আত্মীয় প্রদীপ সরকারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গোপেশের একটা চক্র কাজ করছে। একাধিক জমি দখলের সঙ্গেও গোপেশের নাম জড়িয়েছে।

এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'তৃণমূল আমলজুড়ে এরা মস্তানি, দাদাগিরি করে এসেছে। এখন বিজেপির আমলেও এরা যদি মস্তানি, গুন্ডাগিরি করতে চায়, তাহলে সেটা হবে না।'

প্রদীপ বলেছেন, 'আমরা পাঁচজন মিলে একটি বাড়ি থেকে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান শেষে নরেশ মোড় হয়ে ঘোগোমালির দিকে যাচ্ছিলাম। নরেশ মোড়ের কাছে হঠাৎই গোপেশ একজনকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা আটকে আমাদের গাড়ি দাঁড় করায়। এর পরেই তারা লোহার রড ও ছুরি বের করে আমাদের বাইরে বের হতে বলে।' প্রদীপের কথায়, 'আমরা কথা বলার জন্য গাড়ির বাইরে বের হতেই ওরা আমাদের দলেরই কর্মী দিবাস সরকারের ওপর চড়াও হয়।'

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় শুভঙ্কর পৌঁছাতেই তাঁর ওপর ওই দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ধারালো জিনিস দিয়ে আক্রমণের কারণে দিবাস ও শুভঙ্কর আহত হন। শুভঙ্করের সঙ্গীরা এলাকায় হাজির হওয়ার পর ওই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পরে প্রদীপের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গোপেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণও রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

স্বস্তিতে হকাররা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে ছাড় মিলেছে হকারদের। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন (এনজেপি)-এ ঢুকে ফের ব্যবসা করতে পারছেন ভ্রাম্যমাণ হকাররা। তবে এই সুযোগ ছটপুজো পর্যন্তই মিলবে বলে জানিয়েছেন হকাররা। হকাররা জানাচ্ছেন, আরপিএফের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আপাতত তাঁরা স্টেশনে হকারি করতে পারছেন। এতে পুজোর মরশুমে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন হকাররা।

আরপিএফের বিরুদ্ধে জুলুমবাজি এবং অতিরিক্ত জরিমানার অভিযোগ তুলে প্রায় মাসখানেক ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলেন ভ্রাম্যমাণ হকাররা। তাঁদের অভিযোগ, স্টেশনে ঢুকলেই আরপিএফ তুলে নিয়ে যাচ্ছিল এবং প্রত্যেককে ২০০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হচ্ছিল। এর প্রতিবাদে ২৪ অগাস্ট স্টেশনে আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন হকাররা। বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথাও জানিয়েছিলেন।

নিউ জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রবাদী হকার্স ইউনিয়নের ইনচার্জ কার্তিক দাস বলেছেন, 'তিনদিন ধরে হকাররা আবার কাজ শুরু করতে পেরেছেন।'

পুজোর আগেও আঁধারপুরী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের চেহারা নিত্যদিন বদলাচ্ছে। অলিগলিতে উঠছে বহুতল, গজাচ্ছে ঝাঁ চকচকে শোরুম। বাণিজ্যিক উন্নতির এই ছবি শুধু শহরের অন্দরেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে মাটিগাড়া থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও। ব্যস্ততম ইস্টার্ন বাইপাসের দু'পাশে গড়ে উঠছে একের পর এক শোরুম ও বড় বড় দোকানপাট। অথচ বাণিজ্যিক প্রসারের আলো ফুটলেও শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ধমনী রাতে তলিয়ে যাচ্ছে চরম অন্ধকারে। অভিযোগ, ইস্টার্ন বাইপাসের মতো ব্যস্ততম সড়কে বাতিস্তম্ভ কিংবা পথবাতির স্থায়ী ব্যবস্থা নিয়ে হেলদোল নেই প্রশাসনের। অন্ধকারের সুযোগে প্রায়ই ঘটছে সড়ক দুর্ঘটনা, বেড়েই চলেছে চুরির ঘটনা।

আশিঘর মোড় থেকে ঠাকুরনগর কিংবা বাণেশ্বর মোড়ের দিকে বাঁক নিলেই চোখে পড়বে সুবিশাল সড়কের বেহাল অন্ধকার দশা। অধিকাংশ জায়গায় আলো বা বাতিস্তম্ভ নেই। যেখানে কয়েকটি বাতিস্তম্ভ রয়েছে, সেগুলির অর্ধেকের বেশি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো। রাতে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আশিঘর এলাকায় দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ হতেই এলাকাটি পুরো আঁধারপুরীতে পরিণত হয়। হাইমাস্টের আলো অল্প কিছুদূর পৌঁছালেও ঢাকেশ্বরী মোড়, কানকাটা মোড় কিংবা ঠাকুরনগর পর্যন্ত দীর্ঘ সড়ক অন্ধকারে ডুবে থাকে। উলটোদিকে ডন বসকো মোড় বা বাণেশ্বর মোড়ের দিকে এগোলেও ছবিটা একই। বাইপাসের এক ব্যবসায়ী বলছিলেন, 'আলোর অভাবে ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেলে আরও অন্ধকার হয়ে যায়। সেই অন্ধকারের সুযোগে প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটছে।' নিয়মিত বাইপাস দিয়ে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রী কিশোর ঝা বলছিলেন, 'বাইপাসের অনেক জায়গাতেই আলো নেই। অন্ধকারে গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয়। হেডলাইটের আলো যতটুকু পৌঁছায় ততটুকুই দৃশ্যমান হয়। অনেক সময় পথচারী, কুকুর অনেক কিছুই নজরে আসে না, এরফলে ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। ক'দিন আগে সামান্যের জন্য বেঁচে গিয়েছি।' অন্যদিকে শান্তিনগরের বাসিন্দা রিপন পাল বলছিলেন, 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক অথচ যেন প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয় রাতে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এখানে আলোর ব্যবস্থা করা।'

এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'এই কাজটি এসজেডিএ-র। এসজেডিএ নতুনভাবে গঠন হয়ে গেলেই বাইপাসে আলোর কাজ করা হবে। আশা রাখছি দুর্গাপুজোর আগেই আলোর ব্যবস্থা করা হবে রাস্তায়।'

সন্ধ্যা হলে আঁধার নামে ইস্টার্ন বাইপাসের এই রাস্তায়। -সংবাদচিত্র

নার্সিংহোমে আগুন

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের প্যাথলজিকাল ল্যাবের চিকিৎসকের চেম্বারে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সন্ধ্যায় নার্সিংহোমের বেসমেন্ট থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ধোঁয়ায় গোটা নার্সিংহোম ঢেকে যাওয়ায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বেশ কয়েকজন রোগীকে পাশের ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, 'নার্সিংহোমের আগুনের এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে, তা তদন্ত করে দেখা হবে।' আগুনে চিকিৎসকের চেম্বারটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। নার্সিংহোমের এক কর্তার কথায়, 'প্রতি মাসে মক ড্রিল হয়, তাই কর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছেন। পুলিশ, দমকল ও স্থানীয় বাসিন্দারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আগুনে বেশ কিছু সামগ্রী নষ্ট হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ভিনগ্রহী কোয়ারান্টিন কেন্দ্র

মঙ্গল গ্রহ বা চাঁদ থেকে আনা মাটি বা পাথরের নমুনায় যদি সত্যিই কোনও অজানা অণুজীব লুকিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোকে সরাসরি পৃথিবীতে নিয়ে আসাটা কতটা নিরাপদ? এই মারাত্মক ঝুঁকি এড়াতেই এবার বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব দিচ্ছেন খোদ চাঁদের বুকেই একটা 'কোয়ারান্টিন কেন্দ্র' বানানোর! পরিকল্পনাটা হল, মহাকাশ থেকে আনা যে কোনও নমুনা প্রথমে চাঁদের ওই কেন্দ্রে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তারপর তা নিরাপদ মনে হলেই কেবল পৃথিবীতে আনার ছাড়পত্র দেওয়া হবে। এর পেছনে যুক্তি বেশ জোরালো। অতি ক্ষুদ্র কোনও ভিনগ্রহী জীবাণু যদি একবার পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে ঢুকে পড়ে, তবে তার পরিণতি কল্পনার বাইরে ভয়ংকর হতে পারে।

টিকটিকির টিউমারে ক্যানসার মুক্তির সূত্র

পোষা লেপার্ড গেকো— দেখতে অত্যন্ত নিরীহ একটা ছোট্ট টিকটিকি। অথচ তার শরীরেই লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষের মারণরোগ ক্যানসার গবেষণার এক বিশাল বড় সূত্র! সম্প্রতি এক অস্বাভাবিক গেকোর শরীরে বারবার অত্যন্ত আক্রমণাত্মক টিউমার তৈরি হতে দেখে অবাক হয়ে যান গবেষকরা। আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, সেই টিকটিকির টিউমারের জিনগত পরিবর্তনগুলো অনেকটাই মানুষের ক্যানসারের কোষের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এতদিন ক্যানসার নিয়ে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীদের মূলত ইঁদুর বা ল্যাবরেটরির কৃত্রিম কোষের ওপরই নির্ভর করতে হত। কিন্তু এই ছোট্ট গেকো যেন সেই খামতি পূরণ করার এক অভিনব আর জীবন্ত সুযোগ এনে দিয়েছে। এমন প্রাকৃতিকভাবে ক্যানসার-প্রবণ প্রাণী নিয়ে গবেষণা করলে এই জটিল রোগের বিবর্তন আরও নিখুঁতভাবে বোঝা যাবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানী মহল।

দাঁতের গর্তে মৌমাছির নাসারি

প্রকৃতি যে কতখানি বিস্ময়কর হতে পারে, তার এক আশ্চর্য প্রমাণ মিলল সম্প্রতি। প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগে, বরফযুগের কোনও এক সুবিশাল প্রাণীর দাঁতের গর্তকেই নিজেদের আরামদায়ক বাসা বানিয়ে ফেলেছিল একদল মৌমাছি! জীবাশ্মে সংরক্ষিত সেই প্রাচীন দাঁতের ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মৌমাছির নিজস্ব বাসা বানানোর নিখুঁত কৌশল। সেখানে রয়েছে ছোট ছোট কুঠুরি, যেখানে পরম যত্নে ডিম পাড়া হত এবং বাচ্চারা বড় হত। চারপাশের চরম বৈরী পরিবেশে বনভূমি বা গাছের কোটর না পেয়ে, প্রকৃতির হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছে, তাতেই নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল এই বুদ্ধিমান পতঙ্গরা।

পেটের ব্যাকটিরিয়ার দফারফা

ডায়েট বা ওজন কমানোর চক্করে চিনির বদলে যে কৃত্রিম মিষ্টিকারক বা সুইটনার এখন হামেশাই ব্যবহৃত হয়, তার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে রীতিমতো ভাবাচ্ছে এক নতুন গবেষণা। পরীক্ষাগারে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, বাজারে চলতি অনেক মিষ্টিকারক সরাসরি পেটের উপকারী ব্যাকটিরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। আরও চমকপ্রদ আর ভয়ের তথ্য হল, একশোরও বেশি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এই মিষ্টিকারকগুলো নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে সম্পূর্ণ অন্যরকম আচরণ করছে, যা আলাদাভাবে ব্যবহার করলে হয়তো হত না। অর্থাৎ, ওজন কমানোর অন্ধ ভরসায় যে সুইটনার আপনি নিয়মিত খাচ্ছেন, তা হয়তো আপনার নিত্যদিনের জীবনদায়ী ওষুধের কার্যকারিতাতেই অজান্তে থাবা বসাচ্ছে!

বিক্ষুব্ধদের নিয়ে পরপর সভা, দাবি উড়িয়ে কটাক্ষ মোহিতের

কংগ্রেসও আমার সঙ্গেই : ভিক্টর

রায়গঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। একদিকে তিনি দাবি করছেন, কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা-কর্মী তাঁর পাশে রয়েছেন। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আজাদ হিন্দ মঞ্চ- ব্যানারে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের নিয়ে ধারাবাহিক সভা করছেন। ইতিমধ্যে বাজারগাঁও-১, বাজারগাঁও-২ ও চাকুলিয়ায় সভা করেছেন। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর ও গোয়ালপোখরে এবং ১২ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জের বিন্দোল ও বাহিন এলাকায় সভার কর্মসূচি রয়েছে।

গত শুক্রবার বাজারগাঁও-২ অঞ্চলের সভায় দেখা গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কংগ্রেস

আলি ইমরান রামজ (ভিক্টর)

সদস্যদের। শনিবার রায়গঞ্জ ব্লকের জগদীশপুর অঞ্চলের ঝামাবোনা ফুটবল মাঠে আজাদ হিন্দ মঞ্চের ডাকে আয়োজিত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ভিক্টর। তবে বৃষ্টির কারণে প্রত্যাশিত জনসমাগম হয়নি। সভা থেকে ভিক্টর বলেন, 'দীপা দাশমুন্সি, শুভঙ্কর সরকার ও মোহিত সেনগুপ্ত ছাড়া সবাই আমাকে চাইছেন। কংগ্রেস আমার সঙ্গেই আছে। আগামীদিনে রাহুল গান্ধিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমাদের মঞ্চ তাঁর পাশে থাকবে।' এরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায় তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের জেলায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষের নাম এসআইআর-এর জন্য বাতিল হয়েছে। এর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। পাশাপাশি প্রাইভেট স্কুলের ক্ষেত্রে কড়া আইন কার্যকর করে আরএসএসের অধীনে ১ হাজার স্কুল তৈরি করতে চাইছে সরকার। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছি।'

> 'দীপা দাশমুন্সি, শুভঙ্কর সরকার ও মোহিত সেনগুপ্ত ছাড়া সবাই আমাকে চাইছেন। কংগ্রেস আমার সঙ্গেই আছে। রাহুল গান্ধিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন।
>
> -আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর

অন্যদিকে, ভিক্টরের দাবি উড়িয়ে জেলা কংগ্রেস নেতা মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'ওঁর সঙ্গে কেউ নেই। এত জনপ্রিয়তা থাকলে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে হারতেন না। লোকসভা ভোটে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রেই মাত্র এক হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন। একজনও কংগ্রেস সদস্যকে সঙ্গে নিতে পারবেন না, দল ভাঙতেও পারবেন না।' ভিক্টরকে উদ্দেশ্য করে মোহিতের সংযোজন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়ার পর উনি আজাদ হিন্দ মঞ্চ তৈরি করেন। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর সেই মঞ্চের ব্যানারে কর্মসূচি নিচ্ছেন। কিছু তৃণমূল ও সিপিএমের লোকজন ওঁর সঙ্গে আছেন, কোনও কংগ্রেস নেতৃত্ব নেই।' যদিও ভিক্টরের দাবি, কংগ্রেস তাঁকে বহিষ্কার করেনি এবং তিনিও কংগ্রেস ছাড়েননি। জনপ্রিয়তা মেনে নিতে না পেরে তিন নেতা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মহম্মদ হাসিম সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও উপপ্রধানরা। এককথায় ভিক্টরের ধারাবাহিক সভাকে ঘিরে জেলা কংগ্রেসের অন্দরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হচ্ছে।

শিশুকে দুধ দিতে থামল দার্জিলিং মেল

নৈহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর : রেলের মানবিক পদক্ষেপ। আর তাতেই সামাজিক মাধ্যমে উঠেছে প্রশংসার ঝড়। এক মহিলা যাত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে, তাঁর শিশুসন্তানের জন্য দুধ নিতে নৈহাটি স্টেশনে থামল ৮ ঘণ্টা দেরিতে চলা শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল। নৈহাটি স্টেশনে প্রিমিয়াম ওই ট্রেনটির কোনও স্টপ নেই। তা সত্ত্বেও থেমেছে ট্রেন। ফেসবুকে ভাইরাল এক পোস্টে দাবি করা হয়েছে এমনই। যদিও ওই পোস্টের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

জটের কেন্দ্রবিন্দুতে নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে রেললাইনে ধস। ফলে ঘুরপথে চলায় দেরিতে ছুটছিল শিয়ালদাগামী ট্রেনটি। বাতানুকূল এ২ কামরায় শিশুসন্তানকে নিয়ে সফর করছিলেন এক মহিলা যাত্রী। মালদার পর থেকে ট্রেনটি দেরিতে চলতে থাকায় বিপাকে পড়েন ওই মহিলা। আগের থেকে কিছু ঠিক না থাকায় শিশুর জন্য অতিরিক্ত দুধ নিতে পারেননি তিনি। বিপদের মুহূর্তে আর কোনও উপায় না পেয়ে উত্তরপ্রদেশে থাকা স্বামীকে ফোন মারফত বিষয়টি জানান ওই মহিলা। এরপর তাঁর স্বামী ভারতীয় রেলের 'রেল মদত' অ্যাপে ঘটনা সবিস্তার জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন। তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টি দেখে কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদার কমার্সিয়াল কন্ট্রোল রুম থেকে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ডিআরএম অফিসে।

রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ঠিক ছিল, ব্যান্ডেল স্টেশনেই সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিও অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ওই মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর ঠিক হয়, ট্রেনটি নৈহাটি পৌঁছোলেই জরুরি সিগন্যাল দিয়ে থামানো হবে দার্জিলিং মেলকে। সেই অনুযায়ী নৈহাটিতে ট্রেনে উঠে দুধের বোতল পৌঁছে দেয় ভারতীয় রেল।

মাছের খোঁজ ঘোলা জলে।। শনিবার পূর্ব ফুলবাড়ির ডুডুয়া নদীতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

ক্যানভাসে

প্রথম পাতার পর

দেওয়া দেওয়া হবে সেই কারণেই। ইনফ্লুয়েন্সার বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই রাখা হয়েছে বৈচিত্র্য।

রাজ্য পর্যটন দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারের প্রিমিয়াম ডিজিটাল বিলবোর্ড, বুর্জ খলিফার এলইডি ফ্যাসাড এবং লন্ডনের হিথরো ও জাপানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশেষ প্রচার চালানো হবে। বিদেশের ভারতীয় দূতাবাস ও মিশনগুলিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। দেশের অভ্যন্তরেও প্রচারের ঝড় তুলতে চলেছে রাজ্য। পুজোর সময় পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে তৈরি করা হচ্ছে ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনাও।

সেজন্য ভারতের বিভিন্ন বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে ১৫০টি বিশাল হোর্ডিং, আধুনিক কিয়স্ক ও সাইনেজ বসানো হবে। ভারতের প্রধান ১০টি বিমানবন্দর, ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন এবং রাজ্যজুড়ে প্রায় ১ হাজার পুজো প্যান্ডেলে চলবে মেগা ব্র্যান্ডিং। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দাবি করতেন, তাঁর সরকার দুর্গাপুজোকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে গিয়েছে। তাতে বাণিজ্যও ভালো হচ্ছে। ক্ষমতায় এসেই আন্তর্জাতিক মহলে শারদোৎসবকে নতুন মাত্রা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে বিজেপির রাজ্য সরকার। প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যের মিশেলে বাঙালির দুর্গোৎসবকে ব্র্যান্ডিং করে বিশ্বকে ছুঁয়ে ফেলার তাই এই পরিকল্পনা বলে মনে করা হচ্ছে।

ধস সরিয়ে স্বাভাবিক, গড়াল ট্রেনের চাকা

প্রথম পাতার পর

'সমস্ত কাজ হয়ে গেলে, যন্ত্রাংশ সরিয়ে নেওয়া হবে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে যাত্রী পরিষেবা।' যদিও ফরাক্কার ওই বিপর্যয় রেল দপ্তরের কাছে অত্যন্ত সতর্কবার্তা বয়ে এনেছে। ওই সমস্যার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কাও থেকে গিয়েছে। তেমন সম্ভাবনা ঠেকাতে রেলপথের নীচে ভূমিধসের কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ টিম তৈরি করেছে রেল দপ্তর।

জলাশয়ের পাশে রেললাইনের ওই অংশ এই বিপর্যয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। রেলকর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, পাশে পুকুর থাকায় লাইনের নীচে মাটি অনেক নরম। টানা ভারী বৃষ্টিতে নরম মাটি বসে গিয়ে রেললাইনের ধস হয়ে থাকতে পারে। প্রায় তিনদিন ধরে রেলপথ বন্ধ হয়ে থাকায় শনিবারও দিনভর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছিল শুনসান। যাত্রী না থাকায় বাস, সিটি অটো, টোটো, অটোচালকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কি রুটে বাস চালান হীরেন হালদার। তিনি বলেন, 'অসমে বন্যা ও নেপালে বিপর্যয়ের কারণে বাসে এমনিতেই যাত্রী কম হচ্ছিল। তারপর ট্রেন বাতিল হয়ে যাওয়ায় একেবারে ফাঁকা বাস চালাতে হচ্ছে।' স্টেশনের বাইরে সিটি অটোচালক অরুণ দত্ত বলেন, 'প্রতিদিন অন্তত ৩টি ট্রিপ করতে পারি। আজ সারাদিনে একটি মাত্র ট্রিপ করতে পেরেছি। ২০০ সিটি অটো এখান থেকে প্রতিদিন চলে। সকলের একই অবস্থা।'

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতাগামী বাসের টিকিটের চাহিদা অবশ্য ক্রমশ স্বাভাবিক হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যার পর বাসের টিকিট মিলেছে।

দেনায় শিলিগুড়ি পুরনিগম

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'শেষ পুর বোর্ড পুরনিগমের কাঁধে বিপুল ধারের দায় চাপিয়ে গিয়েছে। তা কীভাবে পরিশোধ করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। এক্ষেত্রে যদি স্পেশাল ফান্ড পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে খানিকটা সুরাহা হত। তবে আমরা প্রাথমিকভাবে আয় বৃদ্ধিতে জোর দিতে শুরু করেছি।'

তৃণমূল জমানায় পুরনিগমের নিজস্ব তহবিল সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আয়ের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে আয়ের আড়ালেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। পুরকর্তাদের একাংশের আশঙ্কা, কর আদায় থেকে শুরু করে পার্কিং সহ জঞ্জাল সাফাই বাবদ ফি ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে।

অন্যদিকে আয় ছাপিয়ে পরিকল্পনাহীনভাবেই খরচের বহর বাড়ানো হয়েছিল। ফলে দেনার অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। সেই সঙ্গে নিজস্ব তহবিল একেবারে শূন্য হয়ে পড়েছে। ফলে নিজস্ব তহবিলের অর্থ খরচ করে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডকে বেগ পেতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে কোনওমতে পুরকর্মীদের বেতন সহ বেশ কিছু জরুরি কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব হলেও বকেয়া পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সূত্রের খবর, তৃণমূল জমানায় আয় ছাপিয়ে খেলাধুলো থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রচারের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে বিভিন্ন খাতে নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য সহ উন্নয়নকল্পে রাস্তা থেকে শুরু করে ড্রেন কিংবা কালভার্ট সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও যথেচ্ছভাবে শহরজুড়ে সৌন্দর্যায়নের কাজও করা হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিকল্পনাহীনভাবে খরচের জেরেই দেনার অঙ্ক বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিকাদারদের বকেয়া টাকা মেটাতে গিয়েও পুর কর্তৃপক্ষকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে কাউন্সিলার ল্যাডের পাওনা মেটাতে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা অমিত জৈন বলেন, 'সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয় বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আমরা আশঙ্কা করছি এক্ষেত্রেও দুর্নীতি হয়েছে। ইতিমধ্যে ভিজিলেন্স টিম তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে ভিজিলেন্স টিমের কাছেও অভিযোগ জানানো হবে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নিকাশিনালার ওপর যথেচ্ছ নির্মাণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তা সংলগ্ন নিকাশিনালার ধার ঘেঁষে উঠেছে লোহার খুঁটি। ওপরে দেওয়া হয়েছে ছাউনি। কোথাও আবার নিকাশিনালার ওপরেই তৈরি হয়েছে ঘর। জলপাই মোড় থেকে পাঁচ নম্বর মহানন্দা সেতু পর্যন্ত রাস্তার একধার বরাবর দেদার দখলদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আদৌ কি এই নালা আর পুনরুদ্ধার করা যাবে?

এমনিতেই জল জমে যায় পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকায়। তার ওপর গত দেড় মাস সুযোগ বুঝে নিকাশিনালার ওপর চলেছে বেলাগাম দখলদারি। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা কোঅর্ডিনেটর অনীতা মাহাতোর বক্তব্য, 'শুধু ওই এলাকাই নয়। শহরজুড়ে নিকাশিনালার ওপর এ ধরনের দখলদারি রয়েছে। পুর প্রশাসনকে বিষয়টা দেখতে হবে।' এ নিয়ে অবশ্য পুরনিগমের কারও বক্তব্য মেলেনি।

জলপাই মোড়ের সঙ্গে পঞ্চম মহানন্দা সেতুর সংযোগকারী রাস্তাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার একপাশ দিয়ে গিয়েছে বড় নিকাশিনালা। সেই নালাই এখন দখলদারির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক দিক থেকে এলাকাটি ধীরে ধীরে গুরুত্ব পেতে শুরু করায় একেবারে রাস্তার ওপর বাড়ি-দোকান তুলে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এজন্য নিকাশিনালার ওপর ঘর, দোকান-রাস্তা পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশিনালা দখল করে চলছে ব্যবসা। শনিবার।

এদিন ওই অংশে গিয়ে দেখা গেল, পরপর দোকান এগিয়ে এসেছে রাস্তার ধার পর্যন্ত। লোহার খুঁটি তুলে শেড দিয়ে বাড়ানো হয়েছে এলাকা। নীচে বেশ কিছু জায়গায় ওপরে ঢালাইও দেওয়া হয়েছে। নীচ দিয়ে তো নিকাশিনালা গিয়েছে। কোনওভাবে জল আটকে গেলে তখন কী হবে? প্রশ্ন করতেই দোকানে বসে থাকা এক তরুণ বলে উঠলেন, 'ওই সব সাফাইকর্মীর দায়িত্ব। আমরা তো নালার ভিতর কিছু আটকাইনি। নালার ওপর দোকানঘর করেছি।' মাধুরী শা নামের এক মহিলা আবার বলে উঠলেন, 'বাড়ির লোকসংখ্যা বেড়েছে। ঘরের প্রয়োজন। তাই নিকাশিনালার ওপরে ঘর বানিয়েছি। নীচে তো সব পরিষ্কারই আছে। আশপাশ দিয়ে সাফাইকর্মীরা পরিষ্কার করে নেবেন।'

বিষয়টা নিয়ে অবশ্য তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছেন ওই এলাকার সাফাইকর্মীদের একটা অংশ। এক সাফাইকর্মীর কথায়, 'যা পরিস্থিতি তাতে দখলদারি না সরানো গেলে এই নিকাশিনালা কোনও দিন পরিষ্কার করা যাবে না।' ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনোতোষ সাহানির কথায়, 'এখনই যদি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা না হয়, তাহলে পরবর্তীতে এই নিকাশিনালা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

জমি দখলে ধৃত কাজল

প্রথম পাতার পর

পরে সেখান থেকে তাঁকে ফাঁসিদেওয়া থানায় পাঠানো হয়। রাত পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য কাজলের স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি।

কাজল গ্রেপ্তার হওয়ার পর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। অনেকে পটকা ফাটিয়ে খুশি প্রকাশ করেন। বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুকে বিভিন্ন সময়ে কাজলের গ্রেপ্তারের দাবি তুলতে দেখা গিয়েছে। এদিন কাজল গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি বলেন, 'একটা মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পত্তির উপর দাদাগিরি করেছেন, বাহুবল দেখিয়ে আইন মানেননি। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।' কাজল গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিজেপি নেতাদের অনেকেই এদিন খড়িবাড়ি থানায় ভিড় করেন। সেই ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে বেশ বেগ পেতে হয়।

উত্তরে ভয় বাড়াচ্ছে সিকিম

প্রথম পাতার পর

খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তর, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়, সিকিম হিমবাহ-বিপদ কমিশন, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, ব্রহ্মপুত্র বোর্ড এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা সেই দলে ছিলেন। তাঁরা শুধু উপগ্রহচিত্র দেখেননি, হ্রদের গভীরতা মাপা, ভূগর্ভের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ পরীক্ষা, জিপিএস-নির্ভুল সমীক্ষা, জলপ্রবাহ মাপা, ভূ-রূপ বিশ্লেষণ এবং আবহাওয়া মাপার যন্ত্র বসিয়ে সরাসরি মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্য দিয়ে পরবর্তী ধাপে জলভাণ্ডার সম্ভাব্য স্রোতের কম্পিউটার মডেল তৈরির কথা জানিয়েছে সিকিম সরকার।

এই সমীক্ষার পিছনে আরও বড় বিপদের ছবি রয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নে সিকিমে ৪০টি উচ্চ-ঝুঁকির হিমবাহ-হ্রদ রয়েছে। তার মধ্যে ১৬টি সর্বোচ্চ 'এ' শ্রেণিতে। এই ১৬টির ১৩টিই মঙ্গন জেলায় এবং ১২টি লাচেন ছু অববাহিকায়। হ্রদগুলির উচ্চতা ৪,৭৪০ থেকে ৫,৪৭০ মিটার। জলধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ১০.৬ কোটি ঘনমিটার পর্যন্ত। আরও ভয়ংকর, ১৬টির মধ্যে ১০টির স্বাভাবিক জল বেরোনোর স্পষ্ট পথ নেই। ১৪টি হ্রদের উপর তুষারধস বা বরফখণ্ড পড়ার সম্ভাবনাও চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ বিপদ শুধু হ্রদের জল নয়, বরফ, পাথর, মাটি এবং জল একসঙ্গে নেমে আসতে পারে।

এই ঝুঁকি যে নিছক আশঙ্কা নয়, তার প্রমাণ ২০২৪ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা জার্নাল রিমোট সেনসিং অ্যাপ্লিকেশন : সোসাইটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এ ২০২৪-এর মাঝামাঝি প্রকাশিত গবেষণাটি করেছিলেন সৌরভ কৌশিক, মহম্মদ রফিক, জয়দেও কে ধরপুরে, ইয়ান হাওয়াট, জোয়াকিম মুরগাট, পিকে যোশি, তেজপাল সিংহ ও আন্দ্রেয়াস ডিটজ। গবেষকদের মধ্যে ছিলেন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইনোভেটিভ রিসার্চ, ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ার্ড পোলার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিসার্চ সেন্টার, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, সিএসআইআর বা সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং জার্মান রিমোট সেনসিং ডেটা সেন্টারের বিজ্ঞানীরা। উপগ্রহচিত্রে ২৩২টি হিমবাহ-হ্রদের নতুন তালিকা তৈরি করেন গবেষকরা। 'অ্যানালিটিক হায়ারার্কি প্রসেস' পদ্ধতিতে ঝুঁকি বিচার করে সাতটি সবচেয়ে বিপজ্জনক হ্রদের বাঁধ ভাঙার পরিস্থিতি কম্পিউটার মডেলে পরীক্ষা করা হয়।

সেই পরীক্ষায় ফল তিস্তা অববাহিকা এলাকার মানুষদের ঘুম উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গবেষকরা জানিয়েছেন, খাঙ্গুং হ্রদ ভাঙলে চরম পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ স্রোত হতে পারে প্রতি সেকেন্ডে ৯,৫০৪ ঘনমিটার এবং দক্ষিণ লোনাকের ক্ষেত্রে ৮,৪২১ ঘনমিটার। এমনকি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মডেলেও ইয়ংদি হ্রদ থেকে অন্তত ৪৪৭ ঘনমিটার প্রতি সেকেন্ডে জল চুংথাং পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। গবেষকদের হিসেব অনুসারে, সরাসরি বিপদের মুখে পড়তে পারে ১০ হাজারের বেশি মানুষ, প্রায় ১৯০০ বসতি, পাঁচটি সেতু ও দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস রিসার্চ জার্নালে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সৌরভ অধিকারী, রাজেশ কুমার, রেবিকা ছেত্রী এবং সিকিম স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজির আরকে শর্মা, বিক্রম গুপ্ত ও অনুগ্রহ কামির একটি যৌথ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তিকিপ হ্রদের উপগ্রহ তথ্য, ভূমিরূপ এবং জলভাণ্ডার কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করা হয়। দেখা যায়, ১৯৯০-এর পর দ্রুত বেড়ে ওঠা এই হ্রদের বাঁধ ভেঙে জল উপচে পড়লে চরম পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ স্রোত হতে পারে প্রতি সেকেন্ডে ৬,০৭২ ঘনমিটার। বিপদের তালিকায় রয়েছে তাশিডিং বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ১৭টি ভবন, পাঁচটি সেতু, ২২০ মিটার রাস্তা এবং কৃষিজমি। ২০২৬-এর সরকারি নথিতে তিকিপ হ্রদকে ক্যাটিগোরি-এ'এর ১৬টির মধ্যে রাখা হয়েছে এবং তার প্রাকৃতিক বহির্গমন পথ না থাকার উল্লেখও করা হয়েছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা সায়েন্স-এ প্রকাশিত ২০২৫ সালের গবেষণায়। অশিম সাট্টার, ক্রিস্টেন কুক, শশীকান্ত রাই সহ ৩৩ জনের আন্তর্জাতিক গবেষকদল, যার সঙ্গে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়, লুসান বিশ্ববিদ্যালয়, কমেট গবেষণা গোষ্ঠী সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত ছিল। গবেষকদল উপগ্রহচিত্র, ভূ-রূপতাত্ত্বিক তথ্য ও মাঠ থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে ২০২৩ সালের দক্ষিণ লোনাক বিপর্যয় পুনর্গঠন করেন। তাঁদের হিসেব অনুসারে, হিমবাহের পাশের ১.৪৭ কোটি ঘনমিটার বরফ-মাটি হ্রদে পড়ে প্রায় ২০ মিটার উঁচু ঢেউ তৈরি করেছিল। তাতে প্রায় ৫ কোটি ঘনমিটার জল বেরিয়ে যায় এবং সঙ্গে প্রায় ২৭ কোটি ঘনমিটার পলি তিস্তা উপত্যকায় নেমে আসে।

এই শেষ সংখ্যাটিই উত্তরবঙ্গের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সিকিমের বিপদ যখন তিস্তায় নামে, তখন তা আর শুধু বন্যা থাকে না। জল নদীর তলদেশে বিপুল পলি ফেলে নদীর স্বাভাবিক জলধারণ ক্ষমতা বদলে দিতে পারে। তারপর স্বাভাবিক বর্ষার জলও সেই পরিবর্তিত নদীতে নতুন বিপদ তৈরি করতে পারে। আর পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গললে তার শেষ ঠিকানা হতে পারে উত্তরবঙ্গের নদী, জনপদ, সেতু এবং শহর।

ফলে সবদিকের বিবেচনায় মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মাষ্টমীতে প্রসবের ধুম

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন নার্সিংহোম ও হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, জন্মাষ্টমীর দিন যতগুলি সিজার হয়েছে, তার মধ্যে কন্যাসন্তানের সংখ্যাই বেশি। নতুন বাবা-মায়েরাও তাঁদের দু'হাত দিয়ে সেই মেয়েদের আগলে নিয়েছেন। ছেলে না মেয়ে, তাঁদের কাছে সেটি বড় কথা নয়। জন্মাষ্টমীর দিনে লক্ষ্মী ঘরে আসায় খুশি প্রত্যেকেই।

এমন প্রবণতা অবশ্য কোচবিহারেই প্রথম নয়। ২০০৯ সালে কলকাতাতেও জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে সিজারের সংখ্যা বেড়েছিল। সেদিন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সম্ভাব্য প্রসবের তারিখ এগিয়ে এনে সিজার করানোর অনুরোধ এসেছিল। অর্থাৎ শুভ তিথিতে সন্তানের জন্ম দেওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা নতুন নয়। তবে কোচবিহারের এবারের ছবিতে কন্যাসন্তানের আধিক্যই আলাদা করে নজর কাড়ছে।

এমজেএন হাসপাতালের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ যোগেশচন্দ্র বর্মা বললেন, 'কিছুদিন হল লক্ষ করছি, বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই ধরনের অনুরোধ আসে। তবে সব ক্ষেত্রেই যে অনুরোধ রক্ষা করতে পারি তা নয়। অনেক সময় মায়ের শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁদের বুঝিয়ে নিরস্ত করা হয়। এবারও এরকম ঘটনা ঘটেছে। জন্মাষ্টমীর দিন আমার হাতেই সিজারিয়ান ডেলিভারিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে। এঁরাও এই বিশেষ দিনটির জন্য অনুরোধ করেছিলেন।'

তবে উৎসবের আবেগের মধ্যেও চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা স্পষ্ট। শুভদিন দেখে নয়, সন্তানের জন্মের সময় ঠিক করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে। কারণ অপ্রয়োজনীয় সিজারে মা ও শিশুর ঝুঁকি থেকে যায়। অলক সাঁতরার কথায়, 'উৎসবের দিনে সন্তান জন্ম নেওয়া অবশ্যই আনন্দের। কিন্তু তারিখের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মা ও শিশুর সুস্থতা।' স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিকও একই বার্তা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। তাকে সম্মান করতেই হবে। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের প্রবণতা বাড়লে তা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে উদ্বেগজনক।'

সেই সুনীল সময়

কবি, গদ্যকার, সাংবাদিক, সম্পাদক, সর্বোপরি এক বিস্ময়কর জনপ্রিয় সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ছিল বহুমাত্রিক। ৯২তম জন্মদিনের আগে ফিরে দেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে।

‘সুধাভ্রমে বিষ খাই, বিষ এত মিষ্টি বুঝি?’

টিপ্‌লু বসু

জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ; সম্বন্ধের ধূসরতা ও নতুনতা, তাই কবিতা। গ্রিসদেশে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি গল্প আছে। এক ভাস্কর এক অপূর্ব নারীমূর্তি দীর্ঘসময় ধরে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দাবি, কবিতা নয়, ভাস্কর্যই শ্রেষ্ঠ শিল্প। পাথরের প্রতিটি দানা কেটে অবশেষে সত্যিই যখন মূর্তিটি সম্পূর্ণ হল, ভাস্কর নিজের শিল্পে নিজেই মুগ্ধ হয়ে বললেন ‘আহা কবিতা!’ এই যে অসাধারণ সব শিল্পমুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতার মতো মনে হওয়া, প্রমাণ করে আমাদের অনুভূতির সর্বোচ্চ প্রকাশকে আমরা কবিতার সঙ্গে তুলনা করেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই।

যিনি নিজেকে গদ্যকার, ঔপন্যাসিক বা সম্পাদক কোনও পরিচয়ে পরিচিতির অপেক্ষা নিজের ‘কবি’ পরিচয়কে সর্বোপরি রাখতে চান, সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন,

‘শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম,
শুধু কবিতার জন্য আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।
মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা,
শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।’

কবিতার প্রতি এই অসামান্য ভালোবাসায় কবি সুনীল হয়ে উঠেছেন একটি প্রজন্মের স্বপ্ন, সংশয়, প্রেম, বিদ্রোহ এবং একাকিত্বের ভাষা। কবিতার সুনীল একাধারে প্রেমিক, নাগরিক, স্বপ্নদ্রষ্টা, বিদ্রোহী এবং গভীরভাবে আহত আধুনিক এক মানুষ। তাই সুনীল শুধু ‘প্রেমের কবি’ বা ‘কৃত্তিবাস প্রজন্মের কবি’ নন, তাঁর কাব্যিক বিস্তৃতি তাঁর কবিতার অন্তরে নিহিত রয়েছে।

সুনীলের প্রথম কবিতা ‘একটি চিঠি’ ১৯৫১ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’ বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীর প্রকাশনা ছিল। কাব্যগ্রন্থটির সম্পর্কে সুনীলের বক্তব্য, ‘অত্যন্ত কাঁচা লেখা, না বের হলেই ভালো হত।’ তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ‘আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি’, ‘হঠাৎ নীরার জন্য’, ‘রাত্রির রঁদেভু’, ‘স্মৃতির শহর’, ‘যুগলবন্দী’ (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে), ‘সোনার মুকুট থেকে’, ‘সোনালি দুঃখ’ ইত্যাদি আরও কিছু।

> সুনীলের কবিতাগুলির মধ্যে এক নাগরিক কণ্ঠস্বর অনুরণিত। তাঁর ভাষা অলংকারের ভারে নত নয়। কথ্য অথচ কাব্যময় এক স্বাভাবিক ভাষার তিনি জন্মদাতা, যা কখনও অন্তরঙ্গ, কখনও দুঃসাহসী।

সুনীলের কবিতাগুলির মধ্যে এক নাগরিক কণ্ঠস্বর অনুরণিত। তাঁর ভাষা অলংকারের ভারে নত নয়। কথ্য অথচ কাব্যময় এক স্বাভাবিক ভাষার তিনি জন্মদাতা, যা কখনও অন্তরঙ্গ, কখনও দুঃসাহসী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে মানবিক অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত করেছে তাঁর কবিতাগুলি। প্রেম, শরীর, যৌবন, স্মৃতি, ব্যর্থতা, রাজনীতি, শহর, নিঃসঙ্গতা সবকিছুই তাঁর কাব্যের অন্তর্গত। ভাষার এই সহজ কাব্যময়তা এবং কবিতায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মেলবন্ধন তৎকালীন তরুণ প্রজন্মকে কবিতা লিখতে প্রাণিত করেছে। কবিদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবেই ১৯৫০-এর দশকের বাংলা কবিতায় একটি নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে, সুনীল ছিলেন সেই পরিবর্তনের প্রধান মুখ। ‘কৃত্তিবাস’ শুরুর কথা প্রসঙ্গে সুনীল বলেন, ‘আমরা কয়েকজন বন্ধু ঠিক করেছিলাম, এমনভাবে কবিতা লেখার চেষ্টা করতে হবে, যা পূর্ববর্তী কবিদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে... কথ্য ভাষাই আমাদের কবিতায় ব্যবহৃত হবে। সচরাচর সাধারণ মানুষ যে সমস্ত শব্দ পথে-ঘাটে ব্যবহার করে সেগুলো আমরা চয়ন করে ব্যবহার করব। কবিতার প্রয়োজনে কোনও শব্দই অপবিত্র নয়। আমাদের কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক।’ ‘কৃত্তিবাস’কে ঘিরে এক তরুণ কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

সুনীলের কবিতার প্রধান স্বর ‘প্রেম’। সেই প্রেমে ওতপ্রোত রয়েছে শরীর, আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি, বিচ্ছেদ, অপরাধবোধ, অনিশ্চয়তা এবং না পাওয়ার যন্ত্রণা। তাঁর ‘ভালোবাসার কোনও জন্ম হয় না/ মৃত্যু হয় না’। ভালোবাসা তাঁর ‘জন্মকবচ’। সেই ভালোবাসাকে ভালোবেসে তিনি এক অসামান্য ভয়হীন রোমান্টিকতার জন্ম দেন। তাঁর কবিতার প্রতিটি ‘অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে ভোরের কোকিল।’

সুনীল জীবনে প্রথম যে নারীর মুখ চুম্বন করেন সে রক্তমাংসের নারী নয়, অথচ পরিপূর্ণ নারী। সুনীলের ভাষায়, ‘সরস্বতীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার একসময় রোমাঞ্চ হয়। কী অপূর্ব গড়ন। নিখুঁত কোমরের খাঁজ, মসৃণ উরু, সুমেরু পর্বতের চূড়ার মতো দুই বক্ষ... মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যাই এবং সেই বরবর্ণিনীর কুচযুগে আমার হাত রাখি। যেন একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ টের পাই। এখানে কেউ নেই, কেউ দেখবে না, আমি সেই বিম্বাধরে চুম্বন করি। আমি সেই মূর্তির প্রেমে পড়ে যাই,... দু’দিন পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় আমার চোখে জল এসেছিল।’

তাঁর অন্বেষণ শুরু হয় প্রিয় নারীর জন্য। তাঁর কবিতায় ‘নীরা’র উন্মেষ ঘটে। ‘হঠাৎ নীরার জন্য’ তাঁর স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়,

‘বাসস্টপে দেখা হল তিন মিনিট অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ....’

নীরা কবির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তাঁর অধরা প্রেম ও রহস্যময় সৌন্দর্যের প্রতিমা। তিনি জানেন, ‘নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে।’ নীরার প্রতি ভালোবাসায় তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ,

‘এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ আমি কি এ হাতে
কোনও পাপ করতে পারি।’

এরপর ষোলোর পাতায়

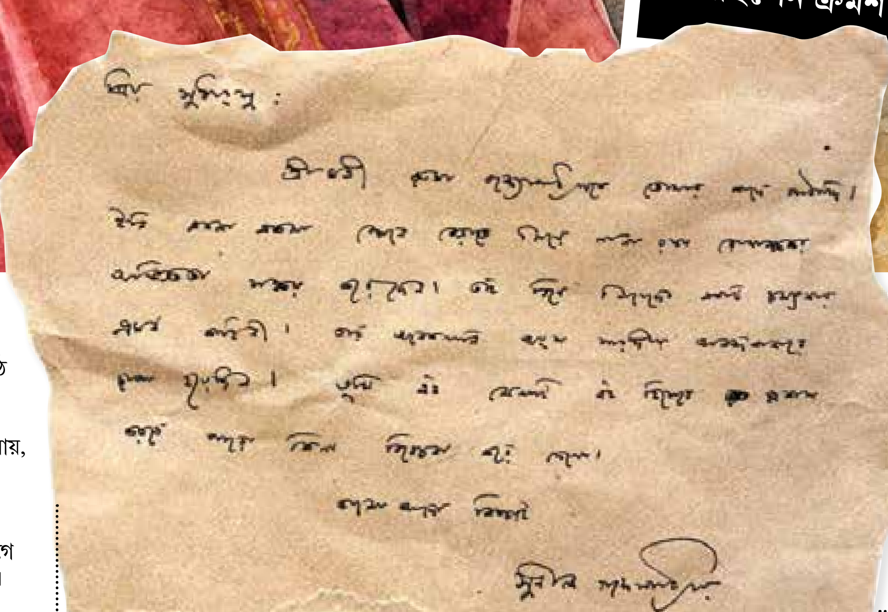

সহজ জলের মতো কথার চলন

কৌশিক জোয়ারদার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন তরুণ কবি। দেশ পত্রিকার দপ্তরে এলেন একটা গল্প জমা দিতে। সে সময়ে গল্পের বিভাগটি দেখতেন বিমল কর। হয়তো ঠাট্টা করেই, বিমল কর গল্পটি হাতে নিয়ে বললেন, ‘কবিতাই তো বেশ লিখছিলে।’ সুনীল যে গল্পও লিখবেন বেশ এবং বেশি, তখন বিমলবাবুর পক্ষে হয়তো অনুমান করা সম্ভব হয়নি। পরে সুনীলের প্রতিপত্তি এমনই বৃদ্ধি পেল যে, গুজব রটে গেল দেশ পত্রিকার অফিসে সুনীলের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হচ্ছে। গুজবই, কিন্তু বিমল কর চাকরি ছেড়ে দিলেন। এতে সুনীলের সত্যি কোনও হাত ছিল না, কিন্তু লেখার হাতটির গুণেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্রাট হয়ে উঠলেন।

বাদল বসু লিখেছেন, ‘সুনীলের মতো জনপ্রিয় তাঁর সমসাময়িক কোনও সাহিত্যিক হতে পারেননি।’ বলাই বাহুল্য, এই জনপ্রিয়তা কেবল কবিতার কারণেই নয়। বস্তুত কবি সুনীল না গদ্যকার সুনীল, কে বেশি জনপ্রিয়, এই নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। নিজেকে হয়তো তিনি কবি হিসেবে দেখতেই পছন্দ করবেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন, ‘কবিতা আমার প্রথম প্রেম, কিন্তু গদ্য লিখতে হয়েছে অজস্র।’

দিস্তা দিস্তা লিখতে হয়েছে বলে নিন্দুকেরা অনেকে বলেন, গুণমানের সঙ্গে তিনি আপোস করেছেন ঢের। সব ক্ষেত্রের মতোই সাহিত্যেও বিরোধিতার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান লাগে। কৃত্তিবাসের কালাপাহাড় সুনীল নিজেই একসময়ে প্রতিষ্ঠান হয়ে গিয়ে কৌতুকে নিজের কীর্তিকে কতিপয় ক্রুদ্ধ লেখকের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখতেন। সব লেখা কারওরই উতরোয় না, কিন্তু সুনীলের গদ্যে অনেক উজ্জ্বল বন্দর, আপনি নোঙর ফেলতে পারেন।

> কবিতা লিখে পয়সা হয় না, তরুণ কবিটি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই প্রথম সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই গল্পে, উপন্যাসে এবং অন্য নানান ধরনের গদ্যে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন ক্রমশ।

কবিতা লিখে পয়সা হয় না, তরুণ কবিটি অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই প্রথম সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই গল্পে, উপন্যাসে এবং অন্য নানান ধরনের গদ্যে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন ক্রমশ। কবিতার পাশাপাশি তাঁর গদ্যভাষার স্বকীয়তা সমসময় লক্ষ্য না করে পারেনি।

সুনীল তখন আমেরিকার আয়ওয়া শহরে, রাইটার্স ওয়ার্কশপে যোগ দিতে গেছেন। সৌজন্যে কবি পল এঙ্গেল। সেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় তখন গদ্যে-পদ্যে হাংরি আন্দোলনের ঢেউ। আমেরিকা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত মলয় রায়চৌধুরীকে চিঠি লিখেছিলেন। বাপরে বাপ, কী গদ্য সেই চিঠির! শ্লীল সাহিত্যভাষায় কীভাবে মাস্তানি প্রদর্শন করতে হয়, জানতে হলে চিঠিটি পড়ুন। যারা পড়েছেন, ভুলতে পারবেন না সেই সগর্ব ঘোষণা : ‘কলকাতা শহরটা আমার। ফিরে গিয়ে আমি ওখানে রাজত্ব করব।’ করে যে ছিলেন, সময় সাক্ষী।

তো সেই চিঠিতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘বালজাকের মতো আমি আমার ভোকাবুলারি আলাদা করে নিয়েছি কবিতা ও গদ্যে।’ সুনীলের গদ্যের সহজ সাবলীল চলনের কারণেই তিনি সর্বস্তরের পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন ও আছেনও। যাঁরা জনপ্রিয়তাকে ভালো সাহিত্যের পরিপন্থী মনে করেন, তাঁরা অবশ্য তাঁর সাহিত্যপ্রতিভায় সন্দেহ করে আসর জমাতেন। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, গদ্যে সুনীল জলের ভিতরে মাছের মতো।

আমার বাড়িতে কোনও শারদসংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস থাকলে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সবার আগে ওইটাই পড়তেন। এমনকি নিন্দুকেরাও।

এরপর ষোলোর পাতায়

সংবাদের নিতলছায়ায়

মধুময় পাল

মালকানগিরির পুলিমেটলা থেকে মাঝে মাঝে ফোন করতেন নির্মলকান্তি ঢালি। বলতেন, দাদা, আমাদের বাংলা থেকে খেদিয়ে দিলেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি থেকেও তাড়ালেন। আমাদের সন্তানরা আর বাংলা বলে না। আমরা আর বাঙালি থাকতে পারলাম না। শুধু বাংলার বাইরে নয়, বাঙালির বাইরে আমাদের সদগতি হল।

শুনে যেতাম। নির্মলকান্তিকে বলবার কিছু ছিল না।

দাদা, আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়া খেয়েছি। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া দেশ পাকিস্তানে ছিলাম সংখ্যালঘু। সেখানে আমাদের কথা শোনার লোক কম ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুস্থানে কেন আমাদের উচ্ছেদ করা হল, সে প্রশ্ন করতে পারলাম কই? কীভাবে উচ্ছেদ করা হল সে কথা বলতে পারলাম কই? এখানেও কি চাপা দ্বিজাতিতত্ত্ব নেই? নেই ছোটলোকদের প্রতি উপেক্ষা? দাদা, শুনেছিলাম গণশুনানি হবে, আমাদের যন্ত্রণার কথাগুলো জনসমক্ষে বলতে পারব। গণশুনানি কেন হল না? আমাদের কথা কি বাংলার মানুষ শুনতে চায় না? বাংলায় আর ভিটে চাই না, অনুদান চাই না, ত্রাণ চাই না। শুধু নিজেদের কথাগুলো বাংলার মানুষকে শোনাবার একটা সুযোগ চাই।

চুপ করে থাকি।

একদিন নির্মলকান্তি চুপ করে গেলেন। তারপর চুপ চিরতরে।

মানুষ আর কই, সবই রাজনীতি, নির্মলদা!

নির্মলকান্তি ঢালি খুলনার দেশভিখারি। ১৯৬৯-এ পরিবারের সঙ্গে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তখন স্কুলের ছাত্র। ১৯৭৮-এ দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে নিজেদের শ্রমে ও সাধনায় যে ‘নেতাজিনগর বিদ্যাপীঠ’ গড়ে তুলেছিলেন, তিনি তার প্রধান শিক্ষক।

সেই স্কুলে পড়াতেন রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভবনাথ মণ্ডল, কণিকা বিশ্বাস, গোবিন্দলাল মিস্ত্রি, পারুল দে, স্নেহলতা মল্লিক, সুকুমার পাল প্রমুখ ১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এঁরা কেউ উচ্চশিক্ষিত নন, পড়ানোর অভিজ্ঞতাও ছিল না। সুন্দরবনের মাটিতে নিজেদের বাসস্থান গড়ে তোলবার সাধনায় ব্রতী তাঁরা বুঝেছিলেন, শিক্ষা ছাড়া বাসস্থান হয় না। নির্মলকান্তিকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন উদ্বাস্তু নেতারা।

উচ্ছেদ-অভিযানের শুরুতেই সেই স্কুল, জঙ্গলের মাটি-কাঠ-পাতা এবং দেশভিখারিদের শ্রম ও স্বপ্ন দিয়ে তৈরি লেখাপড়ার ঘরগুলি জ্বালিয়ে দেয় সরকারি আধিকারিক তথা পুলিশের ‘উপাচার্য’রা। ছোটলোকের আবার শিক্ষা লাগে কীসে!

‘মানুষের বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়’, এই কাদামাটির দেশ সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে একাধিকবার গিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একবার বর্ষায় উত্তাল রায়মঙ্গল ডিঙিতে পেরিয়ে। ডিঙিতে কেন? মরিচঝাঁপিতে অলিখিত অবরোধ জারি করেছে প্রশাসন। দ্বীপে ঢোকা ও বেরোনো নিষিদ্ধ, উদ্বাস্তুদের জন্য তো বটেই, সাংবাদিক, বিরোধীপক্ষের রাজনীতিবিদ, এমনকি শুভানুধ্যায়ীদের জন্যও। পানীয় জল আনতে যাওয়াও নিষিদ্ধ, পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বধূদের, মেয়েদের। এইরকম জবরদস্ত নিষেধাজ্ঞা ভেঙে দ্বীপের মাটিতে পা রেখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দেখা, অভিজ্ঞতা এবং বিনম্র পরামর্শ চিঠির আকারে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮। কেন নয় প্রতিবেদন? শাসকের বারণ ছিল।

এরপর ষোলোর পাতায়

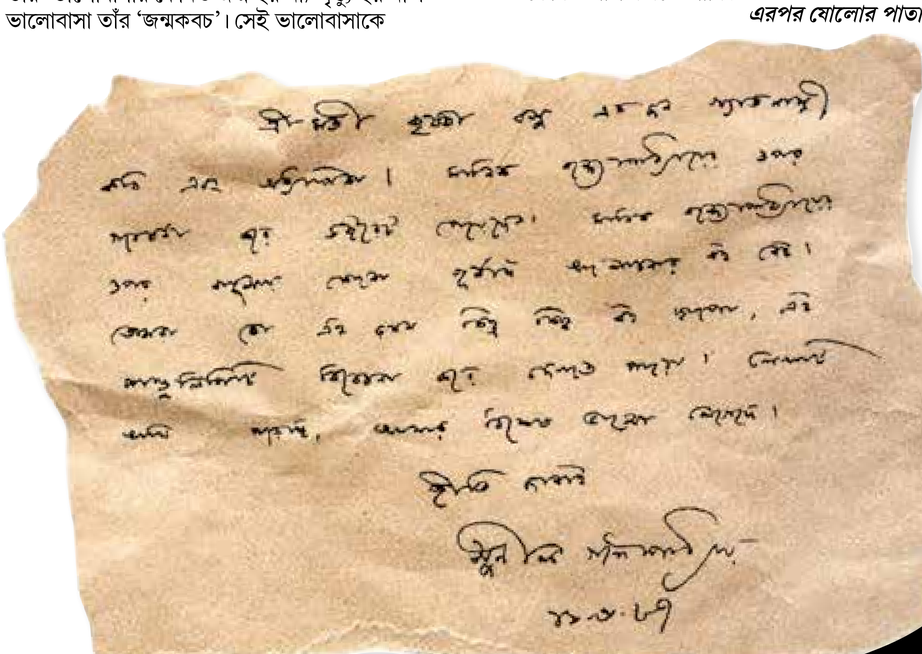

> ‘মানুষের বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়’, এই কাদামাটির দেশ সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে একাধিকবার গিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

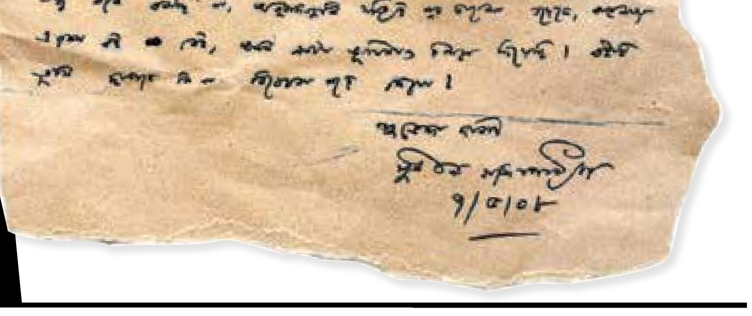

পরিণয়ের পরিণতি

সাগরিকা রায়

প্রবল শীতে কাঁপিয়ে দিয়ে মাঘ যাই যাই করছে। আসছে ফাল্গুন। গুণ কতটা আছে, সে বিচার পরে, কিন্তু এই সময়েই মানুষ বেশি করে ফাঁদে পড়ে। কাঁদেও। সেটা পরে। কিছু নিমন্ত্রিত মাটনের আশায় টন টন মেকআপ সাঁটিয়ে হাতে পিনুশাড়ির ব্যাগ নিয়ে বেজার মুখে রওনা হয় বিয়েবাড়ির উদ্দেশ্যে। তবে শুধু শীতেই নয়, গরমেও ফাঁদে পড়ে কেউ কেউ। সে বর বা কনে হোক, বা নিমন্ত্রিতরা হোক।

নিমন্ত্রিতরা ফাঁদে পড়ে?

পড়ে বাপু! আগে শোনো।

একবার এক বিয়েবাড়িতে গেছিলাম। সে ছিল ঘোর গরমের রাত। ডুয়ার্সে বিয়েবাড়ির নিয়মই হল, সন্ধে থেকেই জমে ওঠা। রাত এগারোটার মধ্যে মোটামুটি হালকা হয়ে যায়। নিমন্ত্রিতরা চলে যান নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে। রেখে যান তাঁদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এন্তার ফুচকার শালপাতার বাটি, কফি/চায়ের লিলি কাপ। আর থাকে কিছু শ্রান্ত, ক্লান্ত পরিবেশকরা।

নিমন্ত্রণ পেয়েছি যে বিয়েবাড়ি থেকে, তা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমরা হুট করে রিকশা চাপতুম না। সেদিনও 'এই তো কাছেই' বলে বাড়ির দশজনের মধ্যে পাঁচজনই রওনা হয়ে গেলাম। বড়দা বলেছে, 'সন্ধের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে এসে উত্তমকুমারের সিনেমা দেখব ডিডি বাংলায়।'

সেদিন উত্তমকুমার এমন উত্তম ব্যবস্থা আমাদের জন্য রেখেছেন, জানলে আগেই মুগ্ধ হয়ে রওনা হতুম। যখন গিয়ে বিয়েবাড়িতে পৌঁছলাম, তখনই সাড়ে সাতটা বাজে। কনেকে সাজানোই কমপ্লিট হয়নি। সে নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে। এক পৃথুলা খুব চেষ্টা করছেন কনের মুখে পাউডার সাঁটিয়ে দেওয়ার। এই সময় বড়দা চলে গেল খাবারের মেনু জেনে আসতে। আমি তো উদগ্রীব হয়ে আছি। কী খবর আনে বড়দা!

খানিক পরে বড়দা যখন ফিরে এল, হাতে মেনুকার্ড নেই। মুখে বিগলিত হাসি মেনুকার্ড হয়ে ঝুলে ঝুলে আসছে।

বড়দা বলল, 'চিংড়ি আছে। মেয়ের জামাইবাবু জানালো।'

আমার মন তখন 'কে বিদেশি/মন উদাসী' কেন গাইতে লেগেছে, জানি না। আমার এইরকমই হয়। যথাসময়ে অ্যাপ্রোপিয়েট কথা মাথায় আসে না। খুব খুশির মুহূর্তে দুঃখের গান মনে আসবেই। যাক, চিংড়ি শুনে আমি মনে মনে স্টার্টারের ব্যবস্থা নেই কেন বলে যে গান ফায়ারের ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম, সেটা বড়দা দূর করে দিল।

এমন হাসিমুখ বেশিক্ষণ রাখা যাচ্ছিল না। রাত বাড়ছে। সন্ধে থেকে রাত, রাত থেকে গভীর রাত, তারপর গভীরতম রাত আসছে যখন, খেয়াল করলাম, বড়দাকে দেখা যাচ্ছে না।

আরে! সে গেল কোথায়? আমরা সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বড়দার খোঁজে যেতে দেখি, কয়েকটা বাঁশের আড়ালে ছোট্ট প্যান্ডেল বানিয়ে খাবারের জায়গা করা হয়েছে, আর সেখানে বড়দা তীব্র গতিতে হাত ও মুখ চালাচ্ছে!

মানে?

বড়দা বলল, 'পারলে বসে পড়। এইমাত্র রান্না বসেছে। কিচ্ছু হয়নি এখনও। রাত বারোটায় রান্না বসেছে।'

'তাহলে তুমি খাচ্ছ কী দিয়ে?'

'লাউঘণ্ট।'

'চিংড়ি?'

'ঐ তোর লাউঘণ্টে কুচো ছিটিয়ে দিয়েছে। এটাও পাবি কিনা...! বিয়েবাড়িতে ঝামেলা লাগার আগেই যা পাবি খেয়ে কেটে পড়। এসব হল বাদ্যিকরের খাদ্যি।'

অগত্যা! তখনও লাউ ভালো সেদ্ধ হয়নি। পুরো ঝোল। আমরা কয়েকজন সেই বাদ্যিকরের খাদ্যি দিয়ে খেতে শুরু করেছি। বড় জামাই এসে বলল, 'মেয়ের বিয়েতে এত নিমন্ত্রিত ডাকে কেউ? আমার শ্বশুরের যত বোকামি। আমি এসে শুধু রান্নার আইটেম পালটে দিয়েছি। আর সময়টা। অনেকেই চলে গেছেন।'

এসব কথা বাপু সব জায়গায় বলা যায় না। পরের দিন আমাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'কী খেলে কাল বিয়েবাড়িতে?'

বড়দা গম্ভীর মুখ করে বলল, 'প্রণ উইথ পমকিন এটসেট্রা।'

প্রশ্নকর্তা না বুঝেই বলে উঠল, 'বাহ!'

ডুয়ার্সের বিয়েবাড়ির মজাই অন্যরকম। এক ভদ্রলোক কী করে, কোন কায়দায় তিব্বতে না গিয়ে রানাঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে কাহিনী অজানা। তবে রানাঘাট থেকে তিনি যে ডুয়ার্সে কাজের আশায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সে জানি। ডুয়ার্সে একবার গিয়ে পৌঁছালে এমন মায়ায় পড়ে যেতে হয়, সে জায়গা ছেড়ে বনবাসে যেতে বোধহয় রাম-লক্ষ্মণও পারতেন না। সেই ভদ্রলোক মানে সুশান্ত ভট্টাচার্যি আস্তে আস্তে জমিয়ে বসলেন সেখানে। ছেলের বিয়ে দেবেন, এরকম একটা মহামুহূর্তও এসে গেল। আবার আমরাও নিমন্ত্রিত হয়ে 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস' বলে রওনা হলাম। সে ছিল এক বৌভাতের দুপুর।

গিয়ে যখন পৌঁছলাম, দেখি রথের মেলা লেগেছে ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে। সে ভিড়ের কথা একমাত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে করিয়ে দেয় এই ভেবে যে, যদি আগুন লাগে সবাই একটা দরজা দিয়েই তো বের হওয়ার চেষ্টা করবে! পরস্পরের চাপেই না প্রাণটি যায়।

ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম, প্রাইমারি স্কুল কাল ছুটি থাকবে। সব বেঞ্চ চলে এসেছে এখানে। আর বেঞ্চে জায়গা রেখে সবাই বসে অপেক্ষা করছে কী আসে! কী আসে! চোখ নিয়ে।

আমরাও ঠেসেঠুসে বসেছি এক ধারে। টোটাল বারোজন পরিবেশক একবার ঘুরে গেল। দুর্দান্ত পরিস্থিতি। যাত্রা শুরু হওয়ার আগে যেভাবে ওয়ার্নিং বেল বাজে, সেভাবেই পরিবেশকরা আমাদের দেখে গেল।

এরপর আসতে শুরু করেছে একের পর এক পরিবেশক। সবাই লোকাল ছেলে। প্রথমে ভাত দিয়ে শুরু হল। এরপর আসতে শুরু করেছে ডাল। মুসুরি দিয়ে শুরু। এরপর মুগ, ছোলা, মটর, অড়হড়, খেসারি, কলাই, বিউলির ডাল এল। পরের পর বালতি হাতে পরিবেশকরা ডাল সিজন তৈরি করে ফেলল। ডালের পর ডাল। ডুয়ার্সের এক বিয়েবাড়ি মুহূর্তে হয়ে গেল ডাললেক। এক ডেন্টিস্ট সারা মুখে লেপে থাকা ডাল নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুশান্তবাবু, আপনারে আমি জেলে দিমু!' কেউ কেউ হুমকি দেওয়ার আগে নিজেই হুমড়ে পড়ে গেছেন বেঞ্চের ওপরে।

অনেকে পালাতে শুরু করেছে। একটা খবর লিক হয়েছে। সুশান্তবাবু ডাল খেতে ভারী পছন্দ করেন, তাই...! সম্ভবত আরও ডাল আসছে বালতিতে চেপে। তারপরে কী হয়েছিল? আমি ছিলাম নাকি এরপরেও? যঃ পলায়তি স জীবতি!

এবারে একটা ছোট্ট গল্প আছে। বিয়েবাড়ি নিয়েই। বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই মত্ত নতুন সম্পর্ক নিয়ে। 'এ উহারে খাওয়ায় দিচ্ছে' এই মহামত্ত ভালোবাসার একচুল ফুটো দিয়ে কালনাগিনী ঢুকে পড়ল। কেউ একজন আবিষ্কার করেছে, বরের গোত্র কনের গোত্রের সঙ্গে এক লেভেলে যায় না। অর্থাৎ বর কনের থেকে নীচু শ্রেণি।

বোঝো! মুহূর্তে দৃশ্যপট চেঞ্জ হয়ে 'এ উহারে খাওয়ায় দিচ্ছে' থেকে 'এ উহারে মারতে যাচ্ছে'-তে রিপ্লেস হয়ে গেল। কনের বড় জামাইবাবু মার্ক্সকে গুরু গ্রহণ করেছেন সেই কোনকালে। সব বাণী মনেও নেই। তিনি জানেন, গম্ভীর গলায় কড়া কথা বলতে হবে। বাম হাতের তালুর ওপর ডান হাত দিয়ে ঘুষি মেরে চলেছেন, আর মুখে অবিরত, 'সেই ভদ্রলোক কোথায়, যে আমাকে এটিকেট শেখাচ্ছিল? তাকে সামনে আনো।'

লাও তো বটে! কিন্তু আনে কে? বিয়েবাড়ির ভিড়ের মধ্যে সেই সহবত শিক্ষক তখন মারমুখী বড় জামাইকে দেখে সেই গোত্রগুরুর স্মরণ নিয়েছিলেন কিনা, জানা নেই। সেই গুরু, যার গোত্রগ্রহণ করে আজ এই গাত্রবেদন।

রসরঙ্গ

ডুয়ার্সে বিয়েবাড়ির নিয়মই হল, সন্ধে থেকেই জমে ওঠা। রাত এগারোটার মধ্যে মোটামুটি হালকা হয়ে যায়। নিমন্ত্রিতরা চলে যান নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে। রেখে যান তাঁদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এন্তার ফুচকার শালপাতার বাটি, কফি/চায়ের লিলি কাপ।

ঠাকুমার পাকঘর

মটর ডালের বড়া দিয়ে কচুগাঠির ডালনা

দীপ্তি ভদ্র
নতুনপাড়া
জলপাইগুড়ি

রোয়া গাড়ার সময় এলেই ছোটবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বর্ষার জলে চারদিক তখন থইথই করছে। ধানখেতে একহাঁটু কাদায় লাঙল চলছে। আমন ধানের বিছন তৈরির ব্যস্ততা গ্রামের সর্বত্র। কিন্তু বর্ষার এই সময়টাতেই ঘরের রান্না নিয়ে চিন্তা বাড়ত। অত জলে কুমড়ো গাছের গোড়া পচে যেত, হাটে দু-একটা সবজি যা উঠত, !তার দামও থাকত নাগালের বাইরে। সবার কড়াইয়ে আর সবজি জুটত কই তখন গ্রামের মানুষের ভরসা ছিল চারপাশের জল-জঙ্গল। জলে ডোবা নানা শাকপাতা, আর বিশেষ করে শোলা কচু, কচুগাঠি। মনে পড়ে, আমার ঠাকুমা বলতেন, বর্ষার দিনে কচুগাঠি থাকলে আর রান্না নিয়ে বেশি ভাবনা নেই। সামান্য ডাল দিয়ে বড়া বানিয়ে, একটু মশলা কষিয়ে তিনি যে কচুগাঠির ডালনা রান্না করতেন, তার স্বাদ আজও ভুলতে পারিনি। এখন বাজারে সারাবছর কত রকমের সবজি পাওয়া যায়। তবু বর্ষার দিন এলে আর কচুগাঠি চোখে পড়লে ঠাকুমার সেই রান্নার কথাই মনে পড়ে। আজও আমাদের বাড়ির সকলের বড় প্রিয় সেই স্বাদ। তাই যত্ন করে রান্না হয় মটর ডালের বড়া দিয়ে কচুগাঠির ডালনা।

উপকরণ
কচুগাঠি, ভিজিয়ে রাখা মটর ডাল বাটা, নুন, হলুদ, সর্ষের তেল, জিরা, আদা, ধনে ও লংকাবাটা। ফোড়নের জন্য একটি শুকনো লংকা, গোটা জিরা ও তেজপাতা।

প্রণালী
প্রথমে কচুগাঠিগুলি খোসা ছাড়িয়ে হালকা সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর মটর ডাল বাটার সঙ্গে সামান্য নুন ও হলুদ মিশিয়ে ছোট ছোট বড়া বানিয়ে ভেজে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে শুকনো লংকা, গোটা জিরা ও তেজপাতার ফোড়ন দিতে হবে। তার মধ্যে সেদ্ধ কচুগাঠিগুলি দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। তারপর পরিমাণমতো নুন ও হলুদ দিয়ে আদা, ধনে ও লংকাবাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। মশলা কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর ভেজে রাখা মটর ডালের বড়াগুলি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটতে দিতে হবে। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা যাবে।

পুরোনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

কথার চলন

পনেরোর পাতার পর

সমালোচনাকে সুনীল খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। কালজয়ী সাহিত্য বলে কিছু হয় কি না, এই নিয়েই তাঁর সন্দেহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান না থাকলে কে আর তাঁকে আজও মনে রাখত, এইরকমই বলেছিলেন কোথায় যেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গদ্যের উৎকর্ষে তাঁর সন্দেহ ছিল না, মানুষের স্মৃতির উপরেই ভরসা রাখেননি তিনি।

তবে কবিতায় নীরার পাশাপাশি, গদ্যে নীললোহিত, নীলমানুষ রণজয় এবং কাকাবাবুর মতো এতগুলি জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি আরও অনেক দিন পাঠকদের মনে বেঁচে থাকবেন। আমরা সবাই একদিন যেতে চাই দিকশূন্যপুর, আমাদের সবার ভিতরে বাস করে একজন নীলু, যার বয়স সাতাশেই থেমে থাকে।

তবে সত্যি বলতে কী, সাতাশের অধিক না বাড়লেও, ভিতরে ভিতরে বয়স কমে আমি প্রায়শই কিশোরত্বপ্রাপ্ত হই। সেই কিশোরটি ভোলে না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ভাঁড়িয়ে এক দুষ্ট লোক তার প্রকৃত কৈশোরে কী দুঃখই দিয়েছিলেন!

সুদূর অতীতে, সেবার হস্টেল থেকে উত্তরবঙ্গে ফেরার সময়ে ভয়াবহ বৃষ্টি আর বন্যার কারণে কলকাতায় শিয়ালদহের একটি হোটেলে আটকা পড়েছিলাম। হোটেলেরই আবাসিক, মোটাসোটা গোলগাল, কানের দু'পাশে পুরুষ্টু জুলফি নিয়ে একটা লোক আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'হলদে বাড়ির রহস্য পড়েছ? আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'

আমাকে আর পায় কে! বইপোকা আমি তো তাঁর কিশোরপাঠ্য সব লেখা গোগ্রাসে গিলি। প্রিয় লেখকের সঙ্গে কত গল্পই না জুড়ে দিলাম। জানলাম তিনি নাকি লেখার জন্য এইখানে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু আমার পাড়াতুতো দাদা এসে আমার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়ে দিলেন। জেরা করে তিনি লোকটিকে জাল লেখক প্রমাণ করে দিলেন এবং হোটেল ছাড়া হতে হল সেই নকল সুনীলকে।

কী কারণে যে তিনি কিশোর পাঠকের মনে এমন আঘাত দিয়েছিলেন, হলদে বাড়ির মতোই সে এক রহস্য। কিন্তু লক্ষণীয়, মন ভোলানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেই। অব্যর্থ অস্ত্র। কিশোর মনের স্বপ্নভঙ্গের সেই ক্ষতের নিরাময় আজও হয়নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, আনন্দমেলায় কাকাবাবুর কোনও একটি অভিযানের কাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। একবার কাকাবাবু রাজা রায়চৌধুরীর গোঁফটি আঁকতে ভুলে গিয়েছিলেন শিল্পী। পরের সংখ্যায় গল্পের মাঝখানে একটি চতুর্ভুজের ভিতরে শুধুমাত্র কালো ঝোপড়া পুরুষ্টু একটি গোঁফ এঁকে ছোট্ট বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন সম্পাদক। এতটাই জনপ্রিয় ছিল কাকাবাবুর গল্পগুলি।

আজ ভাবি, কল্পনা ও কলমের কতটা জোর থাকলে একজন খঞ্জ মধ্যবয়সি মানুষকে শিশু-কিশোরদের উপযোগী গল্পের নায়ক হিসেবে ভাবা ও লেখা যায়। 'কাকাবাবু' আমার মতে গদ্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাকাবাবুর মতো একজন মানুষকে সুনীল সত্যিই একবার অনায়াসে পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলেন এবং সেই মানুষটির মনের জোরকেই তিনি নায়ক হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন।

বহুপ্রজ এই লেখক কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি এবং পত্রিকার কাজ সামলেও কাকাবাবুকে নিয়ে প্রায় চল্লিশটির কাছাকাছি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী লিখেছেন এবং অধিকাংশই সাহিত্য হিসেবেও উত্তীর্ণ। 'ভয়ঙ্কর সুন্দর', 'সবুজ দ্বীপের রাজা' থেকে শুরু করে 'আগ্নেয়গিরির পেটের ভিতর' পর্যন্ত এতগুলি কাহিনীতে পাঠককে সমান আকৃষ্ট করে রাখা কম কথা নয়।

'তাজমহলে এক কাপ চা', 'প্রথম আলো' অথবা 'আত্মপ্রকাশ'-এর মতো গল্প-উপন্যাস ছেড়ে স্বল্প পরিসরের আলোচনায় কাকাবাবুকে নিয়েই এত কথা বলছি, কারণ গদ্যকার সুনীলের প্রসঙ্গে হয়তো 'বড়দের' জন্য লেখাগুলিই পাঠক ও আলোচকদের অধিক মনে পড়বে। কিন্তু যে লেখক প্রাপ্তবয়স্কের উপযোগী কবিতা-উপন্যাস লেখার পরেও শিশু-কিশোরদের মন জয় করে ফেলতে পারেন, তাঁকে আমি গদ্যকার হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেব।

তাছাড়া এই গল্পগুলি ভ্রমণকাহিনী হিসেবেও চমৎকার। আন্দামানের সবুজ দ্বীপ, মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চল, নেপালের বরফঢাকা শুভ্র হিমালয়ের চূড়া, বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত আফ্রিকার জঙ্গল, এরকম কত জায়গাই না ঘুরে এসেছি সন্ত হয়ে কাকাবাবুর হাত ধরে।

ভ্রমণের কথাই যখন উঠল, উল্লেখ করতেই হয় 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' বইটির কথা। নামেই প্রকাশ, ফরাসি দেশের কথা হবে। অথচ বইটির প্রথমার্ধের অনেকখানি জুড়ে সুনীলের আয়ওয়া শহরে বাস। হলে কী হবে, সেও আসলে লেখকের ফরাসি ভ্রমণ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, দেশ কোনও ভূখণ্ড নয়, তা আসলে মানবের মনোভূমি। সুনীলের সে সময়কার কবিতায় শুধুই বাংলার নদী, হাওয়া, মাটি, বিদেশ অনুপস্থিত। তেমনই মার্গারিট ম্যাতিউ ফরাসি দেশকেই মনের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রাত্রিদিন। মার্গারিট লেখকের স্বর্ণকেশী ফরাসি বান্ধবী। সে ফরাসি কবিতা আর প্যারিসের রোদ্দুর দিয়ে জড়িয়ে রাখে সুনীলকে।

পরে অবশ্য কলকাতায় ফেরার পথে লেখক প্যারিসে এলেন, এবং এমনভাবে গল্প বললেন ছবি ও কবিতার দেশের যে, আমি আজও মার্গারিট ছাড়া প্যারিসের রাস্তা ভাবতে পারি না। এমন কোনও যুবক আছে যে মার্গারিটের প্রেমে পড়বে না? সুনীলও পড়েছিলেন সন্দেহ নেই, অথচ ভগ্নহৃদয় ফরাসিনীর বিমান আমেরিকার দিকে উড়ে গেলেও, কী নির্মোহভাবেই যেন অমলিন ভ্রমণ চলতে থাকে অপরাপর সঙ্গীদের সঙ্গে।

এমন নির্মোহ গদ্যের চলন সুনীলের অনেক লেখাতেই। জলের মতো সহজ, অথচ লেখক যেন পদ্মপাতায় জল। মায়া আছে, অথচ লেখক কোনও চরিত্রের প্রতিই মোহগ্রস্ত হয়ে আটকে থাকেন না এক জায়গায়।

গদ্য অজস্র লিখেছেন সুনীল, কেউ বলতেই পারেন, 'বড্ড বেশিই লিখেছেন।' সে কথা তিনি নিজেও মানতেন। ভুলে যাওয়ার মতো অনেক রচনা আছে তাঁর, কিন্তু একবার পড়তে শুরু করে মাঝপথে ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো গদ্য তিনি কমই লিখেছেন।

ত্রয়ী।। *কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে সুনীল।*

সবাই মিলে।। *পূর্ব মাইজপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়িতে।*

দাবায় ডুবে।। *প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলে শৌভিক, দর্শক স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়।*

সুধাভ্রমে বিষ খাই,

পনেরোর পাতার পর

কবিতা তাঁর ও নীরার মধ্যে মিলনের মাধ্যম, 'এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই শুধু তুমি নীরা।'

নীরাকে হারাতে তিনি ভয় পান। 'নীরা হারিয়ে যেয়ো না' তাঁর এক দীর্ঘ কবিতা। কবি অমিত চৌধুরী কবিতাটির পাঠপ্রতিক্রিয়াতে জানিয়েছেন, এটি তাঁর একটি দীর্ঘ চলচ্চিত্রের মতো মনে হয়েছে যেখানে প্রেম, যৌনতা, জনজীবন ও ষাট-সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা একসঙ্গে মিশে আছে। এভাবে নীরা প্রেমিকা থেকে একটি সময়ের চরিত্র হয়ে উঠেছে। নীরা চিরযৌবনা এক মানবী, যাকে কবি রক্তমাংসের মানবী করেই রাখতে চান, তবু হঠাৎ হঠাৎ সে শিল্প হয়ে ওঠে। নীরা 'অমৃত খুকি', যাকে নিয়ে কবির চিরন্তন যাত্রা।

সুনীলের কবিতায় 'আমি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আমি আত্মম্ভরিতা নয়, আত্মসমালোচনা মাত্র। তাঁর দুর্বলতা ও অপরাধবোধ, কামনা ও ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। কবির জীবনে 'কেউ কথা রাখেনি'। এই ব্যক্তিগত আক্ষেপ শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে মানুষের বিশ্বাস হারানোর বেদনা।

সুনীল দু-একটি কবিতায় পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। 'জ্বলন্ত জিরাফ', 'পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া কিছুই থাকে না' ইত্যাদি। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতাকে কৌতুক করে তিনি লেখেন, 'বিলিবিলি খাণ্ডাগুলু বুম্ চাক ডাবাং ডুলু/ হুড়মুড় তা ধিন্না উসুখুসু সাকিনা খিনা/ মহারাজ মনে পড়ে না?' মানবিক বোধের কবিতা তিনি লিখেছেন, মানবতার অবমাননা তাঁকে অস্থির করেছে। কবির কথায়, 'আজীবন আমি প্রেমের কবিতা লিখতেই বেশি ভালোবাসি।'

সুনীল প্রজন্মের কবিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্ব, প্রতিযোগিতা, মতভেদ এবং সাহিত্যিক সহাবস্থানের। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে এবং আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অনুবাদকের কাজ করার সময় সুনীল বিদেশি কবিদেরও কাছাকাছি এসেছিলেন। অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর বন্ধুপ্রতিম ছিলেন। শুধুমাত্র বাংলায় কবিতা লিখবেন বলে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। সুনীলকে অনেক সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। নারীবাদীরা বলেন, তাঁর নীরা পুরুষতান্ত্রিকতার ফসল। সে স্বাধীন নারী নয়। সে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। তাঁকে অশ্লীল কবিও বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত কবিরা বলেছেন, তিনি ছন্দকে ভেঙে ফেলেছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতেন, সুনীল অকবিদেরও পত্রিকায় স্থান দিয়ে বাংলা কবিতার সর্বনাশ করছেন। সুনীল অবলীলায় এসব সমালোচনা অতিক্রম করেছেন। তিনি বেঁচে থাকার জন্য গদ্য লিখেছেন।

সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবিদের ভূমিকাকে সুনীল প্রাধান্য দেন। কারণ তিনি মনে করেন কবিরা কেবলমাত্র স্রষ্টা নন, তাঁরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও। কিন্তু কবিতা লেখা ছেলেখেলা নয়, কবিতা লিখতে গেলে ২৪ ঘণ্টা কবি হতে হবে... ওই কবিতা নিয়েই থাকতে হবে। কবিতা কীভাবে রচিত হবে সেখানে কবির স্বাধীনতাই সর্বোচ্চ। ভাষার প্রতি সচেতন থাকতে হবে। প্রচুর পড়তে হবে। তিনি লিখেছেন, 'মেষপালকের গানে এ পৃথিবী/ বহুদিন ঋণী', আদিযুগে মেষপালকরা যে গান গাইত তার থেকেই তো কবিতার জন্ম। তাই ঐতিহ্যকে জানতে হবে। তাঁর মতে, কবিরা কখনও খারাপ মানুষ হতে পারেন না, কবিমাত্রেই দুঃখী। দুঃখ মানে অতৃপ্তি। কবি কখনও কোনওকিছুর মধ্যেই তৃপ্ত হতে পারে না। সকল কবিরই আলাদা একটা নিজস্ব জগৎ আছে।

সবশেষে কবিজীবনের অনন্ত আনন্দ ও যন্ত্রণা, অসমাপ্ত আত্মকথা নির্মাণ করেন সুনীল,

'সুধাভ্রমে বিষ খাই,/বিষ এত মিষ্টি বুঝি?/তবে যে সকলে বলে লোনা?

আমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে ওরা চলে যায়, বারবার ওরা মানে কারা? কই, কেউ তো ছিল না!'

সংবাদের নিতলছায়ায়

পনেরোর পাতার পর

রায়মঙ্গলের বুকে নৌযুদ্ধ দেখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : 'একদিকে পুলিশবাহিনী যাঁদের কারুরই উচ্চতা পাঁচ ফুট ন-ইঞ্চির কম নয় এবং তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান বলে ধরে নেওয়া যায়, আর অন্যদিকে অনাহার বা স্বল্পাহারে দুর্বল, খালি গা বাঙালি উদ্বাস্তুরা। পুলিশপক্ষ ছিলেন মোটরলঞ্চে আর উদ্বাস্তুরা নিজেদের তৈরি করা নৌকোয়।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মরিচঝাঁপিতে গিয়ে আমি অবাক। আমার ধারণা ছিল বাঙালি উদ্বাস্তুরা অলস, কোনও কাজ করতে চায় না। কিন্তু মরিচঝাঁপি দ্বীপ অঞ্চলে জঙ্গল, জলকাদার মধ্যে বুড়োবুড়ি থেকে শিশুরা পর্যন্ত খাটাখাটনি করছে দারুণভাবে। খাটছে প্রাণের দায়ে। তারা খাটলে খেতে পাবে, নইলে পাবে না। তারা সরকারি কোনও সাহায্য পায় না, চায়ও না।' এই লেখা নিছক সংবাদ বা প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ থাকে না, তিনি প্রশ্ন করেন, দণ্ডকারণ্য থেকে কেন চলে আসে উদ্বাস্তুরা, যারা একবার ভিটেমাটি ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, আবার কেন তারা অনিশ্চয়ের পথে হাঁটে, উদ্বাস্তুদের ওখানে থাকতে দিলে ক্ষতি কী? তিনি পরামর্শ দেন, 'বাঙালি উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে স্থান দিতে পারলে বামফ্রন্ট সরকার যথার্থ ভালো কাজ করবেন।... আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক বলেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য কষ্ট বোধ করি এবং একথা স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জাবোধ নেই।'

সংবাদের তথ্য, বিবরণ, পরিসংখ্যান ইত্যাদির গভীরে স্তরান্বিত হয়ে থাকে যে নিতলছায়া, সুনীলের লেখা তার স্পর্শ পায়। এই লেখাটির শিরোনাম 'মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরি কথা।' আরেকটি প্রতিবেদন আছে, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ', প্রকাশিত হয় ২৯ মে, ১৯৭৯। সুনীল প্রশ্ন করছেন, 'এঁদের (বাঙালি উদ্বাস্তুদের) ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য না দিয়ে জোরজবরদস্তি করে, এঁদের খাদ্য-পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কোনওক্রমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া কি আইন, নীতি কিংবা বিবেকসম্মত?' আনন্দবাজার ছাপতে পারেনি এ লেখা, 'মরিচঝাঁপি বুলেটিন' হয়ে বেরিয়েছিল। ততদিনে উৎখাত 'সুসম্পন্ন'। নির্মলকান্তি ঢালির উচ্চারণগুলি ধরা আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩৫ বছর আগেকার সংবাদধর্মী লেখায়।

দুই

শান্তিবনে ইন্দিরা গান্ধির অন্ত্যেষ্টি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কভার করতে গিয়েছেন। ভিআইপিদের পাশেই বসার ঠাঁই হয়েছে। এসেছেন দীর্ঘদেহী অধ্যাপক গলব্রেথ, মার্গারেট থ্যাচার, কেনেথ কাউন্ডা, জিয়াউল হক, জেনারেল এরশাদ, ইয়াসের আরাফাত, শেখ হাসিনা, কামাল হোসেন প্রমুখ। আছেন বিভিন্ন রাজ্যের হোমরাচোমরা মন্ত্রীরা। সুনীল এঁদের চেনেন না। 'তবে মাঝে মাঝে একজন আরেকজনের নাম ধরে ডাকছেন, তখন বুঝতে পারছি যে এইসব নাম খবরের কাগজে পড়ি। কেউ বিধানসভায় চেয়ার ভাঙেন, কেউ বিরুদ্ধপক্ষের দিকে চটি ছুড়ে মারেন।'

সুনীল তাকিয়ে থাকেন চিতাবেদির দিকে। দেখেন, 'কালো পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি পরে আছেন সোনিয়া গান্ধি। তিনি আঁচলে মুখ মুছছেন মাঝে মাঝে। তাঁদের (রাজীব-সোনিয়ার) পুত্র রাহুল বিহ্বলভাবে ঘুরছে এদিকে-ওদিকে। সদ্য কিশোর সে। এই বয়সে রাজনীতি, ক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পায় না। এটা স্বপ্ন দেখার বয়স। এটাই গভীর দুঃখ পাওয়ার বয়স। ছোট্ট মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মায়ের পাশ ছাড়ছে না। একসময় তার হাত ধরল আর একটি বাচ্চা ছেলে। ওই ছেলেটি কে? আমার পাশের ব্যক্তিটি জানিয়ে দিলেন ও হচ্ছে প্রিয়াঙ্কার কাকার ছেলে বরুণ। ইন্দিরা গান্ধির গৃহত্যাগিনী দ্বিতীয় পুত্রবধূ মেনকাকে দেখতে পেলুম না।' জঙ্গি চক্রান্তে নিহত জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক মাত্রার নেত্রীর শেষকৃত্যের রাজকীয় আবহে এসে পড়ে পারিবারিক শোকচ্ছবি। এই ছবিটি সব সমারোহের ঊর্ধ্বে উঠে সাদা-কালো আলেখ্যের মতো চিরকালীন হয়ে থাকে। একজন ঘরোয়া মানুষের দেখা ও লেখা এ প্রতিবেদন।

ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবং অবিভাজ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে শিখদাঙ্গা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই দাঙ্গার চেহারা দেখেছেন। হিংসার প্রলয়নৃত্য। এই দাঙ্গার মূলে ছিল একটি গুজব। তীক্ষ্ণধী সাংবাদিকের মতো তিনি সেই গুজব খণ্ডন করেন। তিনটি বাক্যে হিংসার ছবিটি ধরে রাখেন : 'মাটিতে তখনও লেগে আছে কালচে কালচে রক্ত। পাড়ার কুকুর সেই রক্ত চাটছে। ওই রক্ত যার, হয়তো তার হাত থেকেই কুকুরটি একসময় খাবার খেয়েছে।' প্রতিবেদনের শিরোনাম 'ইন্দিরা হত্যা ও আমাদের জাতীয়তা'। ছাপা হয় ১৯৮৪ সালের প্রথম সপ্তাহের কোনও একদিন। লেখাটি শেষ হয় প্রার্থনার মতো কথা দিয়ে: 'আমাদের আরাধ্য দেবতার চেয়ে বড়ো খুনি বোধহয় কেউ নেই। দেশের সবক'টা ধর্মস্থানকে আগামী দশ বছরের জন্য বন্ধ করে দিলে কেমন হয়? যার যা ইচ্ছে হয় বাড়িতে বসে ধর্ম করুক। তাহলে হয়তো দেখা যাবে ভ্রাতৃহত্যা, প্রতিবেশীহত্যা বন্ধ হয়েছে।'

তিন

বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ও তার প্রবল প্রতিক্রিয়া নিয়ে লিখতে হয়েছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। শিরোনাম 'আমরা বন্দী ধর্মের নামে অধর্মে'। হিংসা, ঘৃণা, আগুন, রক্তস্রোত, হত্যা, কার্ফিউ, অন্ধকার, আতঙ্ক ইত্যাদি বীভৎসতা তাঁর চারপাশে ঘটতে দেখে তিনি প্রশ্ন করেন, 'সুস্থ চিন্তা, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে যে কলকাতা, সেখানেও কদর্য সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিতে পারে?' এই ঘটনায় বহুস্তরীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পাঠ লিপিবদ্ধ করেন তিনি। দৃশ্যত গুণী একজন মন্তব্য করেন, 'ভেঙেছে ভালোই হয়েছে, একটা বালাই চুকে গেছে।' এই 'গুণীজন' মৃত্যুস্রোতে যেন নির্বিকার। আরেক 'গুণীজন' বলেন, 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু অনেকে খুশিও হয়েছে।' অর্থাৎ তিনি খুশি হয়েছেন। কেউ দপ করে জ্বলে উঠে বলে ফেলেন, 'একটা মসজিদ ভাঙা হয়েছে তো কী এমন সাংঘাতিক ব্যাপার, কত যে মন্দির ভেঙেছে ওরা?' সমাজ-মনে কত ঘৃণা জমে আছে! এমনও কেউ বলেন, 'এবার সবক'টা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারকে মিউজিয়াম করে দিলে কেমন হয়? যার খুশি বাড়িতে বসে ধর্মচর্চা করুক, প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ হোক আমাদের দেশে।' একথা বলার মানুষ অবশ্য এদেশে মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সংবাদধর্মী লেখা লিখতে হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। আমরা এই তিনটি বেছে নিলাম এই কারণে যে বহু বছর পেরিয়ে এসে লেখাগুলি প্রকাশ সময়ের চেয়ে বেশি সাম্প্রতিক ও প্রাসঙ্গিক। বাংলাভাগের দুর্দশা আশি বছর পর আরও মর্মান্তিক। বাঙালি দেশ হারাচ্ছে প্রতিদিন। আর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ খানখান করতে চাইছে দেশের গাঁথনি।

ছোটগল্প

গাঁটছড়া

বনি দে

মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে সৌগত। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে প্রচণ্ড ঘেমে গেছে। বালিশের পাশটা হাতড়াতে হাতড়াতে চশমাটা খুঁজে নেয়। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করছে সে, এই অস্বস্তির সূত্রপাত কবে কেমন করে ঠিক বুঝে ওঠার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই সারা ঘরে অকারণ পায়চারি করছে। ডাক্তার বলেছিলেন এটাও এক প্রকার মানসিক রোগের লক্ষণ। ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ডিপ্রেশনের ওষুধ খাচ্ছে, অফিসের পর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, মন খারাপ হলে একাই ঘুরে আসছে। এই তো কিছুদিন আগেই আন্দামান ট্রিপে গিয়েছিল অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। অতীতকে মেনে নিয়েই বেশ একরকম কেটে যাচ্ছিল জীবন, অথচ হঠাৎ সব যেন এলোমেলো করে দিয়ে চলে গেল কেউ।

রান্নাঘরে গিয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল সৌগত। ঘামে ভিজে গেছে সুতির রাত পোশাক। আজকাল রাতে ভালো করে ঘুম আসে না তার, ঘুমের ওষুধ খেয়েও তাকিয়ে থাকে সিলিং ফ্যানের দিকে। কীভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা! আর ঘটেই যখন গেল তখন কয়েক বছর আগে কেন ঘটল না! বুকের মধ্যে চাপা একটা ব্যথা অনুভব করে সৌগত। জল খেয়ে বাথরুমে গিয়ে কল খুলে ইচ্ছে মতো নিজেকে ভিজিয়ে নিল, শিরদাঁড়া দিয়ে যেন শীতল স্রোত বয়ে গেল। ভেজা চুল মুছে, জামা বদলে আবার বিছানায় আসে। আজ রবিবার, অফিস ছুটি, ফলে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। কবে থেকে যে সে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারে না মনে নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার জীবনটা কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা কলেজের ক্লাস বাদ দিয়ে সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে, খুচরো প্রেম করে নিজেদের স্বাধীনতা উপভোগ করে; ঠিক সেই সময়ে সৌগত কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসেই টিউশন পড়াতে যেত, কেউ কেউ বাড়িতেও আসত পড়তে। ভোগ কি বস্তু তার জানা নেই, ত্যাগের মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছিল ওইটুকু বয়স থেকে। মায়ের একমাত্র অবলম্বন সে, সংসারে বৈভব ছিল না ঠিকই কিন্তু নিভারানি দেবীর শক্ত আটুনি সংসারের ভিত্তিকে মজবুত করে রেখেছিল।

চাকরিটাও খুব কম বয়সে পেয়েছিল সৌগত, ইচ্ছে ছিল আরও পড়াশোনা করার কিন্তু সংসারের কথা ভেবে চাকরিটা নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। বেশ মোটা মাইনের সরকারি চাকরি, ফলে খুব বেশি দেরি করেনি জয়েন করতে। তারপরের ঘটে যাওয়া ইতিহাসকে আর মনে করতে চায় না সে, জীবনের সব অতীত সুখকর হয় না, সব অতীত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজে সম্ভবও হয় না। বন বন করে সিলিং ফ্যানটা ঘুরছে মাথার ওপরে, ওটা দেখে কতবার যে মনে হয়েছে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে মনের মধ্যেকার সেই পৈশাচিক ব্যাপারটাকে ঘটিয়ে ফেলার। নাহ্ এইভাবে বেশিদিন চলতে থাকলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না সৌগত। একটু একটু করে ভোরের আলো দরজার নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সে জানালার কাছে দাঁড়ায়, পর্দা সরিয়ে দিতেই কাঁচের জানালা ভেদ করে গায়ে এসে লাগে ভোরের নীল আলো। ঠিক ওই মেয়েটার সেদিনের নীল শাড়ির মতো। এই আর একটা নতুন অস্বস্তিতে মাস তিনেক ধরে ভুগছে সৌগত।

-কী রে বাবান, আজ এত ভোরে উঠেছিস?

মায়ের প্রশ্নে চমক ভাঙে সৌগতর। পুজোর ফুল হাতে নিয়ে উপর তলায় উঠে এসেছেন মা।

-তেমন কিছু না, ঘুম ভেঙে গেল তাই...

দায়সারাভাবে কয়েকটি শব্দ বলে গেল সৌগত, যেন নিজের কান অবধিই ঠিক করে পৌঁছল না।

-চা খাবি? একটু চা করে দেব তোকে?

মা একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

-থাক, পরে করে নেবো।

আজকাল আর খুব বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার। কথাও যেন জীবন থেকে অবসর নিতে চাইছে।

২

ঘরের বাকি জানালাগুলো খুলে দেয় সৌগত। যে নীলাম্বরী আলো এতক্ষণ তাকে আবৃত করেছিল সেই আলো এখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোর মতো ওই মেয়েটাও যেন ঢুকে পড়েছে ওর শোবার ঘরে, বারান্দায়, রান্নাঘরে, পুজোর ঘরে। কোন ধাতু দিয়ে তৈরি মেয়েটা! কেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে সৌগতর অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে! সারা ঘরে যেন একটা কস্তুরির গন্ধ অনুভব করে সৌগত। ধীরে ধীরে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জামা-কাপড়ের মাঝখান থেকে বের করে আনে খুব যত্ন করে রাখা এক টুকরো কাগজ। এই ক'মাসের মধ্যে হাজারবার করে লেখাটা পড়েছে সে, খুব ছোট্ট করে লেখা, 'আমি যদিও খুব খারাপ রান্না করি না, তবু ইচ্ছে না হলে খেও না।'

ব্যস এটুকুই। টিফিন ক্যারিয়ারের ভেতরেই ছিল এই এক লাইনের চিঠিটা। সেদিন থেকেই সৌগত চ্যাটার্জির জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। পুতুল পুতুল দেখতে এই মেয়েটা ঝড়ের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তার সাদা-কালো জীবনের মধ্যে যেন একটু একটু করে আলো ঢেলে দিচ্ছিল মেয়েটা। সৌগতর জীবনে আসা এই নতুন অস্বস্তির নাম 'তিস্তা'। কয়েক মাস আগেই জয়েন করেছিল সৌগতদের অফিসে। পরিচয় ধীরে ধীরে গড়িয়েছে সম্পর্কের গভীরতায়। সৌগত কোনওভাবেই চায়নি তার মনের ভেতরের অংশের খবর মেয়েটার কাছে পৌঁছে দিতে, অথচ কী অদ্ভুতভাবেই সে পড়ে নিয়েছিল সৌগতর মন। সেদিন দুপুরেও মেয়েটা আরেকটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো, উপন্যাসের নায়িকাদের মতো নীল শাড়ি পরে হাতে একটা টিফিন বাক্স নিয়ে একেবারে সৌগতর টেবিলের সামনে এসে বলল-

-তোমার জন্য বানিয়েছি সেই সকাল থেকে, খেয়ে নিও।

কণ্ঠে দৃঢ়তা, অথচ কত মধুর। তিস্তা কথা বললেই মনে হয় কেউ যেন হৈমন্তী শুক্লার গান চালিয়ে দিয়েছে।

-কেন করেছো এসব? আমার একদম ভালো লাগে না, আর এসব করবে না।

সৌগত মুখে এতো কথা বললেও এর কোনওটাই সত্যি নয়, সে কোনওদিন নিজের জীবনে এত ভালোবাসা পায়নি। যা পেয়েছিল তার সঙ্গে এই মেয়েটাকে মেলাতে পারে না। তিস্তাকে নিয়ে অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ ক্লার্ক সহ প্রত্যেক পুরুষই মনে মনে স্বপ্ন বোনে। এসব জানতে খুব বেশি সময় লাগে না সৌগতর মতো বিচক্ষণ পুরুষের, অথচ তিস্তা সব বৈভব ছেড়ে তাকে, শুধুমাত্র তাকেই ভালোবাসে। অফিসের বস যখন আড়চোখে তিস্তার দিকে তাকায়, সৌগতর গায়ে জ্বালা ধরে যায়। কীভাবে যেন মেয়েটা একটু একটু করে ঢুকে পড়ছে তার জীবনে। মনের দরজা বন্ধ করে রেখেও নিজের সঙ্গে এই যুদ্ধটা কিছুতেই জিততে পারছে না। যেই ভালোবাসা নিয়ে সে গর্ব করতে পারতো, ভাগ্যের পরিহাসে সেই ভালোবাসার গলাটিপে মেরে ফেলা ছাড়া তার কাছে আর কোনও রাস্তা নেই। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে তিস্তাকে কোনওভাবেই সে জড়াতে চায় না। তিস্তা সৌগতর কাছে মুক্তির স্বাদ, আঁধারের আলো, তার প্রাণ ভ্রমরা, খরায় খরস্রোতা নদী। এমন মেয়েকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, সংসার পাততে ইচ্ছে করে। কিন্তু অতীত থেকে সে পালিয়ে যাবে কোথায়! তার অতীত যদি তিস্তা জানতে পারে তবে কী করবে মেয়েটা! নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে চলে যাবে, যাবে যাক, এতে ওরই মঙ্গল হবে। এসব ভাবতে ভাবতে সৌগতর অস্বস্তিটা আরও বাড়তে থাকে। নাহ আর নয় এইবার মেয়েটাকে সব কিছু বলে দিতেই হবে। ঘড়িতে সকাল আটটা, এখন তবে একটা ফোন করা যেতে পারে। হাতে ফোনটা নেওয়া মাত্রই তিস্তার নামটা ভেসে উঠল স্ক্রিনে। মেয়েটা ইদানীং আরেকটা কাণ্ড ঘটাতে শুরু করেছে,

-এআই

রোজ সকালে সৌগতকে ঘুম থেকে ডেকে দেওয়া ওর নতুন অভ্যাস। নাহ আর মেঘ রৌদ্রের খেলা নয়, এবার নিজের জীবনের কালো অতীতটার সম্পর্কে ওকে জানাতেই হবে।

-হ্যালো...

শুনছো?

উঠেছো ঘুম থেকে? তোমার তো শরীর খারাপ ছিল, আজ তো রবিবার, আরেকটু ঘুমিয়ে নাও বুঝলে।

ঝড়ের গতিতে কথাগুলো বলে গেল তিস্তা।

-আজ একবার দেখা করবে?

সৌগত গম্ভীর গলায় বলল।

-সে কি! ভূতের মুখে রাম নাম! তুমি আমার সঙ্গে নিজে থেকে দেখা করতে চাইছ! ব্যাপারটা কী বলো তো?

তিস্তার গলায় আশ্চর্যের সুর।

-হ্যাঁ, সন্ধে ছ'টায় বসন্ত কেবিনে এসো।

বলেই টুক করে ফোনটা কেটে দিল সৌগত। তিস্তা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সেসব শোনার প্রয়োজন অনুভব করেনি সে। নিজের মনকে শক্ত আটুনিতে বাঁধতে চেষ্টা করে সৌগত। আকাশে এখন ঝলমলে রোদ। ফোনটা কেটে দিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ডুবতে থাকে সৌগত। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় ছাদে। বাড়ির বড় রাস্তার সামনে তীব্র গতিতে চলা বাস, হু-হু বইতে থাকা হাওয়া, রোদের তাপ, হট্টিটি পাখির পালকের মতো কোমল নীল আকাশ কোনওটাই তার মনকে স্পর্শ করে না। ছাদের এক কোণে টবের ওপর লাগানো সাদা নয়নতারা গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায় সৌগত।

অফিসের কাজে তিস্তা একবার এসেছিল তাদের বাড়িতে, তখন সৌগতর সঙ্গে ছাদে এসেছিল এই ছাদ বাগান দেখতে। খুব দামি গাছ নয়, সাধারণ দেশি ফুলের আড়ম্বরই বেশি। বাবা চলে যাওয়ার পর মায়ের সময় কাটে ছাদ বাগান, ঠাকুর ঘর এসব নিয়েই। হাই সুগার, ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হয়ে বেশিরভাগ সময় নিজের ঘরেই কাটান। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন সৌগতর জীবনের সেই বিপর্যয়ের পর, এখন ঘরই তার জগৎ। সারাজীবন মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন নিভারানি দেবী, তাই সমাজের কানাঘুষো সব বানানো কথা তার বুকে তীরের মতো আঘাত করে। একমাত্র ছেলের জীবনের এই অতীতকে মুছে ফেলবেন এমন সাধ্য তার আঁচলে নেই, তাই দিন রাত ছেলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। আকাশের দিকে তাকায় সৌগত। আটত্রিশ বছর বয়সেই চূড়ান্ত অবসাদের রোগী, জীবনের সবকিছুতেই সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হেরে যাওয়া এক পুরুষ। আকাশ নয়, এই মুহূর্তে সাদা নয়নতারা ফুলগুলো তাকে যেন একটু শান্তি দিচ্ছে। তিস্তার লম্বা, কোঁকড়ানো চুলের জন্য ওর কান দুটো সবসময় দেখা যায় না। সেদিন ছাদ বাগানে এসে একটা নয়নতারা ফুল ছিঁড়ে লাগিয়েছিল কানের পাশে। হাওয়ায় শাড়ির আঁচল দুলিয়ে সৌগতর খুব কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল তিস্তা,

-এই দেখো তো, ভালো লাগছে?

-ইস্, যক্ষিণীর মতো লাগছে, এবার কি রক্ত চুষে খাবে নাকি!

-খেতেও পারি।

বলেই চোখ নাচিয়ে দুই ভুরু দুলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে তিস্তা।

সত্যিই মেয়েটা হাসতেও পারে সারাদিন, ওর ওই হাসিমুখ দেখলে সৌগতর আরও বেশি অস্বস্তি হয়। আজ রেস্তোরাঁয় তিস্তার সামনে যখন সব অতীতের পাতা মেলে ধরবে তখন কী ভাববে তাকে মেয়েটা! নিশ্চয়ই ছেড়ে চলে যাবে সারা জীবনের মতো, আর কোনওদিন সৌগতর সামনে এসে দাঁড়াবে না। চলে গেলেও যাবে, কিন্তু সত্যিটা আজ জানাতেই হবে তিস্তাকে।

৩

সময়ের চেয়ে দশ মিনিট আগেই রেস্তোরাঁয় পৌঁছে গেছে সৌগত। মনের মধ্যে ছক কষছে কীভাবে সব কথা বলবে তিস্তাকে, এতগুলো মাস কেটে গেছে কিন্তু যখনই সবটা বলবার কথা ভেবেছে, তখনই তিস্তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছে ওকে। তিস্তার চোখে সে বারবার নিজের জন্য শুধু ভালোবাসা দেখেছে, কিন্তু এভাবে আর নয়, আজ ওকে বলতেই হবে। কিন্তু কেমন করে বলবে জীবনের সবচেয়ে অপ্রিয় সত্যিগুলো! বছর তিনেক আগে নবনীতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সৌগতর। দুই পরিবারের সম্মতিতে সামাজিকভাবে বিয়ে, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই বুঝতে পারে নবনীতার জীবনের গাঁটছড়া কোনওদিন গাঁথা হয়নি সৌগতর সঙ্গে। এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা সম্ভব হয়নি সৌগতর। বর্তমানে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের মামলা চলছে কোর্টে, স্ত্রীর নিষেধে একমাত্র সন্তানের মুখ পর্যন্ত দেখতে যেতে পারে না সে। বাবা মারা যাবার পর খুব কেঁদেছিল সৌগত, নিজে যখন পিতৃত্বের স্বাদ পেলো তখন ভেবেছিল মেয়েকে নিয়ে আবারও নতুন করে বাঁচবে। সব পুরোনো দাগ ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও সংসার করবে। ভালোবেসে মেয়ের নাম রেখেছিল 'তন্নিষ্ঠা', তার আদরের তনু। নিজের জন্য নয়, এবার বাঁচবে সন্তানের জন্য, অথচ মেয়ে বড় হয়ে উঠছে নিজের বাবাকে ছাড়াই। সুখের সংসারের বদলে তার জীবনে এসেছে মানসিক অবসাদ, ওষুধ, ডাক্তার, প্রেসক্রিপশন, অপযশ, গ্লানি আর দহন। সৌগত ভালোবেসে যা কিছু আঁকড়ে ধরেছে সবটাই যেন তার হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাই ভালোবাসায় ওর এত ভয়। তাছাড়া ডিভোর্সের কেস কতদিন চলবে জানা নেই, ফলে তিস্তার মতো মেয়েকে কোনওভাবেই সে নিজের অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায় না। চোয়াল শক্ত করে সৌগত, যেভাবেই হোক নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে তিস্তাকে। জীবনের এই ভাঙনের পথে কেমন করে যেন পুতুলের মতো নরম মনের এই মেয়েটি তার হৃদয়ে অবচেতনে জায়গা করে নিল। এখন কীভাবে বলবে এত সব কথা তিস্তাকে! সময় হয়ে গেছে, মনে মনে সব কথা গুছিয়ে নেয় সৌগত।

-অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলে না?

যেন একটা ঝড় ঢুকে এল ছোট্ট কেবিনটায়। খোলা চুলে, লাল শাড়ি পরে, কপালে লাল টিপ আর চোখে সামান্য কাজল পরে যেই মেয়েটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে, তাকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে দামি মনে হচ্ছে সৌগতর। নিজের স্ত্রীর মধ্যে যা যা দেখতে চেয়েছিল, সবটাই যেন এই মেয়েটা নিজের আঁচলে নিয়ে ঘোরে। তিস্তার চোখের দিকে তাকাতে পারে না সৌগত, যেই চোখে মায়া থাকে সেই চোখের দিকে সহজে তাকানো যায় না। নাহ এবার সবটা বলবে সৌগত... সবটা...।

বাইরের আকাশটা ধূসর হতে হতে কালো হয়ে যায়, আজ আকাশে কোনও তারা নেই। গড়গড় করে সব কথাগুলো বলে ফেলে সৌগত। তিস্তা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে দূরের আকাশে। বাইরের বিরাট অন্ধকার যেন ওদের দুজনের মনের মধ্যেই নেমে এসেছে। আকাশে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সৌগত অনুভব করে তার চোখের পাতা ভিজে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। তিস্তার মুখে আজ হাসি নেই, মুখে কোনও কথা নেই, একটু পর পর আঙুলে জড়িয়ে নিচ্ছে নিজের ঢেউ খেলানো চুলগুলোকে। তারপর দীর্ঘ নীরবতা কাটিয়ে সৌগতর ডান হাতটা নিজের দু-হাতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে, তিস্তা বলে-

-বৃষ্টিটা ধরেছে, এবার আমায় ফিরতে হবে।

-ভালো থেকো তিস্তা।

বলতে গিয়ে গলাটা ধরে আসে সৌগতর।

তিস্তা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেও, সৌগত যেন এখনও উঠতে পারছে না। বুকের ভেতরে সব যেন কেমন ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

-স্যর আপনার জন্য একটা চিঠি দিয়ে গেছে একজন।

রেস্তোরাঁর বেয়ারার হাতে লাল রঙের একটা খাম।

-কে?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সৌগত।

-লাল শাড়ি পরে যিনি এতক্ষণ এখানে বসে ছিলেন, উনি আপনাকে চিঠিটা দিতে বলে গেলেন।

বেয়ারা ছেলেটি উত্তর দেয়।

বেয়ারার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে টেবিলের সামনে মেলে ধরে সৌগত, চিঠিতে লেখা

-এখনও ভালোবাসি।

সঙ্গে রয়েছে একটি কবিতা-

'ভালোবেসে সুখ,
ভালোবেসে শোক,
যাই দাও ;
মুঠোয় ভরে নেবো তোমার সব দান।
আমার চোখে যতটুকু তুমি
আমার ভক্তিতে ততটুকু ঈশ্বর।
-ইতি, তোমার যক্ষিণী'

কাগজটা মুড়ে বুক পকেটে ভরে নিল সৌগত। প্রতিদিনের রাতের অন্ধকার আকাশটাকে তার নতুন মনে হচ্ছে। অতীতের আবরণ খসে পড়ছে, গুটি থেকে প্রজাপতির মতো জন্ম নিচ্ছে এক নতুন সৌগত চ্যাটার্জি। এই রাতের আকাশেও সে অনুভব করে নরম নীল আলো, ঠিক যেন তিস্তার শাড়ির আঁচলের মতো। ঢেউ খেলানো চুল আর গাঢ় বাদামি চোখের মেয়েটাকে বুক পকেটে রেখে সৌগত এগিয়ে যায় বাড়ির পথে।

উত্তরের সাহিত্যিক

মৃণাল চক্রবর্তী

বালুরঘাট শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরের দুর্লভপুর গ্রামে মৃণাল চক্রবর্তীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। একসময় যোগাযোগহীন, মশা-মাছি ও রোগবালাইয়ের আশঙ্কায় ঘেরা সেই গ্রাম আজ অনেক বদলে গিয়েছে। পাকা রাস্তা, কেবল টিভি, টেলিফোনে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে শৈশবের সেই স্নেহমাখা মানুষজন, যে গ্রাম একদিন কবির সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি, বড় আঙিনা, গোবর লেপা উঠোন, পিটুলির আলপনা এবং যৌথ পরিবারের পরিবেশেই তাঁর শৈশব। ঠাকুমা-দিদিমা, পিসি-কাকাদের সঙ্গ, আম-জাম-কাঁঠাল, বাঁশবাগান, সজনেতলা, তালতলা, বিষপুকুর, সবুজ ধানখেত ও আত্রেয়ীর দুই পাড় তাঁর স্মৃতিজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। স্কুলজীবন থেকেই ছড়া, কবিতা ও গদ্যের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে।

কবিতায় মানুষের যাপন, প্রতিবাদ, দুঃখ ও দারিদ্র্যের ছবি তুলে ধরেছেন মানুষটি। 'কবি চক্রবর্তী' ছদ্মনামে গদ্য লেখেন। সম্পাদনা করেছেন সাহিত্যপত্র 'দধীচি' এবং পাক্ষিক সংবাদপত্র 'সংবাদ দধীচি'।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়', 'মোহনায় এখন গাঢ় নিম্নচাপ', 'কাগজের নৌকা ভাসাই', 'সাঁঝের পিদিম', 'মিছিলের মুখ', 'তৃতীয় পর্ব', 'আজ এই গোধূলিবেলায়', 'সাদা ক্যানভাস' ও 'আয়না শহর'। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নানা রঙের মানুষ' ও 'তালপাতার ভেঁপু'। লিখেছেন 'প্রত্নজীবন', 'বীজভূমির যাপনকথা', 'বটপাতার আয়না', 'লোকসংক্রান্তি', 'ছায়াপথের যাত্রী' এবং ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে 'পরদেশি মেঘ'।

প্রয়োজনের তাগিদে এখন শহরে বাস করলেও গ্রামের শ্যাওলার গন্ধ ও শৈশবের দুর্লভপুর আজও তাঁর সৃষ্টির ভেতরে বেঁচে আছে। পুরোপুরি।

অণুগল্প

স্বরূপ

সবনী পাল

একটা ছবি, একটা ছবি যে এতটা বিশেষ হয়ে উঠতে পারে তা কিছু কিছু সময় ধারণারও বাইরে থাকে। নিশীথ সেই ছবিটাই দেখছে অনেকক্ষণ ধরে, আর ছবিটা বিশেষ থেকে বিশেষত্ব লাভ করছে ধীরে ধীরে। না, ছবিটা অ্যাসথেটিক নয় একেবারেই বরং খুবই সাধারণ। তবে ব্যতিক্রম কিছু তো আছেই, আর সেই ব্যতিক্রমটা কী সেটাই বুঝতে পারছে না নিশীথ। ছবিতে মেঘাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবিটা আঁকা! এতটাই নিখুঁত। স্নান করে আসার পর একটা তোয়ালে জড়িয়ে তোলা ছবিটা। কোমরসমান লম্বা ভেজা চুলের থেকে ফোঁটা ফোঁটা জলে ভিজে যাচ্ছে ঘর, সেটাও স্পষ্ট এই ছবিতে। মেঘা তাকিয়ে আছে উৎফুল্ল চোখে, যেন এখুনি ওর সব বেদনা জলের ধারায় ঝরিয়ে এল। নিশীথ দেখছে মেঘার ভেজা শরীর, ভেজা চোখ, সে চোখের জল এখন নোনা না মিষ্টি তা সে জানে না। শরীরের যেটুকু অংশ খোলা সেখানে এখনও বিন্দু বিন্দু জল জমে রয়েছে, বাদামি রঙের কোমলতা একমনে তখন থেকে দেখেই চলেছে নিশীথ। কিন্তু না, তার দৃষ্টিতে কোনওরকম কামনা বা লোলুপতা নেই, আছে শুধুই মুগ্ধতা আর আশ্চর্য হয়ে যাওয়া। কারণ নিশীথ আসলে মেঘা নিজেই। মেঘার নারী শরীর ও মনের ভেতর মাঝেমাঝে এক পুরুষ মনন উঁকি দেয় আচমকা। যে পুরুষ মন মেঘার নারী শরীরকে উপভোগ করে মুগ্ধ হয়ে, যেখানে কোনওরকম নোংরা দৃষ্টি বা লোভ স্থান পায় না। সে পুরুষ মননের ঠাঁই মাত্র কয়েক মিনিট, অন্য কোনও উদ্দেশ্য সে মননের নেই। প্রথম প্রথম মেঘা কিছুটা ভয় পেত, উলটো-পালটা চিন্তা মাথায় ঘুরত, কিন্তু এখন সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই সে পুরুষ মনন যখন আসে, তখন মেঘা তাকে ঠাঁই দেয়, সময় দেয়, উপভোগ করে সে দৃষ্টি। কারণ মেঘা জানে, এভাবে আর কারও দৃষ্টি তাকে মুগ্ধ করবে না কোনওদিন।

গর্ভ

শাশ্বত বোস

নদীটার নির্দিষ্ট নাম নেই! ওপারের পদ্মার চরের শেষ মাথা থেকে বেরিয়ে আবার এ দেশে ঢুকেছে। এঁকেবেঁকে মিশেছে ভৈরব নদীতে। স্মৃতির পিঠে স্মৃতি জড়িয়ে, একটা ঝিমধরা বিষণ্ণতার বোধ নিয়ে, ওকে সবাই চেনে 'পদ্মার শাখানদী' নামে। ঘোর বর্ষায় ওর বুকে পেটে এখন জল থইথই! রোজ সন্ধেবেলা ছেদু কাকার ঘাটে মাছের বাজার বসে। ওই শাখানদীতে জালে যা যা মাছ ওঠে, তাই বিক্রি হয় এই বাজারে। রুই, কাতলা, পার্সে, ট্যাংরা, ভাঙ্গর, কাজলী আর বর্ষার মরশুমে কখনো-সখনো ইলিশ। চওড়া বুকজুড়ে রুপোর ক্যানভাস! পিঠের দিকটা সবুজ, নাকের কাছে খাবলা করে হলুদ আর সিঁদুর মাখানো। যেন পদ্মার গর্ভে ভেসে আসা সৃষ্টির আদিকালের আদুরে সন্তান! এই শাখানদীর মিষ্টি জলে, পদ্মার স্রোতের বিপরীতে ভেসে আসা মাছেরা, ঘর বাঁধে। আবার এই মাছেরাই পেট চালায় কয়েক ঘর ধীবরের।

'অজগর আলি মণ্ডল' এদেরই একজন। এপারে ওর নাম অজগর, ওপারে 'বাহারুদ্দিন শেখ'! আজ সন্ধ্যার হাটে ইলিশ বেচেছে অজগর। হিম হিম সন্ধ্যায় জালে জড়িয়ে যাওয়া, জ্যান্ত ইলিশ! পানের মতন গড়ন, পেটভর্তি ডিম! অজগরের বৌ গেছে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে। অন্তত এলাকার মানুষ তাই জানে। কিন্তু অজগর জানে অন্য কথা। ওর বৌ 'রোকসানা' আসলে গেছে নিজের কোঁক ভাড়ায় খাটাতে! এক বড়লোক নিঃসন্তান দম্পতির বাচ্চা নিজের গর্ভে নেবে, তারপর সময় হলে সেই নবজাতককে পেট থেকে ফেলে ফিরে যাবে নিজের ঠিকানায়। বিনিময় শুধু অনেক টাকা। হয়তো আর কিছুক্ষণ পরেই বাজারের ধারালো আঁশবটিতে, ইলিশগুলোর পেট চিরে ডিমগুলো সব বেরিয়ে আসবে, সাথে মাটি ভিজিয়ে দেবে তাজা ইলিশের রক্ত!

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

এবং আমরা, স্রেফ নতমুখ...

শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়

ভাবছি তোমায় লেখার মতো কী বাঁচিয়ে
রেখেছি এই হাট্টিমাটিম দেশে!
শুকনো কাঠের মতো কিছু বিশেষণে ছিবড়ে করা
ভালোবাসার কয়েকটা হাড় ছড়িয়ে আছে, বুকের
মধ্যে শ্মশান-শ্মশান, আর কুয়াশায়
তোমার আঁচল যাচ্ছে উড়ে...
গোলাপ হাতে দৌড়ে গেলাম
ছিঁড়তে ছিঁড়তে সময়-শেকল
নিজেই নিজের ভেতর কেমন
ছিন্ন হলাম, ত্রস্ত হলাম...

আজকে সারা গায়ত্রীচক বৃষ্টিশেষের বাজার,
মাংসদোকান, দোকানি স্রেফ
চওড়া দরে খিদের স্বর্গ সওদা ক'রে

এবং তুমি স্রেফ নতমুখ
এবং আমি স্রেফ নতমুখ, আলোয় গাঁথা
অন্ধকারে...

নতুন নকশা

মৌ চট্টোপাধ্যায়

অপ্রেমের সংসারে নিরুদ্দেশের
প্রেম খুঁজতে গিয়ে, হাতে এলো
কিছু সবুজ কাচের চুড়ি।
কোনও মেলায় তারা পড়েছিল রাস্তায়
পসার জমানোর ভিড়ে...
ঠোঙায় ছিল মুঠো বাদাম,
কিংবা এক ঝুড়ি গপ্পো।
মাথাভর্তি রঙিন কাগজ উড়ছিল,
আলো-ছায়ার উড়ো খবর নিয়ে।

হাতের পিঠে হাত আর
ভরসার আঁচে শিউরে ওঠে না।
আচমকা ঘুম ভেঙে যায় তোমার টেলিফোনে।
ওপারে বন্যা, ভূমিকম্প আর খবর
পড়ছিল এক যান্ত্রিক সভ্যতা।
তবু আমি নিজে হাতে আঁকছিলাম
নতুন পরিকল্পনার নকশা।

আস্তাকুঁড়ে

হিমেশ গোস্বামী

দিশাহারা নাবিকের মতো
জীবন উত্তাল স্রোতে
বারুদের গন্ধে রক্তাক্ত আলপনা সবুজ ঘাসে
মাতৃক্রোড়ে শিশুর আর্তনাদে
নেমে আসে অন্ধকার
রাতের শূন্যতায় এলোমেলো ভাবনায়
হৃদপিণ্ডের সব অনুভূতি দলা টাকায়
ধর্ষিতার ছেঁড়া বস্ত্রের ভাঁজে
স্বপ্ন চোখ আস্তাকুঁড়ে।

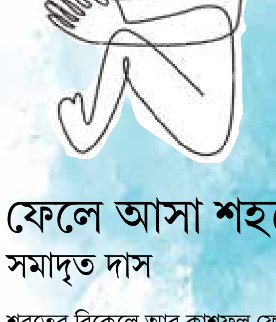

ফেলে আসা শহরে

সমাদৃত দাস

শরতের বিকেলে আর কাশফুল ফোটে না
কাচের চুড়ির শব্দে জাহ্নবী ফিরে আসে না
ভেজা কাঠের কান্নায় গ্রাম হারিয়ে ফেলে
একটা কিশোর পিওন
কিন্তু সেই কিশোর পিওন এপিটাফ জানে না
সে আলুক্ষেতে ভ্রূণের কান্না খুঁজতে থাকে
কান্নায় লেগে থাকে না শব্দহীন বিরহ

একটা নৈঃশব্দ্য ঘিরে রাখে কিশোর পিওনকে...
একদিন সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে কিশোর পিওন নিজেকে মৃত ঘোষণা করলো
কিন্তু ময়নাতদন্তে খুঁজে পেলো না কাশফুলের গন্ধ
একটা এঁটো বাটি পড়ে থাকলো অমাবস্যার নিকষে!

এশিয়ান গেমসে ফের চাক দে?

২০২৬ হকি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ভারতীয় মহিলা দল

পুরো বিশ্বকাপজুড়ে নবনীতের খেলা ভারতের এই ফলাফলের পিছনে অন্যতম কারণ

আঁধার কাটিয়ে ফিরছে সোনালি দিন?

অরিজিৎ নন্দী

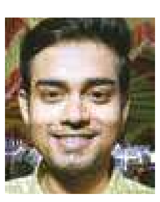

সিওর্ড মেরিন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পুনরায় ভারতীয় নারী দলের কোচ হিসেবে ফেরার পর তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল দলটাকে আবার একসূত্রে বাঁধা। তাঁর কথায়, ‘প্রধান চ্যালেঞ্জই ছিল দলটাকে নতুন করে গড়ে তোলা। ‘আমি’-র মানসিকতা বদলে ‘আমরা’-র ভাবনা ফিরিয়ে আনা এবং শৃঙ্খলা ফেরানো।’

তার ফলও অবশ্য পাওয়া গেল হাতেনাতে। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ওরকম সাফল্যের পর ভারতীয় প্রমিলা দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে ভাটা অনেককেই হতবাক করেছিল। এশিয়ান প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া সত্ত্বেও ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ প্রো-লিগে যথাক্রমে অষ্টম এবং নবম স্থানে শেষ করে ভারত। এমনকি ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পেতেও ব্যর্থ হয় তাঁরা। ২০২৫ সালটাও ব্যতিক্রম কিছু ছিল না- প্রো-লিগ থেকে রেলিগেশনের মুখে পড়তে হয়, এশিয়া কাপের ফাইনালে হারতে হয় প্যারিসে রুপোজয়ী চীনের কাছে। সবচেয়ে হতাশার, পুরো ২০২৫ সালে জয়ের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ম্যাচে হেরেছিল ভারতীয় মহিলা দল। সেই অবস্থা থেকে মাত্র আটমাসের মধ্যে ড্রেসিংরুমের ভেতরে আস্থার সংকট, খেলোয়াড়দের চোট এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যা কাটিয়ে ২০২৬ এফআইএইচ বিশ্বকাপে পাঁচ নম্বরে শেষ করাটা অনেকের কাছে মিরাকল মনে হতে পারে। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে বিশেষ কিছু সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের সময় সেখানে অভিজ্ঞ তারকাদের গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে রাখার পাশাপাশি উদীয়মান খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়াটা দলের সাফল্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দলের অন্যতম স্তম্ভ অভিজ্ঞ সবিতা পুনিয়া নতুন প্রতিভা বিচু দেবী খারিবামের সঙ্গে মিলে ভারতের গোলপোস্টকে কার্যত দুর্গ বানিয়ে ফেলেন। সেইসঙ্গে রক্ষণভাগে সুশীলা চানু পুখরামবাম ও নিক্কি প্রধানের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডাররা দলকে কৌশলগত ভারসাম্য দেন। মাঝমাঠের অধিনায়কত্ব করেন সালিমা তেতে। তাঁদের সঙ্গে ফরোয়ার্ড লাইনে নবনীত কউর এবং লালরেমসিয়ামির মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিজ্ঞ তারকাদের উপস্থিতি দলকে বড় ভরসা যোগায়। পুরো দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন ১৮ বছর বয়সী ডিফেন্ডার/মিডফিল্ডার সাক্ষী রানা এবং ১৯ বছর বয়সী সুনেলিতা তোপ্পো। এছাড়া বিউটি ডুংডুং, দীপিকা সোরেং এবং বলজিৎ কউরও ছিলেন দলের অন্যতম সম্ভাবনাময় তরুণ মুখ।

বিশ্বকাপে বল ভারতের দখলে থাকলে ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী দলকে ৩-২-২-৩ অথবা ৩-৩-৪ ফরমেশনে খেলতে দেখা গিয়েছে। বিল্ড-আপের সময় মাঝমাঠের দুজন পিভটের সঙ্গে পেছনের তিন ডিফেন্ডার পাসিংয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতেন। লক্ষ্য শুধু পাসের পর পাস দিয়ে প্রতিপক্ষকে তাদের জায়গা থেকে সরানোই ছিল না, একইসঙ্গে ডিফেন্ডাররা সরাসরি লাইন-ব্রেকিং পাসের সুযোগও খুঁজতেন। মাঝমাঠের খেলোয়াড়রা সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে না থেকে আড়াআড়ি বা ডায়গোনাল পাসিং লেন তৈরির চেষ্টা করতেন। একই সঙ্গে উইঙ্গাররা মাঠের দুই প্রান্ত ধরে রেখে প্রতিপক্ষকে ছড়িয়ে দিতেন। আক্রমণের শেষ অর্ধে উঠলে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারদের মাঝমাঠে সক্রিয় উপস্থিতি পাসের আরও পথ খুলে দিত। প্রতিপক্ষের রক্ষণের ২৫ গজ অঞ্চলে ঢুকলে দলটি ৩-২-৫ রূপ নিত, যেখানে নবনীত সেন্ট্রাল ফরোয়ার্ডের ভূমিকা পালন করতেন। ভারতের জার্সিতে আরও একটি সেরা টুর্নামেন্ট কাটালেন নবনীত, যেখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ গোল আসে তাঁর স্টিক থেকে। পুরো টুর্নামেন্টে ভারতের করা মোট ১১টি গোলের ৩৬ শতাংশই এসেছে তাঁর কাছ থেকে। তবে নবনীতের কাজ শুধু গোল করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, বরং তাঁর আড়াআড়ি দৌড়ানো, সার্কেলে আক্রমণ করা, কঠিন সময়ে পেনাল্টি কর্নার আদায় এবং সর্বোপরি পুরো মাঠ জুড়ে খেলা ভারতকে পুরো টুর্নামেন্টে সাহায্য করেছে। এছাড়া আক্রমণে দীপিকা ও লালরেমসিয়ামিও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, যাদের স্টিক থেকে এসেছে যথাক্রমে দুটি এবং একটি গোল।

বলের দখল না থাকলে ভারতের সবচেয়ে বড় উন্নতি বিশ্বকাপে দেখা গিয়েছে সেটা হল শুধুমাত্র একজন ডিফেন্ডারের ওপর নির্ভর না করে একাট্টা হয়ে ডিফেন্স করার মানসিকতা। ফরোয়ার্ডরা শুধু বলের পেছনে দৌড়াননি, তাঁরা পরিস্কার পাসিং লেনগুলো বন্ধ করে একযোগে প্রতিপক্ষকে প্রেস করছিলেন। দলের সাইড প্রেস ছিল বড় অস্ত্র, যেখানে তারা মাঠের পাশের সাইডলাইন ব্যবহার করে আক্রমণ শাণাতেন এবং সংখ্যাগত সুবিধা নিয়ে বল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রতিপক্ষের আক্রমণের ধরনের ওপর ভিত্তি করে রক্ষণের গঠন থাকত ৪-৪-২ বা ৪-৩-৩। ট্রানজিশনের সময় দল বল নিয়ে ছোটার চেয়ে ভালো বল-কন্ট্রোল করতে পারা খেলোয়াড়কে প্রথম পাস দেওয়ার ওপর জোর দিত। লো-ব্লক স্ট্রাকচারটা দেখতে ছিল অনেকটা ৫-৪-১-এর মতো, যার মূল নীতিই ছিল প্রতিপক্ষকে মাঝমাঠ থেকে দূরে সরিয়ে সাইডের দিকে ঠেলে দেওয়া।

তবে নয়বারের বিশ্বজয়ী নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বল দখলে রাখতে ভারতের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ভারত সেই ম্যাচে আক্রমণভাগের ২৫ গজে তেমন কোনও সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। ডাচ দল ভারতকে দীর্ঘক্ষণ রক্ষণাত্মক খেলতে বাধ্য করায়। পুরো ম্যাচে তারা ৩৫ বার ভারতীয় সার্কেলে ঢোকে এবং নয়টি পেনাল্টি কর্নার থেকে দুটি গোল আদায় করে নেয়। পুরো বিশ্বকাপে ভারতের একমাত্র পরাজয়ও সেই ম্যাচেই। এরপর সেমিফাইনালে উঠতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ পয়েন্টের দরকার ছিল ভারতের। কিন্তু স্নায়ুর চাপ, ছন্দের অভাব, অনাবশ্যক ভুল আর সুযোগ হাতছাড়া করায় সামগ্রিক পারফরম্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পাশাপাশি এরিয়াল পাসের অভাবও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কারণ আধুনিক হকিতে চাপ থেকে বেরোতে এরিয়াল পাস একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম।

বিশ্বকাপ চলাকালীন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচ সিওর্ড মেরিন

এই বিশ্বকাপে গোলকিপিং পজিশনে রোটেশনের মাধ্যমে কোচ মেরিন যে বিচু দেবীর ওপর ভরসা করছেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। যার প্রতিদানও দেন বিচু, টুর্নামেন্টে ভারতের ব্রেকআউট গোলরক্ষক হিসেবে উঠে এসে। নিজের তৃতীয় বিশ্বকাপ অভিযানে আসা অভিজ্ঞ সবিতা পুনিয়াও তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ থেকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ১ পয়েন্ট ছিনিয়ে এনে পরবর্তী রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার মূল অবদান ছিল গোলরক্ষকদেরই। পুরো ম্যাচে ইংলিশ দল ২০টি শট নেয় এবং ১২টি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে, তারপরও স্কোরবোর্ড ০-০ তেই থেকে যায়। খেলার মাত্র ৩০ সেকেন্ড বাকি থাকতে ইংলিশ তারকা টেসা হাওয়ার্ড সার্কেলের প্রান্ত থেকে গোল করার একদম পরিষ্কার সুযোগ পান। কিন্তু বিচু বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিশ্চিত একটি গোল আটকে দেন, যা টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা সেভ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, কোচ মেরিনের অধীনে দলটির পারফরম্যান্সে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং ভারত আগামী এশিয়ান গেমসে ভালো ফল করার জন্য বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত। এখানে সোনা জিতলেই সরাসরি ২০২৮ অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে তাঁদের বড় বাধা হবে অ্যালিসন অ্যানানের চীন, যদিও চীনের বিশ্বকাপটা আশানুরূপ কাটেনি। ভারতকে তাদের পেনাল্টি কর্নারকে গোলে রূপান্তরের হার বাড়াতে হবে এবং আক্রমণের ট্রানজিশনগুলোতে আরও গতি ও সাবলীলতা আনতে হবে।

এশিয়াডের আগে প্রশ্ন অনেক

তনুজ বিরুয়া

মাঝে আর কয়েকদিন, তারপরেই শুরু ২০২৬ এশিয়ান গেমস। কিন্তু এশিয়াড শুরুর আগে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে ভারতের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে অনেকের কপালেই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। গতবার এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারত বিশ্বকাপ শেষ করেছে অষ্টম স্থানে। কিন্তু ২০২০ এবং ২০২৪ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতার পর যখন ভাবা হচ্ছিল ভারতীয় পুরুষ হকির পুর্নজন্ম হয়েছে তখন হঠাৎ কেন এই ছন্দপতন? প্রথমে আসা যাক ট্যাকটিক্সে। ভারতের কোচ ক্রেগ ফুলটন বিশ্বাস করেন আধুনিক আন্তর্জাতিক হকিতে সফল হতে গেলে রক্ষণভাগকে নিশ্ছিদ্র ও শক্তিশালী রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হল জোনাল ও অপশনাল মার্কিং ব্যবস্থার নিখুঁত প্রয়োগের মাধ্যমে মাঠের নির্দিষ্ট জোন বা এলাকাগুলোকে সুরক্ষিত রাখা এবং বল ছাড়া নিজেদের পজিশনিংয়ে চরম পেশাদার শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ফুলটনের সাজানো নির্দিষ্ট ২-৩-২-৩ বিল্ড-আপ এবং ৩-৪-৩ হাফ-কোর্ট প্রেসিং কৌশলে এমন খেলোয়াড় প্রয়োজন, যাঁরা মাঠের ভেতরে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং সেটা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

তবে বাস্তবতা বিচার করলে দেখা যায় ভারতীয় দল এই নির্দিষ্ট রক্ষণাত্মক বিভাগে একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ২০২৪-২৬ প্রো লিগের বিভিন্ন সংস্করণ এবং এশিয়া কাপ মিলিয়ে ভারত নিজেদের অর্ধে মোট ২১৫টি পেনাল্টি কর্নার হজম করেছে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হজমকারী দলের চেয়েও অন্তত ৭০টি বেশি। এই বিশাল সংখ্যক পেনাল্টি কর্নার হজম করা সত্ত্বেও ভারতের গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডাররা মিলিতভাবে প্রায় ৮১.৮৬% সেভ রেটের একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ব্যতিক্রমী পরিসংখ্যান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই উচ্চ সেভ রেট ভারতকে বেশ কিছু ম্যাচে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচালেও, প্রতিপক্ষের হাতে বারবার বিপজ্জনক সেট-পিস তুলে দেওয়ার এই ধারাবাহিক দুর্বলতা ফুলটনের সামগ্রিক ট্যাকটিক্যাল পরিকল্পনাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে এই টুর্নামেন্টগুলোতে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার অমিত রোহিদাস। বিশ্বকাপ মিলিয়ে তিনি মোট ৫৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বয়সের কারণে তাঁর ব্যক্তিগত রিফ্লেক্স এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অবনতি ঘটলেও, পেনাল্টি কর্নার আটকানোর সময় নিজের শরীর ছুড়ে দিয়ে ‘ফার্স্ট রাশ’ করার ক্ষেত্রে তিনি এখনও দলের কাছে অপরিহার্য। একইসঙ্গে সাবেক অধিনায়ক মনপ্রীত সিং হলেন দলের আরেকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্প্রিন্টার, যিনি বিপক্ষের ইনজেকশন থেকে নেওয়া ড্র্যাগ-ফ্লিক ও জোরালো শট আটকে দিতে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে মাঠের অনেকটাই ঢেকে ফেলেন। হরমনপ্রীত সিং, সঞ্জয় রানা, জুগরাজ সিং, সুমিত এবং জরমনপ্রীত সিং দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় রক্ষণভাগের স্থায়ী মুখ হিসেবে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ডিফেন্সের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব সামলে আসছেন।

বিশ্বকাপে আট গোল করে ফের ভারতকে ভরসা জুগিয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত

ওদিকে, কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশের অবসরের পর ভারত পোস্টের নীচে বিকল্প হিসেবে সুরজ কারকেরা, মোহিত এইচএস এবং কৃষাণ পাঠকের ওপর আস্থা রেখেছিল। হকি ইন্ডিয়া লিগে কৃষাণ পাঠক নজরকাড়া পারফর্ম করে আশা জাগালেও, মাঠের বাইরের এক অনভিপ্রেত ঘটনার কারণে তাঁকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং এরপর থেকে তিনি আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। অন্যদিকে, সুরজ কারকেরা বারবার সহজ ভুল করে গোল হজম করেছেন, আর তরুণ মোহিত এইচএস মাঝে মাঝে নিজের প্রতিভার ঝলক দেখালেও পুরো আসরে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। ফলে অভিজ্ঞ গোলকিপারের অভাব এবং পোস্টের নীচের এই চরম অস্থিরতাই ফুলটনের সাজানো ভারতীয় দলকে সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলেছে ও ভুগিয়েছে।

বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামার আগে যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য হকি ইন্ডিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে বেঙ্গালুরুর সাই সেন্টারে দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করেছিল। এই ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৩০-৬০ জন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের একটি বড় পুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক ম্যাচের বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি করে তীব্র অনুশীলন (ম্যাচ সিমুলেশন), খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা ও কন্ডিশনিং বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি মাঠে একটি সুসংহত ও একতাবদ্ধ দল গড়ে তোলা। কিন্তু এত দীর্ঘ প্রস্তুতি সত্ত্বেও চলতি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে কোনওভাবেই একটি সুসংহত ও জমাট ইউনিট হিসেবে দেখা যায়নি। মাঠের ভেতর ট্যাকটিক্যাল পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগ এবং দলগত বিন্যাসে মারাত্মক ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দলের ফরোয়ার্ড লাইনে খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও রসায়নের চরম ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে আক্রমণভাগের প্রায় পুরোটাই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মিডফিল্ড থেকে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত প্রতিভার কিছু বিচ্ছিন্ন ঝলক দেখা গেলেও, দলের প্রধান চালিকাশক্তি হার্দিক সিংকে প্রতিপক্ষের ফাইনাল থার্ড বা আক্রমণাত্মক এলাকায় পুরোপুরি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়নি।

রক্ষণভাগও বারবার সহজ ভুল করে প্রতিপক্ষকে গোল উপহার দিয়েছে। এর পাশাপাশি কোমরের নিচের অংশে চোট থাকা সত্ত্বেও পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার জন্য ভারত অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভর করেছে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের ড্র্যাগ-ফ্লিকের ওপর। তিন বছর ধরে প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকার পরও ফুলটন এই ভারতীয় দল থেকে তাদের সেরা খেলাটি বের করে আনার উপযোগী কোনো নির্দিষ্ট ও নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে পারেননি বলেই মনে হয়। উল্টে তিনি সেই পুরনো মূল নীতি, নির্দিষ্ট খেলোয়াড়দের অপরিবর্তিত ভূমিকা এবং একঘেয়ে কাঠামোর ওপরই অন্ধভাবে ভরসা করে চলেছেন। এখন দেখার এশিয়ান গেমসে কী হয়। সেখানে ভারত গতবারের বিজয়ীর মতো খেলে নাকি বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সে যারা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তাঁদের আশঙ্কাই সত্যি হয়,সেটা সময় বলবে।

২০২৬ হকি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ভারতীয় পুরুষ দল

ফাইনালেও তুরুপের তাস বৈভব

বয়স সংখ্যা মাত্র, সামির হয়ে বার্তা ঈশানের

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : ফর্ম নয়, বয়সের মাপকাঠিতে জাতীয় দলে কার্যত ব্রাত্য।

অজিত আগরকার-গৌতম গম্ভীরদের কাছে এই মুহূর্তে 'নম্বর' নেই ছত্রিশে পা রাখা মহম্মদ সামির। যদিও দলীপ ট্রফির ফাইনালের আগে উলটো সুর পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ঈশান কিষানের। সতীর্থ সামির হয়ে আগরকারদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা- বয়স সংখ্যা মাত্র। বয়স নয়, পরিশ্রম, সাফল্যের খিদেটাই আসল।

ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়ে এখনও একটা ম্যাচও হারেননি ঈশান। এর মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-ও জিতেছে। এবার লক্ষ্য পূর্বাঞ্চলকে ১৪ বছর পর দলীপ ট্রফি উপহার দেওয়া। দাপটের সঙ্গে কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালের গণ্ডি পেরিয়েছে পূর্বাঞ্চল। রবিবার শুরু ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বাধা অতিক্রমেই পাখির চোখ।

লক্ষ্যপূরণে ফাইনালে ১০০তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে নামা মহম্মদ সামি অন্যতম ভরসা। ম্যাচের আগের দিন পেস অস্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে ঈশান বলেছেন, 'ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি সামিভাই। বাংলার হয়ে শুরু থেকেই সাফল্য পেয়েছে। উইকেটের জন্য সবসময় নিজের সমস্ত শক্তিটুকু নিংড়ে দেয়। ভারতীয় দলের জার্সিতেও পাওয়া সাফল্য ওর পক্ষে কথা বলবে।'

নির্বাচকদের কার্যত কাঠগড়ায় তুলে ঈশানের আরও সংযোজন, 'আমার মতে বয়স সংখ্যা মাত্র। পরিশ্রম করলে বয়স কোনও বাধা হতে পারে না। সামিভাইয়ের মধ্যে খিদেটা লক্ষ্য করেছি। এই মুহূর্তে আমার চেয়ে কে ভালো বুঝতে পারবে। একজন অধিনায়ক হিসেবে সামিভাইয়ের চেষ্টা, তাগিদে আমি খুশি। সবসময় উইকেটের খিদে। নিজেই বল চেয়ে নেয় এবং ভরসা জোগায়। ওর মতো একজনকে দলে পাওয়া ভাগ্যের।'

প্রতিপক্ষ দক্ষিণাঞ্চল গতবারের ফাইনালিস্ট। চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে খেলার সুবিধাও পাবে। শ্রীলঙ্কা ফেরত মহম্মদ সিরাজ, দেবদত্ত পাডিক্কালের অন্তর্ভুক্তি আরও শক্তিশালী। তবে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশ থাকলেও ফাইনালে খেলতে হচ্ছে না লোকেশ রাহুলকে। অধিনায়ক তিলক ভার্মা এদিন তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ওপেনিংয়ে নারায়ণ জগদীশান-রিকি ভুই। মিডল অর্ডারে ছন্দে থাকা দেবদত্ত। তিলক বলেছেন, 'দেবদত্তের অন্তর্ভুক্তিতে দলের শক্তি অনেক বেড়েছে। গত কয়েকটা ম্যাচে (শ্রীলঙ্কা সফরে প্র্যাকটিস ম্যাচ ও জোড়া টেস্টেই সেঞ্চুরি) যে রকম ছন্দে ছিল, তা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। সিরাজের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।'

পাডিক্কাল-তিলককে থামাতে পূর্বাঞ্চলের তুরুপের তাস মুকেশ কুমার-সামিকে নিয়ে গড়া পেস ব্রিগেড। স্পিন সহায়ক এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামের বাইশ গজে শাহবাজ আহমেদ-অভিজিৎ সরকারের স্পিন জুটির ফ্যাক্টর হতে পারে। ঘুরেফিরে চোখ ফের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীর দিকে। আফগানিস্তান টি২০ সিরিজের জন্য ঈশান-বৈভবদের বিশ্রামের ভাবনা থাকলেও শেষপর্যন্ত দলীপ ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন।

রবিবার শুরু যে দ্বৈরথে শুরুতে বৈভবের ব্যাট চওড়া হলে পূর্বাঞ্চলের অনেক চিন্তা দূর হয়ে যাবে। বাংলার দুই ব্যাটার সুদীপ ঘরামি, শাহবাজের ব্যাটিংও ভরসার জায়গা। ঈশান তো রয়েইছেন। দলীপে এখনও সমর্থকদের প্রত্যাশা পুরোপুরি মেটাতে পারেননি। ফাইনালে সেই আক্ষেপ সুদে-আসলে মিটিয়ে নিতে পারেন কিনা পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক, আগামীকাল থেকেই তারই প্রতীক্ষা।

রবিবার ১০০তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলবেন মহম্মদ সামি। তার আগে শুক্রবার তাঁকে বিশেষ জার্সি তুলে দিলেন ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশীরা। ছবি : সৌজন্যে সিএবি

দলীপ ট্রফির ফাইনালের আগে ব্যাটিং অনুশীলনে বৈভব সূর্যবংশী।

আমার স্ত্রীও বৈভবের ভক্ত, স্বীকার শ্রীকান্তের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত শুধু নন, তাঁর স্ত্রীও বৈভব সূর্যবংশীর খেলার ভক্ত। বিশ্বজয়ী ওপেনারের মতে, ভবিষ্যতে ক্রিকেট ইতিহাসের কিংবদন্তিদের তালিকায় জায়গা করে নেবেন বিস্ময় বালক। পনেরোতেই যার ঝলক মিলছে আইপিএল, ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। ইউটিউব চ্যানেলে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলছে ও। সবার উচিত উৎসাহ দেওয়া। সঠিক পথে এগোলে ভবিষ্যতের মহাতারকা হয়ে উঠবে। শুধু সাদা বলে নয়, টেস্টের গরিমাও ফেরাবে ও। বৈভবের জন্য দলীপ ট্রফিও দেখছে সবাই। এমনকি আমার স্ত্রীও। ও বৈভবের খেলার ভক্ত।'

> সর্বোচ্চ পর্যায়েও সাফল্যের ক্ষমতা রয়েছে বৈভবের, তার প্রমাণ রেখেছে ইতিমধ্যেই। তিন ফরম্যাটেই ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করবে। লাল বলের ক্রিকেটেও অনায়াসে পেসারদের মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা মেরে দিচ্ছে!
>
> **-কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত**

বিহার বয়ের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের ছায়াও দেখছেন। ভারতীয় দলে শচীনের প্রথম অধিনায়ক শ্রীকান্তের কথায়, 'সর্বোচ্চ পর্যায়েও সাফল্যের ক্ষমতা রয়েছে বৈভবের, তার প্রমাণ রেখেছে ইতিমধ্যেই। তিন ফরম্যাটেই ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করবে। লাল বলের ক্রিকেটেও অনায়াসে পেসারদের মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা মেরে দিচ্ছে! বোলারদের নিয়ে খেলা করছে! আশাবাদী, বৈভবের যে মেজাজ বজায় থাকবে, দীর্ঘায়িত হবে। ভারত শুধু নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের সম্পদ হতে চলেছে ও।'

দুরন্ত জয়ে প্রি-কোয়ার্টারে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রথম সেট অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে অবশ্য কোনও পা হড়কানো নয়। দুরন্ত জয়ে চলতি ইউএস ওপেনে প্রি-কোয়ার্টারে উঠলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে চিনের ইউ ইবিংকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন। খেলার ফল ২৩ বছরের আলকারাজের পক্ষে ৬-৩, ৬-৪, ৬-১।

চোটের জন্য জানিক সিনার না থাকায় ও নোভাক জকোভিচ প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেওয়ায় ফাইনাল পর্যন্ত পরিষ্কার রাস্তা রয়েছে আলকারাজের। এদিন আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে তাঁকে গত দুই রাউন্ডের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাল। ইউ ইবিংকে হারিয়ে ইউএস ওপেনে টানা ১৭ ম্যাচ জিতলেন আলকারাজ। এই টুর্নামেন্টে সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী তারকার পক্ষে জয়-পরাজয়ের হিসেব ২৭-৩ (জয়ের শতকরা ০.৯০০)। ফ্লাশিং মিডোয় সর্বাধিক 'উইন পার্সেন্টেজ' রেখে পিট সাম্প্রাস (০.৮৮৮), রজার ফেডেরার (০.৮৬৪) ও জকোভিচকে (০.৮৫৬) পিছনে ফেলে দিয়েছেন আলকারাজ। জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'আমি গত দুই ম্যাচের থেকে আজ ভালো খেলেছি। শারীরিকভাবে দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছি। প্রথম রাউন্ডের পর মনে হয়েছিল, আর হয়তো পারব না। কিন্তু শরীর ভালো রিকভারি করছে। প্রতিবার কোর্টে নামার পর ছন্দ খুঁজে পাচ্ছি, উন্নতি করছি।' চতুর্থ রাউন্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলের মুখোমুখি হবেন আলকারাজ। যাঁর বিরুদ্ধে টানা হাফডজন জয়ের রেকর্ড রয়েছে স্প্যানিশ তারকার।

এদিকে, দুই বছর পর গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রি-কোয়ার্টারে উঠলেন স্টেফানোস সিৎসিপাস। তিনি ২-৬, ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে জিরি লেহেচকাকে হারিয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে শেষ ষোলোয় জায়গা করেছেন তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলা। তিনি ১-৬, ৬-৪, ৬-৩ গেমে লেইলা ফার্নান্ডেজকে হারিয়েছেন।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শুক্রবার রাতে।

মরশুমের প্রথম হার রিয়ালের

মাদ্রিদ, ৫ সেপ্টেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদের জয়রথ থামাল রিয়াল বেটিস। লা লিগার চতুর্থ ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপেরা হারলেন ১-০ গোলে। এটাই এই মরশুমে রিয়ালের প্রথম হার।

লিগে টানা তিন ম্যাচ জিতে দুরন্ত সূচনা করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু বেটিসের কাছে ছন্দপতন হল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের। গোটা ম্যাচ দাপটে খেলেও খালি হাতে ফিরতে হল তাদের। সৌজন্যে রিয়াল বেটিস গোলকিপার আলভারো ভালেস। অন্তত হাফডজন নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দলের দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখেন।

এদিন ছন্দে ছিলেন না ফরাসি গোলমেশিন এমবাপে। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। উলটে ৮১ মিনিটে ট্রয় প্যারোট গোল করে বেটিসকে এগিয়ে দেন। এর কয়েক মিনিট পর গোল করেছিল রিয়াল। পরিবর্ত কার্লোস এসপি দর্শনীয় বাইসাইকেল কিকে বল গোলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়। ম্যাচের শেষদিকে রিয়াল মাদ্রিদ পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু এমবাপের স্পট কিক আটকে দেন ভালেস।

ম্যাচের পর কোচ হোসে মোরিনহো বলেছেন, 'কিছু পরাজয়ের ব্যাখ্যা হয় না। আমরা দারুণ খেলেছি। ম্যাচ জেতা উচিত ছিল। রিয়াল বেটিস ড্রয়ের জন্য খেলেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরা বাজিমাত করেছে।' ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে রিয়াল।

ডার্বির প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আপুইয়া (উপরে) ও শুভাশিস বসু।

দলীপ ট্রফির ফাইনালের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ।

সাফাই অভিযানে নকভির টার্গেট বাবরও

লাহোর, ৫ সেপ্টেম্বর : মহসিন নকভির পরবর্তী টার্গেট কে?

পাক ক্রিকেটের চলতি শোপ অপেরায় এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। পাক বোর্ডের অন্দরমহলে কান পাতলেই টার্গেটের তালিকায় উঠে আসছে বেশ কিছু নাম। যে তালিকায় রয়েছেন স্বয়ং বাবর আজম, নির্বাচক কমিটির প্রধান তথা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর আকিব জাভেদও। দাবি চলতি সাফাই অভিযানে পুরোনোকে হটিয়ে একেবারে নতুন করে সবকিছু সাজাতে চাইছেন পাক বোর্ড প্রধান মহসিন নকভি।

ইংল্যান্ড সফরের মাঝে ছাঁটাই পর্বে রেহাই পেলেও হিটলিস্টে একেবারে উপরের দিকেই নাকি আছেন বাবর। প্রাক্তনদের অনেকেই অধিনায়ক বাবরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। দাবি, যথার্থ অর্থে দলের নেতা হয়ে উঠতে পারেননি। সাত-সাতজনকে ছেঁটে ফেলার পরও যেভাবে মুখ বন্ধ রেখেছেন, এরপর অধিনায়ক থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। পাশাপাশি বোর্ডও খুশি নয় অধিনায়ক বাবরকে নিয়ে। ইংল্যান্ড সফর থেকে দল ফিরলেই হয়তো ছাঁটাই।

ইংল্যান্ড সফরের দল নির্বাচন নিয়ে আকিবদের ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা চেয়ে নোটিশ ধরানো হয়েছে। এবার অপেক্ষায় ছাঁটাই নোটিশ। সূত্রের খবর, নির্বাচক কমিটি থেকে সরিয়ে আকিবকে শুধুমাত্র লাহোরের হাই পারফরমেন্স সেন্টারের দায়িত্বে ফোকাস করতে বলা হবে। খবর, ইংল্যান্ড সফরের পরই নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করতে চলেছে পাক বোর্ড।

রেহাই পাচ্ছেন না আকিব

সূত্রটি আরও দাবি করেছে, টেস্ট দলে বড়সড়ো ছাঁটাইয়ের নেপথ্যে নাকি পাকিস্তানের টি২০ ও ওডিআই দলের হেডকোচ মাইক হেসন। তৃতীয় টেস্টের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে উড়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ড। খবর, হেসনের সঙ্গে কথা বলেই সাতজনকে ছাঁটাই করেছে পাক বোর্ড। হেসন চাইছিলেন সাদা বলের একঝাঁক ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করে তৃতীয় টেস্টের চ্যালেঞ্জ নিতে। তবে ইমাম-উল-হক ও মহম্মদ রিজওয়ানদের ফর্ম নয়, আচরণের জন্যই দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, পাকিস্তানের প্রাক্তন ব্যাটিং পরামর্শদাতা, কোচ ম্যাথু হেডেনও হতাশ চলতি ডামাডোলে। বলেছেন, 'পাক দলের সঙ্গে কাজ করা দারুণ উপভোগ করেছি। তবে সমস্যা তখনও ছিল, বরাবরই থাকে। বাইরের ঘটনাক্রমে চাপ তৈরি হয় দলের এবং খেলোয়াড়দের ওপর। প্রতিভার অভাব নেই পাক ক্রিকেটে। ক্রিকেট বিশ্বের ডার্কহর্স ওরা। মূল সমস্যা হল বাইরের এইসব ঝামেলা, যা খেলোয়াড়দের ফোকাস নষ্ট করে।'

তিনে তিন সিটি, প্রথম জয় লিভারপুলের

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : রড্রি, বার্নার্ডো সিলভা নেই। তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল তারা। শনিবার কভেন্ট্রি সিটিকে ১-০ গোলে হারাল এনজো মারেস্কার ছেলেরা। ২৬ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের গোল সিটির জয়ের হ্যাটট্রিক নিশ্চিত করে। এদিন ম্যান সিটির জার্সিতে অভিষেক হল আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্ডেজের। আগামীদিনে এনজো, এলিয়ট অ্যান্ডারসন ও আয়ুব বোয়াদ্দির উপরই রড্রির শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব থাকবে।

এদিকে, চলতি ইপিএলে প্রথম জয় পেল লিভারপুল। তারা ২-০ গোলে ইপসউইচ টাউনকে হারিয়েছে। গত মরশুমের ব্যর্থতা (২২ ম্যাচে মাত্র ৪ গোল) ভুলে এদিন জোড়া গোল করলেন আলেকজান্ডার ইসাক। উভয় ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট ছিল কোডি গাকপোর। ইসাক-গাকপো জুটিতে রঙিন দেখাচ্ছে লিভারপুলকে।

বিসিসিআইয়ের দাবি খারিজ আইওএ-র

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুরোধ খারিজ করে দিল ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। পরিষ্কার জানিয়ে দিল এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের জন্য স্পেশাল কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আইচি-নাগোয়া গেমসে ক্রিকেট পরিকাঠামো, ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। অভিযোগ, বাইশ গজ থেকে থাকার ব্যবস্থা মোটেই আন্তর্জাতিক মানের নয়।

বিসিসিআইয়ের যে প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে আইওএ জানিয়েছে, শুধুমাত্র ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। ক্রিকেট বোর্ড চাইলে নিজেদের দায়িত্ব ও খরচে সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের কোনও দায়ভারই নেবে না অলিম্পিক সংস্থা। ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য গেমসের আয়োজকদের অনুরোধও করবে না।

ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সিইও রঘুরাম আইয়ার বলেছেন, 'বিসিসিআই সিইও হেমাঙ্গ আমিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। অর্থবহ আলোচনাও হয়েছে। ওরা চাইছে পুরো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য পর্যবেক্ষক টিম পাঠাতে। আইওএ-র এই নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। পর্যবেক্ষণের রিপোর্টের ভিত্তিতে যেটা উচিত মনে করবে বিসিসিআই সেটাই করবে।'

ডাগআউটে কাল থাকতে পারেন বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে ডাগআউটে বসতে পারেন বিনো জর্জ। শনিবার তাঁর তত্ত্বাবধানে ডার্বির অনুশীলন শুরু করল ইস্টবেঙ্গল এফসি।

ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদের মতো একাধিক সিনিয়ার ফুটবলারকে খেলাতে চলেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও চাইছিল সিনিয়ারদের ডার্বিতে খেলাতে। কিন্তু হাবাস রাজি নন।

রক্ষণে জোর ইস্টবেঙ্গলের

তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু এবং আইএসএলের কথা মাথায় রেখে সিনিয়ারদের খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তবে সৌভিক চক্রবর্তী, নরেন্দ্র গেহলট, বরিস সিংয়ের মতো বেশ কয়েকজন ফুটবলারের নাম লিগে নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করলেও কোচ হাবাসের অনুমতি না পাওয়ায় নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়নি। আইএফএ-র সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, নিয়মানুযায়ী যেহেতু ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে সৌভিকদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য ইস্টবেঙ্গল আবেদন করেছে তাই ম্যাচের আগে যে কোনও সময় চাইলে তারা নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারবে। এদিন রাত পর্যন্ত হাবাস নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ক্লাব তাঁকে কোনওভাবেই রাজি করাতে পারেনি।

শনিবার বিনোর তত্ত্বাবধানে ঘণ্টা দেড়েক কড়া অনুশীলন করলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। তবে এদিন কোনও সিনিয়ার ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন না। আকাশ হেমরম, উত্তম হাঁসদাদের নিয়ে প্রস্তুতি সারল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান আক্রমণভাগে মনবীর, লিস্টন, সাহাল আব্দুল সামাদদের মতো ফুটবলার রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে রক্ষণ জমাট রাখার দিকেই বাড়তি নজর ছিল বিনোর। অনুশীলন চলাকালীন বারবার ডিফেন্ডারদের ভুলত্রুটি শুধরে দিলেন। বরিস, নরেন্দ্ররা চলে এলে রক্ষণভাগ আরও মজবুত হবে। হালকা চোট থাকায় অনুশীলন করেননি মনোতোষ চাকলাদার। তাঁর বিকল্প হিসেবে প্রজ্বল সাহাকেও তৈরি রাখছেন বিনো।

ইস্টবেঙ্গল আপফ্রন্টের অন্যতম ভরসা আকাশ। শেষ তিন ম্যাচে পাঁচ গোল করেছেন। এছাড়াও ফর্মে রয়েছেন বিজয় মুর্মু। উইং দিয়ে আচমকা কাট করে ভিতরে ঢুকে গোল করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। ডার্বিতে আকাশ-বিজয়ের বোঝাপড়াই বড় সম্পদ হবে লাল-হলুদের।

সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে সোমবারের কলকাতা লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের ভরসা আকাশ হেমরম।

ডার্বিতে নিরাপত্তা ও দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : গত বছর কল্যাণী স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ডার্বি আয়োজনে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল আইএফএ। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবার বারাসতেও সাফল্যের সঙ্গে বড় ম্যাচ আয়োজনের লক্ষ্য নিয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

সোমবার লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল এফসি মহারণ। গত প্রায় আট বছর বারাসত স্টেডিয়ামে কোনও ম্যাচ খেলেনি বাংলার দুই প্রধান। তবে এর মাঝে স্টেডিয়ামের চেহারা আমূল বদলেছে। কৃত্রিম ঘাস তুলে ফেলা হয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগেই। এখন সবুজ মখমলের মতো প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠ। একঝলক দেখলেই বোঝা যায় পরিচর্যায় কোনও ত্রুটি নেই। নিঃসন্দেহে বলা যায় বারাসত স্টেডিয়ামের মাঠ এই মুহূর্তে টেক্কা দিতে পারে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকেও। পিছিয়ে নেই গ্যালারিও। আসন সংখ্যা সীমিত হলেও ডার্বিতে দর্শক স্বাচ্ছন্দ্যে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না আইএফএ। নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে গ্যালারিতে একাধিক নতুন ফেন্স নির্মাণ করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু অস্থায়ী ফেন্সও রাখা হচ্ছে। এতদিন বারাসত স্টেডিয়ামে দর্শক ঢোকার জন্য একটিই গেট ছিল। তবে ডার্বির আগে আরও একটি গেট তৈরি করা হয়েছে। দুটি আলাদা গেট দিয়ে দুই দলের সমর্থকদের ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকদের ব্যাগ, ছাতা, হেলমেট রাখার জন্য স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে অস্থায়ী ক্লক রুম। এছাড়া গ্যালারির নীচে তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী ফুড কোর্ট। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে গ্যালারির প্রতিটা ব্লকে।

ম্যাচ চলাকালীন বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যাওয়া একটা সময় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল বারাসত স্টেডিয়াম নিয়ে। তা প্রায় এক দশক আগের ঘটনা। ডার্বির আগে নতুন করে আলো লাগানো হয়েছে। একাধিকবার ফ্লাডলাইটের ট্রায়ালও হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় আরও একবার তা দেখে নেওয়া হবে। ফলে বলাই চলে, লিগ ডার্বি আয়োজনের মঞ্চ পুরোদস্তুর তৈরি। শনিবার দুপুরে স্থানীয় বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায় ও বারাসত জেলা পুলিশের জোনাল অ্যাডিশনাল এসপি দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ সংস্থার অন্য কর্তারা। অতীতে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্মী ছিলেন দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবভারতীতে একাধিক বড় ম্যাচ আয়োজন একেবারে সামনে থেকে দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বারাসতেও সাফল্যের সঙ্গে ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। আইএফএ সচিব জানিয়েছেন, ডার্বির পর বারাসতে শিল্ডেরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থার। বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায় জানান, নিয়মিত ম্যাচ পেলে ভবিষ্যতে বারাসত স্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যাও বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে প্রশাসন।

বারাসত স্টেডিয়ামে বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। শনিবার।

ডার্বির আগে সায়নকে নিয়ে স্বস্তি বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : গত বছরের কলকাতা ফুটবল লিগ ডার্বির নায়ক। ইস্টবেঙ্গলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই সায়ন এবার সবুজ-মেরুনে। তবে এবার লিগের বড় ম্যাচে কি খেলবেন তিনি?

গত কয়েকদিন অনুশীলন না করায় প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে সায়নের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। গোড়ালির পুরোনো চোটেই ভোগাচ্ছিল সায়নকে। তবে ডার্বির দুইদিন আগে প্রস্তুতিতে ফিরলেন সায়ন। শনিবার বিকেলে মূল দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা কমল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট টিম ম্যানেজমেন্টের।

সায়ন খেলতে না পারলে ছয় ভূমিপুত্র খেলানোর বিধি মানতে সিনিয়ার দলের কোনও ফুটবলারকে বেঞ্চে বসাতে হত। সায়ন খেললে সেদিক থেকে স্বস্তি মিলবে। এদিন অনুশীলনে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে সোমবার ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে শুরু থেকে রাহুল ভেকে, মেহতাব সিং, আপুইয়া, সাহাল আবদুল সামাদ ও মনবীর সিংকে খেলাতে পারে মোহনবাগান।

বাবরদের পর লজ্জায় পাকিস্তানের মেয়েরাও

দুবাই, ৫ সেপ্টেম্বর : দুঃসময় পাকিস্তান ক্রিকেটে। ইংল্যান্ড সফরে বাবর আজমদের ব্যর্থতার সঙ্গে মহসিন নকভির পাক ক্রিকেট বোর্ডের অদ্ভুতুড়ে সিদ্ধান্ত সামাজিক মাধ্যমে পাকিস্তানকে হাসির খোরাক করে তুলেছে। একই পথে এশিয়া কাপে ফাতিমা সানার পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেট দলও। নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (৯/৩) ও প্রেমা রাওয়াতের (৭/৩) ঘূর্ণিতে নাজেহাল হয়ে ১৮.১ ওভারে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় পাক দল। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন স্কোর।

১৫০তম টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে নামা হরমনপ্রীত কাউর টস হারের পর গলায় জোর নিয়ে বলেছিলেন, 'টুর্নামেন্টে আমাদের বোলিং দারুণ ছন্দে আছে। এই পিচে প্রথমে বোলিংয়ের সুযোগ পাওয়া কাজে লাগাতে হবে।' মন্থর ও স্পিন সহায়ক বাইশ গজে শুরুটা সতর্কভাবে করার চেষ্টা করেছিলেন দুই পাক ওপেনার শাওয়াল জুলফিকার (১৪) ও মুনিবা আলি (১৩)। ২৭ রানে শেফালি ভার্মা (১০/১) তাঁদের জুটি ভাঙার পর ওয়ান ওয়ে ট্রফিক পাক ব্যাটিং। প্রেমার লেগব্রেক, বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিনার শ্রী চরণি ও অফব্রেক বোলার দীপ্তি শর্মার (৫/২) বৈচিত্র্যে ওপেনারদের পর কোনও পাক ব্যাটার দুই অঙ্কের রানে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। গুল ফিরোজা (০), আয়েষা জাফর (২), ফাতিমাদের (০) রান পাশাপাশি বসালে ফোন নম্বর বলে ভুল হতে পারে।

তিন উইকেট নিয়ে উল্লাস নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণির। শনিবার দুবাইয়ে।

রানতাড়ায় নেমে শেফালি ইনিংসের প্রথম বলটাতেই ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। কিন্তু ফাতিমার পালটা জবাবে এই আগ্রাসনে দ্রুতই দাঁড়ি পড়ে যায়। তবে ১২ রানের সংক্ষিপ্ত ইনিংসেই ২২ বছর ২২০ দিন বয়সে শেফালি টি২০ আন্তর্জাতিকে কনিষ্ঠতম হিসেবে ৩ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছেছেন। আগে যে নজিরটি ছিল আয়ারল্যান্ডের গাবি লুইসের (২৪ বছর ৩৪৭ দিন)। একইসঙ্গে বলের নিরিখে দ্রুততম হিসেবে তিনি ৩ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন। তাঁর লেগেছে ২১৮২ বল। শেফালির মতো স্মৃতি মান্ধানা (৯) ও প্রতীকা রাওয়ালের (৪) উইকেট দুইটিও গিয়েছে ফাতিমার দখলে। কিন্তু পাক অধিনায়ক নিজের তৃতীয় ওভারটি করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগার পরই দ্রুত তাদের লড়াই শেষ হয়ে যায়। ভারত ৮.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেয়। হরমনপ্রীত (১৮) ও দীপ্তি (১২) ম্যাচ ফিনিশ করে এসেছেন। নিয়মরক্ষার পাক ম্যাচে জয়ের সঙ্গে গ্রুপে তিনে তিন করে ভারত এক নম্বরে থেকে সেমিফাইনালে গেল।

স্কোরবোর্ড

পাকিস্তান

মুনিবা বো শেফালি	১৩
শাওয়াল এলবিডব্লিউ বো শ্রী চরণি	১৪
গুল ক নন্দনী বো শ্রী চরণি	০
আয়েষা ক হরমনপ্রীত বো শ্রী চরণি	২
সাদাফ বো প্রেমা	৩
ফাতিমা এলবিডব্লিউ বো দীপ্তি	০
এইমান রান আউট	৫
হানি ক নন্দনী বো প্রেমা	৬
টুবা স্টা রিচা বো দীপ্তি	৯
নাশারা ক রিচা বো প্রেমা	০
সাদিয়া অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৩
মোট (১৮.১ ওভার)	৫৫

বোলিং : ক্রান্তি ২-০-৯-০, নন্দনী ২-০-১৪-০, শেফালি ৩-০-১০-১, শ্রী চরণি ৪-০-৭-৩, দীপ্তি ৩.১-০-৫-২, প্রেমা ৪-০-৯-৩।

ভারত

শেফালি ক ও বো ফাতিমা	১২
স্মৃতি এলবিডব্লিউ বো ফাতিমা	৯
প্রতীকা ক মুনিবা বো ফাতিমা	৪
হরমনপ্রীত অপরাজিত	১৮
দীপ্তি অপরাজিত	১২
অতিরিক্ত	২
মোট (৩ উইকেট, ৮.৪ ওভার)	৫৭

বোলিং : সাদিয়া ৩-০-১৬-০, ফাতিমা ৩-০-১৭-৩, নাশারা ১.৪-০-১৯-০, হানি ১-০-৪-০।

চলবে মে মাস পর্যন্ত ■ ফিরছে পুরোনো ফরম্যাট

১০ অক্টোবর শুরু আইএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : পুরোনো ফরম্যাটে ফিরছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। এদিন মুম্বইয়ে এই মরশুমের আইএসএল শুরুর কথা ঘোষণা করা হল।

১০ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের লিগ। যা চলবে আগামী মে মাস পর্যন্ত। যা খবর তাতে নভেম্বর, জানুয়ারি ও মার্চে, বারতিনেক আন্তর্জাতিক ব্রেক দেওয়া হবে। ক্লাব পরিচালিত নতুন মডেলে এবার হতে চলেছে এবারের লিগ। পুরোনো ফরম্যাটে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হতে চলেছে লিগ। এছাড়া আগের মতোই লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়াও প্লে-অফ হবে কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য। শিল্ড চ্যাম্পিয়নই পাবে এএফসি-র টুর্নামেন্টের স্লট। প্লে-অফ হবে ছয় দল নিয়ে। মোট ১৬৩ ম্যাচ হবে গোটা টুর্নামেন্টে। মোট ১৩ দল নিয়ে হতে চলেছে এবারের টুর্নামেন্ট। নতুন দল হিসাবে খেলবে চার্চিল ব্রাদার্স। বাকি দলগুলি হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স, ইন্টার কাশী, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। দল তুলে দেওয়ায় থাকছে না জামশেদপুর এফসি ও এন্ট্রি ফি না দিতে পারায় আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েও নেই ডায়মন্ড হারবার এফসি। গতবার নেমে যাওয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আবেদন করলেও তাদের রেখে না দেওয়ার সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছে এআইএফএফ।

এদিন ক্লাব জোটের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়, 'অপেক্ষার অবসান। ১০ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। এবার লিগের ওঠানামার নিয়ম মাথায় রেখে ডায়মন্ড হারবার কোনও পয়েন্ট পাবে না। ফলে তারা লিগ তালিকার শেষে থাকবে। ফলে ডায়মন্ড হারবার ২০২৭-'২৮ মরশুমে আর থাকবে না। আইএফএলে নেমে যাবে পরবর্তী মরশুমে।' এই বিবৃতিতে আরও লেখা হয়, 'নতুন ক্লাব-জোট মডেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ক্যালেন্ডার নেমে ফের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরছে। যা তরুণ প্রজন্মের উঠে আসার প্ল্যাটফর্ম এবং ফুটবলিং ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করবে।' এদিকে আইএসএলের সঙ্গে সঙ্গে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানাল আইডব্লিউএল ও আইডব্লিউএল ২ শুরুর দিন ঘোষণা করা হল। মহিলাদের প্রথম টুর্নামেন্ট শুরু ১৬ অক্টোবর। আইডব্লিউএল ২ শুরু ২৩ অক্টোবর থেকে।

প্রাথমিক তালিকায় নেই সুয়ারেজ

তারকাখচিত দল ঘোষণা ফোরলানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতে তারকাখচিত দল নিয়ে আসছেন উরুগুয়ে কোচ দিয়েগো ফোরলান।

শনিবারই কোচ হিসাবে প্রথম তিন প্রীতি ম্যাচের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করেন ফোরলান। তিনি যে আগামীর কথা চিন্তা করেই দল তৈরি করা শুরু করছেন তা পরিষ্কার। দলে আছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ফেডেরিকো ভালভের্দে ও লিভারপুলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজরা ছাড়াও লুকাস ভিল্লালবা, দিয়েগো রোসি, লুসিয়ানো রডরিগেজ, ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি, ব্রায়ান রডরিগেজরাও আছেন উরুগুয়ে আক্রমণভাগকে সমৃদ্ধ করতে। তবে তালিকায় না থাকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুইস সুয়ারেজ। অথচ কোচ হয়েই ফোরলান নিজে আগ্রহী ছিলেন সুয়ারেজকে ফেরাতে। ৪৬ জনের মধ্যে তাঁর না থাকা কিন্তু যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত আগের দলটাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে চাইছেন না নয়া কোচ। তিনি মূল দলটাকে ধরে রেখে কিছু পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে দলটাকে নতুন করে তৈরি করতে চান, এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা দলটার থেকে পাঁচজন বাদ গিয়েছেন। মার্সেলো বিয়েলসার ২৬ জনের মধ্যে প্রাথমিক এই তালিকায় নেই সের্জিও রোসেট, ফার্নান্দো মুসলেরা, ম্যাতিয়াস ভিনা, ম্যানুয়েল উগারতে ও নিকোলাস ডে লা ক্রুজের নাম। এর অর্থ, এখনও পুরোনো ফুটবলাররা ফোরলানের ভাবনায় আছেন।

ভারতে আসার আগে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় খেলে আসবে উরুগুয়ে। এই দুই ম্যাচই ফোরলানের আসল পরীক্ষা কোচ হিসাবে। তাই প্রাথমিক তালিকায় প্রচুর নয়া নাম থাকলেও মূল স্কোয়াড যে তিনি ভেবেচিন্তেই জানাবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। তবে তিনি যে নিজের উরুগুয়ে তৈরি করতে চান, তা পরিষ্কার। এদিন ফোরলানের দল ঘোষণার পর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এখন উরুগুয়ের হেড কোচ হিসাবে ফোরলান ভারত সফরে আসার আগে নতুন করে দল তৈরি করার নয়া চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। তাঁর দলে ভালভের্দে, নুনেজ, রোনাল্ড আরাউহো, হোসে মারিয়া জিমেনেজদের সঙ্গে রেখেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের একটা ঝলক দেখা যাবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের প্রীতি ম্যাচ সফরে।'

এর আগেও এদেশে এসে নিজেদের ছাপ রেখে গেছে উরুগুয়ে। ৪৪ বছর আগের সেই স্মৃতি এখনও এদেশের বয়স্ক মানুষজনের মধ্যে অমলিন। আশা করা হচ্ছে, এবারও ফোরলানের মতো তারকার দলও একটা ছাপ রেখে যাবে।

এদিকে, এআইএফএফ-এর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে, পানামা ম্যাচ একদিন এগিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর হবে।

ফেডেরিকো ভালভের্দে, ডারউইন নুনেজদের দেখার অপেক্ষায় কলকাতা।

মুম্বইয়ে বল পায়ে নেমে পড়লেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু। রবিবার লেবংয়ের গোর্খা স্টেডিয়ামেও তিনি ফুটবল খেলতে চান বলে জানিয়েছেন। আসন্ন ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ সম্পর্কে কাফু বলেছেন, 'দুই দলের মধ্যে র‌্যাংকিংয়ে বিস্তর ফারাক থাকলেও উপভোগ্য ম্যাচ হতে পারে।'

চ্যাম্পিয়ন সমৃদ্ধি, দেবরাজ

মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর : অল বেঙ্গল রাজ্য র‌্যাংকিং সতীশচন্দ্র দাস ট্রফি টেবিল টেনিসে সিনিয়ার মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির সমৃদ্ধি বণিক। সত্য চৌধুরী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

রানার্স প্রাচী

শনিবার ফাইনালে সমৃদ্ধি ৪-২ গেমে শিলিগুড়িই প্রাচী ঘোষকে হারিয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির দেবরাজ ভট্টাচার্য। ফাইনালে সে ৪-২ গেমে রূপম সর্দারকে হারিয়েছে।

ট্রফি নিয়ে দেবরাজ ভট্টাচার্য।

পদক গলায় শিলিগুড়ির সমৃদ্ধি বণিক (বাঁয়ে) ও প্রাচী ঘোষ। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

ফাইনালে কানাই-মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শান্তিময়ী বিশ্বাস, স্নিগ্ধেন্দুবিকাশ গুহ ও দেবব্রত সান্যাল ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠলেন কানাই ধর-মনোজ সরকার। খেতাবি লড়াইয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষ প্রদীপ দে-বাবলু ভার্মা। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কানাই-মনোজ ৮২৫ পয়েন্টে মরু সূত্রধর-দেবু সাহাকে হারিয়েছেন। কিশোরের কার্যনির্বাহী সভাপতি রবিন মজুমদার জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধে সাড়ে ৬টায় ফাইনাল ও তৃতীয় স্থানের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আজ উজ্জ্বলের সামনে হিডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি শান্তিপ্রিয় গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল রবিবার শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দুপুর ৩.১৫ মিনিটে উদ্বোধনী ম্যাচে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি মুখোমুখি হবে হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির।

ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

শেনঝেন, ৫ সেপ্টেম্বর : চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে ফাইনাল খেলার ঐতিহ্য ধরে রাখলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। এবার নিয়ে শেষ চার বছরে তাঁরা তৃতীয়বার ফাইনালে উঠলেন। শনিবার পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে ১ ঘণ্টা ৬ মিনিটের লড়াইয়ে সাত্ত্বিক-চিরাগ ২১-১৬, ১৮-২১ ও ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়ে দেন মালয়েশিয়ার নুর মহম্মদ আজরিন আয়ুব-তান উয়ি কিয়ংকে। এর আগে দুইবার ২০২৩ ও ২০২৫ সালে ফাইনালে উঠেও সাত্ত্বিক-চিরাগকে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কোনও ভারতীয় শাটলার এর আগে চায়না মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। চলতি বছর অবশ্য সাত্ত্বিক-চিরাগ ছন্দে আছেন। মে মাসে তাঁরা সিঙ্গাপুর ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। রানার্স হন থাইল্যান্ড ওপেনে।

তৃতীয়বার চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা হেমন্ত সাঁতরা - কে 26.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42C 20001 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতা আমার জীবনকে খুব সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এটি আর্থিক নিরাপত্তা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আরও ভালোভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতার দিকে একটি বিশাল পদক্ষেপ হবে। এই উপলক্ষে ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিচ্ছে আমবাড়ি এইচভি বয়েজ। ছবি : অমিয়কুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন এইচভি বয়েজ

বেলাকোবা, ৫ সেপ্টেম্বর : মন্থনীর সিপাইপাড়া শ্রীসংযোগ সংঘের ললিত রায়, সুনীলকুমার রায়, নীরেন রায় ও অলেশ্বরী রায় ট্রফি ৮ দলীয় একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আমবাড়ি এইচভি বয়েজ। শনিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে পিন্টু নাইন স্টারকে হারিয়েছে। সিপাইপাড়া স্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা এইচভি-র জীবন রায়। প্রতিযোগিতার সেরা নাইন স্টারের অমরজিৎ ওরাওঁ। সেরা গোলকিপার মুকেশ রায়।

উত্তরের খেলা

বাদলের ফুটবল শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর : শহিদ বাদল সংঘের উদ্যোগে কাঞ্চা দা, জিয়াসরঞ্জন সরকার, রবীন্দ্র পাসোয়ান ট্রফি ১০ দলীয় চ্যাম্পিয়ন্স ক্ল্যাস কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হবে। উদ্বোধন ম্যাচে খেলবে আলিপুরদুয়ার এফসি ও কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি।

বিচারক সপ্তপর্ণী

আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর : জর্ডনে একেএফ ২৪ ক্যাডেট, জুনিয়ার ও অনূর্ধ্ব-২১ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন আলিপুরদুয়ারের সপ্তপর্ণী চক্রবর্তী। তিনি শনিবার রওনা হয়েছেন।